প্রভুর উপদেশামৃত-শ্রবণে আত্মার চিদ্‌বৃত্তি কৃষ্ণসেবার উদ্বোধন ও প্রেমলাভ ঃ—

প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন।
অচিরাৎ মিলয়ে তাঁরে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ১২০ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে প্রেমপ্রয়োজন-বিচারো নাম ত্রয়োবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

যেহেতু সেই অখিলনাথের দ্বারাই (দস্যুরূপে) মহিষীসকল উপসংহৃত হইয়াছেন।'—এই ব্যাখ্যাই জানিতে হইবে।'—(শ্রীবিশ্বনাথ) অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই গোপদস্যুরূপে উক্ত মহিষীগণকে হরণ করিয়া যুগপৎ মহিষীগণের অভিলাষ-পূরণের জন্য ব্রজে আকর্ষণ, ঋষিবাক্য-রক্ষা এবং লোকলোচনে মায়াজাল বিস্তারপূর্ব্বক নিজ লীলা-মহিমার সর্ব্বোৎকর্ষত্ব সংগোপন—সকলই একত্রে সাধন করিয়াছিলেন। গোপদস্যুরূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই আসিয়াছিলেন বলিয়াই অমিতবল, গাণ্ডীবধনুর্দ্ধারী শ্রীঅর্জ্জুন নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন, নতুবা তাঁহার হীনবলত্ব কল্পনাতীত।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—সনাতনের প্রার্থনামতে মহাপ্রভু 'আত্মারামশ্চ মুনয়ঃ” এই শ্লোকের ৬১ প্রকার অর্থ করিলেন। পৃথক্ পৃথক্ পদ ব্যাখ্যা করত 'চ' ও 'অপি' শব্দদ্বয়ের অর্থ সংযোগে ঐসকল অর্থ নিষ্পন্ন করিলেন। অবশেষে এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় জ্ঞানী, কর্ম্মী ও যোগী, সকলেই যে নিজ নিজ দোষ পরিত্যাগ করিয়া তৎসঙ্গে কৃষ্ণভজন করেন, এই নিশ্চয়ার্থ স্থির করিয়া দিলেন। ব্যাখ্যামধ্যে নারদ ও ব্যাধের একট সংবাদে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বলিলেন। নারদ পর্ব্বতমুনিকে আনিয়া ব্যাধের হরিভক্তি দেখাইলেন। অতঃপর প্রভু সনাতনের স্তব শুনিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন। অবশেষে সনাতনের ইচ্ছামত মহাপ্রভু হরিভক্তিবিলাসের সূত্রগুলি বলিয়া দিলেন (অঃ প্রঃ ভাঃ)।

“আত্মারামশ্চ”-শ্লোকে কুতর্কহর গৌরের আশীর্ব্বাদ্ঞা ঃ—

আত্মারামেতি পদ্যার্কস্যার্থাংশূন্ যঃ প্রকাশয়ন্।
জগত্তমো জহারাব্যাৎ স চৈতন্যোদয়াচলঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

সনাতনের প্রভুপদে প্রার্থনা ঃ—

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
পুনরপি কহে কিছু বিনয় করিয়া ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম-সমীপে বর্ণিত “আত্মারামশ্চ” শ্লোকের ১৮ প্রকার ব্যাখ্যা শুনিতে অভিলাষ ঃ—

“পূর্ব্বে শুনিয়াছোঁ, তুমি সার্ব্বভৌম-স্থানে।
এক শ্লোকের আঠার অর্থ কৈরাছ ব্যাখ্যানে ॥ ৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ৫ ॥

আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর উৎকণ্ঠিত মন।
কৃপা করি' কহ যদি, জুড়ায় শ্রবণ ॥” ৬ ॥

প্রভুর আপনাকে অপ্রাকৃত বাউল-অভিধানে দৈন্যের আবরণে আত্মগোপন-চেষ্টা ঃ—

প্রভু কহে,—“আমি বাতুল, আমার বচনে।
সার্ব্বভৌম বাতুলতা সত্য করি' মানে ॥ ৭ ॥

কীর্ত্তনকারী প্রভুর উপযুক্ত শ্রোতা সনাতনকে বহুমাননপূর্ব্বক পূর্ব্বকৃত ১৮ প্রকার অর্থ ছাড়িয়া নূতন ব্যাখ্যান ঃ—

কিবা প্রলাপিলাঙ, তার নাহি কিছু মনে।
তোমার সঙ্গ-বলে যদি কিছু হয় মনে ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি “আত্মারামেতি” পদ্যসূর্য্যের অর্থরূপ কিরণসকল প্রকাশ করিয়া জগতের তমো হরণ করিয়াছিলেন, সেই উদয়াচল-চৈতন্য জগৎকে পালন করুন।

অনুভাষ্য

১। যঃ (শ্রীচৈতন্যদেবঃ) আত্মারামেতি ('আত্মারামাশ্চ' ইতি ভাগবতস্য) পদ্যার্কস্য (শ্লোকসূর্য্যস্য) অর্থাংশূন্ (অর্থাঃ এব অংশবঃ কিরণাস্তান্) প্রকাশয়ন্ (প্রকটয়ন্) জগত্তমঃ (কুসিদ্ধান্তান্ধকারং) জহার (নাশয়ামাস), স চৈতন্যোদয়াচলঃ (শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য এব উদয়াচলঃ, অর্কস্য উদয়স্থলত্বাৎ) অব্যাৎ (অবতু)।

৫। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে।
তোমা-সবার সঙ্গ-বলে যে কিছু প্রকাশে ॥ ৯ ॥

"আত্মারামাশ্চ" শ্লোকে সর্ব্বশুদ্ধ ১১টী পদ ঃ—

একাদশ পদ এই শ্লোকে সুনির্ম্মল।
পৃথক্ পৃথক্ নানা অর্থ পদে করে ঝলমল ॥ ১০ ॥

(১) 'আত্মা'-শব্দের ৭টী পর্য্যায় ঃ—

'আত্মা'-শব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি।
বুদ্ধি, স্বভাব,—এই সাত অর্থ-প্রাপ্তি ॥ ১১ ॥

প্রমাণ ঃ—
বিশ্বপ্রকাশে—

"আত্মা দেহমনোব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিষু। প্রযত্নে চ" ইতি ॥১২॥

'আত্মা'-শব্দের অর্থ লইয়া আত্মারাম সপ্তবিধ ঃ—

এই সাতে রমে যেই, সেই আত্মারামগণ।
আত্মারামগণের আগে করিয়ে গণন ॥ ১৩ ॥

(২) 'মুনি'-শব্দের ৭টী পর্য্যায় ঃ—

'মুনি'-আদি শব্দের অর্থ শুন, সনাতন।
পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করি, পাছে করিব মিলন ॥ ১৪ ॥
'মুনি'-শব্দে মননশীল, আর কহে মৌনী।
তপস্বী, ব্রতী, যতি, আর ঋষি, মুনি ॥ ১৫ ॥

(৩) 'নির্গ্রন্থ'-শব্দের অর্থ ঃ—

'নির্গ্রন্থ'-শব্দে কহে, অবিদ্যা-গ্রন্থি-হীন।
বিধি-নিষেধ-বেদশাস্ত্র-জ্ঞানাদি-বিহীন ॥ ১৬ ॥
মূর্খ, নীচ, ম্লেচ্ছ আদি শাস্ত্ররিক্তগণ।
ধনসঞ্চয়ী—নির্গ্রন্থ, আর যে নির্ধন ॥ ১৭ ॥

'নির্' উপসর্গ ও 'গ্রন্থ'-শব্দের পর্য্যায়-প্রমাণ ঃ—
বিশ্বপ্রকাশে—

নির্নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে নির্নির্ম্মাণ-নিষেধয়োঃ।
গ্রন্থো ধনেঽথ সন্দর্ভে বর্ণসংগ্রহণেঽপি চ ॥ ১৮ ॥

(৪) 'উরুক্রম' (উরু+ক্রম) শব্দের অর্থ ঃ—

'উরুক্রম'-শব্দে কহে, বড় যাঁর ক্রম।
'ক্রম'-শব্দে কহে, এই পাদবিক্ষেপণ ॥ ১৯ ॥
শক্তি কম্পযুক্ত পরিপাট্যে আক্রমণ।
চরণ-চালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন ॥ ২০ ॥

প্রাকৃত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সূক্ষ্মতম পরমাণু-গণকের পক্ষেও
বামনবীর্য্য অপরিমেয় ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।৪০)—

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরংহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাৎ ত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পয়ানম্ ॥ ২১ ॥

স্বরূপ ও মায়া-শক্তিবৈভব-ধামত্রয়ে শক্তি বা
বীর্য্যের বিভিন্ন পরিচয় ঃ—

বিভুরূপে ব্যাপে, শক্ত্যে ধারণ-পোষণ।
মাধুর্য্যশক্ত্যে গোলোক, ঐশ্বর্য্যে পরব্যোম ॥ ২২ ॥
মায়াশক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডাদি-পরিপাটী-সৃজন।
'উরুক্রম'-শব্দের এই অর্থ নিরূপণ ॥ ২৩ ॥

ক্রমশব্দের পর্য্যায় শব্দ ঃ—
বিশ্বপ্রকাশে—

"ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাং ক্রমচালনকম্পয়োঃ ॥" ২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২। 'আত্ম'-শব্দে—দেহ, মন, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৃতি, বুদ্ধি ও যত্ন।

১৮। 'নির্' উপসর্গ—নিশ্চয়ে, ক্রমার্থে, নির্ম্মাণে, নিষেধে ব্যবহৃত। 'গ্রন্থ'-শব্দ—ধনে, সন্দর্ভে, বর্ণ-সংগ্রহণে ব্যবহৃত।

অনুভাষ্য

১০। একাদশ পদ—(১) আত্মারামাঃ, (২) চ, (৩) মুনয়ঃ, (৪) নির্গ্রন্থাঃ, (৫) অপি, (৬) উরুক্রমে, (৭) কুর্ব্বন্তি, (৮) অহৈতুকীং, (৯) ভক্তিং, (১০) ইত্থম্ভূতগুণঃ, (১১) হরিঃ।

২১। ব্রহ্মা তচ্ছিষ্য দেবর্ষি নারদের নিকট ভগবান্ বিষ্ণুর লীলাবতারসমূহের চেষ্টা, প্রয়োজন ও বিভূতির কথা বর্ণন করিয়া ভগবান্ বামনদেবের অপরিমেয় বীর্য্য-মহিমা বর্ণন করিতেছেন,—

ইহ (অস্মিন্ সংসারে) যঃ কবিঃ (পণ্ডিতঃ) পার্থিবানি রজাংসি (পৃথিব্যাং পরমাণূন্ অপি) বিমমে (বিগণিতবান্, তাদৃশঃ অপি) কতমঃ নু (প্রশ্নে) বিষ্ণোঃ বীর্য্যগণনাং [কর্ত্তুম্]

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯-২০। 'উরুক্রম'—শব্দের 'উরু'-শব্দে বড় বড় এবং 'ক্রম'-শব্দে—পাদবিক্ষেপণ এবং (শক্তির আদি কারণ-ভূত) কম্পাদি। সুতরাং উরুক্রম-শব্দে বামনাকার বিষ্ণুকে বুঝাইল; কেননা, বড় বড় চরণ-ক্রমদ্বারা তিনি জগৎকে কাঁপাইয়াছিলেন।

২১। পৃথিবীর রজোসমূহ গণনা করিতে পারিলেও বিষ্ণুর বীর্য্যসকল কে গণনা করিতে পারে? তিনি বামনরূপে তাঁহার অস্খলিত-পদবেগে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিমূল হইতে ত্রিপৃষ্ঠ (সত্য-লোক) পর্য্যন্ত কম্পিত করিয়া ধারণ করিয়াছিলেন।

২৪। ক্রম-শব্দে—শক্তি, পরিপাটী, চালন ও কম্পন।

অনুভাষ্য

অর্হতি (সমর্থো ভবতি?—ন কোঽপীত্যর্থঃ), যঃ (বিষ্ণুঃ) যস্মাৎ [কারণাৎ ত্রিবিক্রমাবতারে] অস্খলতা (প্রতিঘাতশূন্যেন) স্বরংহসা (স্বপাদবেগেন) ত্রিসাম্যসদনাৎ (ত্রিগুণসাম্যরূপং সদনম্ অধিষ্ঠানং প্রধানং তস্মাৎ আরভ্য) উরুকম্পয়ানম্

(৫) কুর্ব্বন্তি'-ক্রিয়ার পরস্মৈপদের কারণ ঃ—

'কুর্ব্বন্তি'-পদ—এই পরস্মৈপদ হয় ।
কৃষ্ণসুখনিমিত্ত ভজনে তাৎপর্য্য কহয় ॥ ২৫ ॥

প্রমাণ ঃ—

পাণিনিতে ১।৩।৭২ ; সিদ্ধান্ত-কৌমুদীতে ভ্বাদি প্রকরণে—
"স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে ॥" ২৬ ॥

(৬) 'অহৈতুকী'-শব্দান্তর্গত 'হেতু'-শব্দের ত্রিবিধ দার্শনিক অর্থ ঃ—

'হেতু'-শব্দে কহে—ভুক্তি-আদি বাঞ্ছান্তরে ।
ভুক্তি, সিদ্ধি, মুক্তি—মুখ্য এই তিন প্রকারে ॥ ২৭ ॥

ভুক্তি, সিদ্ধি ও মুক্তির ভেদ ঃ—

এক ভুক্তি কহে, ভোগ—অনন্ত প্রকার ।
সিদ্ধি—অষ্টাদশ, মুক্তি—পঞ্চবিধাকার ॥ ২৮ ॥

'অহৈতুকী'-শব্দের অর্থ ঃ—

এই যাঁহা নাহি, সেই ভক্তি—'অহৈতুকী' ।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী ॥ ২৯ ॥

(৭) 'ভক্তি'-শব্দের অর্থ ; দশবিধ ভেদ ঃ—

'ভক্তি'-শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার ।
এক—'সাধন', 'প্রেমভক্তি'—নব প্রকার ॥ ৩০
'রতি'-লক্ষণা, 'প্রেম'-লক্ষণা, ইত্যাদি প্রচার ।
ভাবরূপা, মহাভাব-লক্ষণরূপা আর ॥ ৩১ ॥

শান্ত ও দাস্যরসে ভক্তির সীমা ঃ—

শান্ত-ভক্তের রতি বাড়ে 'প্রেম' পর্য্যন্ত ।
দাস্য-ভক্তের রতি হয় 'রাগ'দশা-অন্ত ॥ ৩২ ॥

সখ্য ও বাৎসল্য-রসে ভক্তির সীমা ঃ—

সখাগণের রতি হয় 'অনুরাগ' পর্য্যন্ত ।
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ আদি 'অনুরাগ'-অন্ত ॥ ৩৩ ॥

মধুররসে ভক্তির সীমা ঃ—

কান্তাগণের রতি পায় 'মহাভাব'-সীমা ।
'ভক্তি'-শব্দে কহিলুঁ এই অর্থের মহিমা ॥ ৩৪ ॥

(৮) 'ইত্থম্ভূতগুণ' (ইত্থম্ভূত + গুণ) শব্দের অর্থ-ব্যাখ্যা ঃ—

'ইত্থম্ভূতগুণঃ'-শব্দের শুনহ ব্যাখ্যান ।
'ইত্থম্ভূত'-শব্দের ভিন্ন অর্থ, 'গুণ'-শব্দের আন ॥ ৩৫ ॥

'ইত্থম্ভূত'-শব্দের অর্থ ঃ—

'ইত্থম্ভূত'-শব্দের অর্থ—পূর্ণানন্দময় ।
যাঁর আগে ব্রহ্মানন্দ তৃণপ্রায় হয় ॥ ৩৬ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৪।৩৬)—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে ।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মণ্যপি জগদ্‌গুরো ॥ ৩৭ ॥

নিজ-রূপমাধুর্য্যে সকলকেই বলপূর্ব্বক বশকারক ঃ—

সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বাহ্লাদক, মহারসায়ন ।
আপনার বলে করে সর্ব্ববিস্মারণ ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণকৃপা-প্রভাবে কৈতব-নাশ ঃ—

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-সুখ ছাড়য় যার গন্ধে ।
অলৌকিক শক্তি-গুণে কৃষ্ণকৃপায় বান্ধে ॥ ৩৯ ॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি ইঁহা সিদ্ধান্ত-বিচার ।
এই স্বভাব-গুণে, যাতে মাধুর্য্যের সার ॥ ৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬। উভয়পদী ধাতুর স্বরিত স্বর ও ঞ 'ইৎ' হয়। ক্রিয়ার ফল যদি কর্ত্তার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে 'আত্মনেপদ' হয়। এস্থলে তাহা না হওয়ায় 'পরস্মৈপদ' প্রযুক্ত হইয়াছে।

২৮। সিদ্ধি—অণিমাদি অষ্টাদশ সিদ্ধি (ভাঃ ১১।১৫ অঃ দ্রষ্টব্য)।

অনুভাষ্য

(অধিককম্পমানং) ত্রিপৃষ্ঠং (সত্যলোকং) চস্কম্ভ (ধৃতবান্)।—মন্ত্রঃ (ঋগ্বেদে ১ম মঃ ১৫৪ সূঃ)—"ওঁ বিষ্ণোর্নু বীর্য্যাণি কং প্রাবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি। যোঽস্কম্ভয়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ" ইতি।

২২-২৩। বিভুরূপে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত থাকেন এবং শক্তিদ্বারা তাহাদের ধারণ ও পোষণ করেন। মাধুর্য্যশক্তিদ্বারা গোলোকের ধারণ ও পোষণ করেন, ঐশ্বর্য্যশক্তিদ্বারা পরব্যোমের ধারণ ও

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩০। প্রেমভক্তি নব প্রকার—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব—এই নয় প্রকার।

অনুভাষ্য

পোষণ করেন এবং মায়াশক্তিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডাদির পরিপাটীরূপে সৃজন করেন।

২৫। 'কুর্ব্বন্তি'-পদ—পরস্মৈপদে প্রযুক্ত ; (ফলপ্রাপ্তি) কর্ত্তার অভিপ্রেত হইলে, 'আত্মনেপদ' প্রযুক্ত হইত। কিন্তু এস্থলে কৃষ্ণের সুখের জন্য তাঁহারা কৃষ্ণভজন করেন, এরূপ তাৎপর্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া 'কুর্ব্বন্তি'র পরস্মৈপদীয় প্রয়োগ।

৩০-৩১। সাধন-ভক্তির একপ্রকার লক্ষণ এবং প্রেমভক্তির নয়প্রকার লক্ষণ, যথা রতি (ভাবভক্তি)-লক্ষণা, প্রেম-লক্ষণা, স্নেহ-লক্ষণা, মান-লক্ষণা, প্রণয়-লক্ষণা, রাগ-লক্ষণা, অনুরাগ-লক্ষণা, ভাব-লক্ষণা ও মহাভাব-লক্ষণা।

৩৭। আদি, ৭ম পঃ ৯৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

'গুণ'-শব্দের অর্থ ; কৃষ্ণের অনন্তগুণের
অতুল অমোঘ প্রভাব ঃ—

'গুণ'-শব্দের অর্থ—কৃষ্ণের গুণ অনন্ত।
সচ্চিদ্রূপ-গুণ সর্ব্ব-পূর্ণানন্দ ॥ ৪১ ॥
ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কারুণ্যে স্বরূপ-পূর্ণতা।
ভক্তবাৎসল্য, আত্মা পর্য্যন্ত বদান্যতা ॥ ৪২ ॥

এক একটীগুণ এক এক ভক্তবিশেষকে বশকারক ঃ—

অলৌকিক রূপ, রস, সৌরভাদি গুণ।
কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণ ॥ ৪৩ ॥

পাদপদ্ম-সৌরভে চতুঃসনকে এবং লীলামাধুর্য্যে
শুকদেবকে আকর্ষণ ঃ—

সনকাদির মন হরিল সৌরভাদি গুণে।
শুকদেবের মন হরিল লীলা-শ্রবণে ॥ ৪৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫।৪৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।১।৯)—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ৪৬ ॥

অঙ্গমাধুর্য্যে গোপীর এবং রূপ-গুণ-মাধুর্য্যে রুক্মিণীর মনোহরণ ঃ—

শ্রীঅঙ্গ-রূপে হরে গোপিকার মন।
রূপ-গুণ-শ্রবণে রুক্মিণ্যাদির আকর্ষণ ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণের অঙ্গ, বদন ও হাস্য-মাধুর্য্যে মুগ্ধা
গোপীর আত্মনিবেদন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৩৯)—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ৪৮ ॥

কৃষ্ণগুণাকৃষ্টা রুক্মিণীর আত্মনিবেদন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৫২।৩৭)—

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্ব্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥ ৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৬। হে রাজর্ষে, নৈর্গুণ্যে পরিনিষ্ঠিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণলীলায় আকৃষ্ট হইয়া আমি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলাম।

৪৮। হে কৃষ্ণ, তোমার অলকাবৃত মুখ, তোমার কুণ্ডলশ্রী-গণ্ডস্থলাধর-সুধাযুক্ত ঈষদ্ধাস্যের সহিত অবলোকন, অভয়-দত্ত ভুজদণ্ডদ্বয় এবং একমাত্র শ্রীদ্বারা শোভিত বক্ষ দেখিয়া আমরা তোমার দাসী হইলাম।

৪৯। হে ভুবনসুন্দর, তোমার গুণসমূহ শ্রবণকারী ব্যক্তি-দিগের কর্ণবিবরদ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের অঙ্গতাপ নাশ করে। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের তোমার রূপ-দর্শনে অখিলার্থ লাভ হয়। হে অচ্যুত, সেই গুণসকল শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত নির্ল্লজ্জ হইয়া তোমাতে প্রবেশ করিতেছে।

অনুভাষ্য

৪৫। মধ্য, ১৭শ পঃ ১৪২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪৬। 'মুমূর্ষু ব্যক্তির কি করা কর্ত্তব্য?' পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের বহুমানন করিয়া শ্রীল শুকদেব শ্রীহরিকীর্ত্তন ও হরিকথা-কীর্ত্তনময় শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া শ্রীহরির গুণপ্রভাব বর্ণন করিতেছেন,—

হে রাজর্ষে, নৈর্গুণ্যে (নির্গুণে ব্রহ্মণি) পরিনিষ্ঠিতঃ (স্থিতধীঃ) অপি [অহং বৈয়াসকিঃ] উত্তমঃশ্লোকলীলয়া (কৃষ্ণমাধুর্য্যেণ) গৃহীতচেতাঃ (আকৃষ্টচিত্তঃ সন্) যৎ আখ্যানং (ভাগবতাখ্যম্) অধীতবান্, [তৎ তে অভিধাস্যামীতি পরেণান্বয়ঃ]।

৪৮। জ্যোৎস্না-স্নাতা শারদীয়া রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশী-রবে সমাকৃষ্টা গোপবধূগণ আত্মহারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদের অনুরাগ আরও বর্দ্ধন করিবার আশয়ে গৃহে গমন করিতে বলায় কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীগণ দুঃখিতা হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে গদ্‌গদবাক্যে কৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

[হে পুরুষভূষণ,] তব অলকাবৃতমুখং (কেশদামৈঃ আবৃত-মুখং) কুণ্ডলশ্রিগণ্ডস্থলাধরসুধং (কুণ্ডলয়োঃ শ্রীর্যয়ো তে গণ্ড-স্থলে যস্মিন্ অধরে সুধা যস্মিন্ তচ্চ মুখং) হসিতাবলোকং (হসিতেন সহ অবলোকং যস্মিন্ তচ্চ মুখং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) দত্তাভয়ং (দত্তম্ অভয়ং যেন তৎ) ভুজদণ্ডযুগং (বাহুদ্বয়ং) শ্রিয়ৈকরমণং (শ্রিয়াঃ লক্ষ্ম্যাঃ একং মুখ্যম্ এব রমণং রতি-জনকং তৎ) বক্ষঃ চ বিলোক্য বয়ং দাস্যঃ এব ভবাম।

৪৯। পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মকদুহিতা মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী শ্রীমতী রুক্মিণীর পরিণয়-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন। লোকমুখে শ্রীকৃষ্ণের সদ্‌গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করা সত্ত্বেও কৃষ্ণদ্বেষী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুক্মী চৈদ্য-শিশুপালকে তাঁহার বর স্থির করিতেছে শুনিয়া নির্জ্জনে একখানি প্রেমপত্র লিখিয়া এক

বংশীগানে নারায়ণী লক্ষ্মীকে এবং বেণু ও বিগ্রহ-মাধুর্য্যে সমগ্র কান্তাগণকে আকর্ষণ ঃ—

বংশী-গীতে হরে কৃষ্ণ লক্ষ্ম্যাদির মন ।
যোগ্যভাবে জগতের যত যুবতীর গণ ॥ ৫০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৬।৩৬)—

কস্যানুভাবোহস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥৫১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৪০)—

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎত্রিলোক্যাম্ ।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ৫২ ॥

বাৎসল্যরসে মাতৃগণকে ও সখ্য-দাস্যাদি-রসে পুরুষরূপী সখা ও দাসগণকে আকর্ষণ ঃ—

গুরুতুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণ ।
দাস্য-সখ্যাদি-ভাবে পুরুষাদি গণ ॥ ৫৩ ॥

শান্তরসে ধামস্থ সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমকে আকর্ষণ ঃ—

পক্ষী, মৃগ, বৃক্ষ, লতা, চেতনাচেতন ।
প্রেমে মত্ত করি' আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ ॥ ৫৪ ॥

(৯) 'হরি'-শব্দের অর্থ ; দ্বিবিধ হরণ—(ক) গৌণ ও (খ) মুখ্য লক্ষণ ঃ—

'হরিঃ'-শব্দে নানার্থ, দুই মুখ্যতম ।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন ॥ ৫৫ ॥

(১) জীবের আবরণ-রূপ অনর্থহর গুণ—
(ক) নিখিল তাপবিনাশ ঃ—

যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ ।
চারিবিধ তাপ তার করে সংহরণ ॥ ৫৬ ॥

কৃষ্ণভক্তি—পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা,
এই ত্রিবিধ ক্লেশঘ্নী ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।১৯)—

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥ ৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫২। হে কৃষ্ণ, তোমার কলপদামৃত বেণুগীতদ্বারা সম্মোহিত হইয়া ত্রৈলোক্যমধ্যে কোন্ স্ত্রী আর্য্যচরিত (ধর্ম্ম) হইতে বিচলিত না হয়? ত্রৈলোক্যের সৌভাগ্যস্বরূপ তোমার এই রূপ দেখিয়া গো-সকল, পক্ষীসকল, দ্রুমসকল ও মৃগসকল পুলক-ধারণ করিয়া থাকে।

৫৬। চারিবিধ তাপ,—চারিবিধ পাতকের তাপ—(১) পাতক, (২) উরুপাতক, (৩) মহাপাতক, (৪) অতিপাতক।

৫৭। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেরূপ সমস্ত কাষ্ঠকে পুড়াইয়া ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ মদ্বিষয়া ভক্তি, হে উদ্ধব, সর্ব্ববিধ পাপকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া ফেলে।

অনুভাষ্য

বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে দিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক যথাবিধি সৎকারলাভানন্তর রুক্মিণীর সেই প্রেমপত্রখানা শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে পাঠ করিতে লাগিলেন,—

হে অচ্যুত, হে ভুবনসুন্দর, শৃণ্বতাং (শ্রোতৃবর্গাণাং) কর্ণবিবরৈঃ (অন্তঃ প্রবিশ্য) অঙ্গতাপং হরতঃ তে (তব) গুণান্, দৃশিমতাং (চক্ষুষ্মতাং) দৃশাং (চক্ষুষাম্) অখিলার্থলাভং (সর্ব্বসারার্থপ্রদং) রূপং চ শ্রুত্বা মে (মম) চিত্তম্ অপত্রপং (অপগতা ত্রপা যস্মাৎ তৎ, লজ্জাবিহীনং সৎ) ত্বয়ি আবিশতি (আসজ্জতে, অনুসন্ধান-রাহিত্যেন মগ্নং ভবতি)।

৫১। মধ্য, ৮ম পঃ ১৪৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫২। কৌমুদী-প্লাবিতা শারদীয়া-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরবে সমাকৃষ্টা গোপবধূগণ আত্মহারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদের অনুরাগ আরও বর্দ্ধন করিবার অভিপ্রায়ে স্ব-স্ব-গৃহে গমন করিতে বলায়, কৃষ্ণগত-চিত্তা গোপবধূগণ দুঃখিত হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে গদ্গদবাক্যে কৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

হে অঙ্গ (কৃষ্ণ), ত্রিলোক্যাং (ত্রিভুবনমধ্যে) কা সা স্ত্রী (নারী গোপীত্যর্থঃ),—যা তে (তব) কলপদামৃতবেণুগীত-সম্মোহিতা (কলানি মধুরাণি পদানি যস্মিন্ তৎ চ অমৃতং তন্ময়ম্ এব বেণুগীতং তেন, কলপদায়তমূর্চ্ছিতেনেতি পাঠে—কলানি পদানি যস্মিন্ তৎ আয়তং দীর্ঘং মূর্চ্ছিতং স্বরালাপমেদঃ তেন সম্মোহিতা আকৃষ্টহৃদয়া সতী) ত্রৈলোক্যসৌভগং (ত্রৈলোক্যস্য ঊর্দ্ধাধোমধ্যবর্ত্তমানস্য যাবল্লোকস্য সৌভগং মনোহরং তব সুন্দরম্) ইদং রূপঞ্চ—যৎ গোদ্বিজ-দ্রুমমৃগাঃ (সর্ব্বে স্থাবর-জঙ্গমজীবাঃ) পুলকানি অবিভ্রন্ (অবিভরুঃ), তৎ—নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) আর্য্যচরিতাৎ (নিজ-নিজবিধিধর্ম্মাৎ) ন চলেৎ (ভ্রশ্যেৎ)?

৫৭। সর্ব্বশ্রেয়ঃসাধনশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগ-সম্বন্ধে আরও অধিক জানিতে ইচ্ছা করায় শ্রীউদ্ধবকে ভগবান্ বলিতেছেন,—

হে উদ্ধব, যথা সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ (সুসমৃদ্ধা অর্চ্চিঃ যস্য সঃ) অগ্নিঃ এধাংসি (কাষ্ঠানি) ভস্মসাৎ করোতি (বিনাশয়তি), তথা মদ্বিষয়া ভক্তিঃ কৃৎস্নশঃ (সর্ব্বাণি) এনাংসি (পাপানি—প্রারব্ধাপ্রারব্ধানি চ বিধুনোতি)।

(খ) অজ্ঞান ও অবিদ্যা-বিনাশ ; তখন কৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছামূলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শুদ্ধ-চিত্তে স্বপ্রকাশ নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমোদয় ঃ—

তবে করে ভক্তিবাধক কর্ম্ম-অবিদ্যা-নাশ।
শ্রবণাদ্যের ফল 'প্রেমা' করয়ে প্রকাশ ॥ ৫৮ ॥

(২) অনাবৃত শুদ্ধ জীবস্বরূপকে প্রেমে আকর্ষণ ঃ—

নিজ-গুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয় মন।
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ, ঐছে তাঁর গুণ ॥ ৫৯ ॥

হরি বা হরিপ্রেম চতুর্ব্বর্গ-ধিক্কারী ও সর্ব্বচিত্তহর ঃ—

চারি পুরুষার্থ ছাড়ায়, হরে সবার মন।
'হরি'-শব্দের এই মুখ্য কহিলুঁ লক্ষণ ॥ ৬০ ॥

(১০) চ-শব্দের ও (১১) অপি-শব্দের অর্থ ঃ—

'অপি' 'চ', দুই শব্দ তাতে 'অব্যয়' হয়।
যেই অর্থ লাগাইয়ে, সেই অর্থ হয় ॥ ৬১ ॥

চ-শব্দের সপ্ত ও অপি-শব্দের সপ্ত অর্থ ঃ—

তথাপি চ-কারের কহে মুখ্য অর্থ সাত।
অপি-শব্দে মুখ্য অর্থ সাত বিখ্যাত ॥ ৬২ ॥

চ-শব্দের প্রয়োগস্থল ; প্রমাণ ঃ—

বিশ্বপ্রকাশে—

চান্বাচয়ে সমাহারেঽন্যোঽন্যার্থে চ সমুচ্চয়ে।
যত্নান্তরে তথা পাদপূরণেঽপ্যবধারণে ॥ ৬৩ ॥

অপি-শব্দের প্রয়োগস্থল, প্রমাণ ঃ—

বিশ্বপ্রকাশে—

অপি সম্ভাবনা-প্রশ্ন-শঙ্কা-গর্হা সমুচ্চয়ে।
তথা যুক্তপদার্থেষু কামচারক্রিয়াসু চ ॥ ৬৪ ॥

এই পর্য্যন্ত পদসমূহের অর্থ নির্ণীত ; এক্ষণে তদ্দ্বারা শ্লোকার্থ নির্ণয় ঃ—

এই ত' একাদশ পদের অর্থ-নির্ণয়।
এবে শ্লোকার্থ করি, যথা যে লাগয় ॥ ৬৫ ॥

প্রথমে 'আত্মারাম'-পদের অন্তর্গত 'আত্মা'-শব্দের (১) 'ব্রহ্ম'-অর্থদ্বারা ব্যাখ্যা ঃ—

'ব্রহ্ম'-শব্দের অর্থ—তত্ত্ব সর্ব্ব-বৃহত্তম।
স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য করি' নাহি যাঁর সম ॥ ৬৬ ॥

ব্রহ্মের সংজ্ঞা ; শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৫৭)—

বৃহত্ত্বাদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।
তস্মৈ নমস্তে সর্ব্বাত্মন্ যোগিচিন্ত্যাবিকারী যৎ ॥ ৬৭ ॥

আত্মা-শব্দের আততত্ত্বই ব্রহ্মত্ব ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২।৪৫) শ্লোক-ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামি-ধৃত তন্ত্র-বাক্য—

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ ॥ ৬৮ ॥

'ব্রহ্ম'-শব্দের অভিধা-বৃত্তিতে পূর্ণ প্রতীতিময় ভগবান্ ঃ—

সেই 'ব্রহ্ম'-শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান্।
অদ্বিতীয়-জ্ঞান, যাঁহা বিনা নাহি আন ॥ ৬৯ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ ও ত্রিকালসত্য বস্তু ঃ—

সেই অদ্বয়তত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।
তিনকালে সত্য তিঁহো—শাস্ত্র-প্রমাণ ॥ ৭১ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে ও পরে কৃষ্ণের নিত্য অধিষ্ঠান ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩২)—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ৭২ ॥

আত্মা-শব্দে বিভু কৃষ্ণ ঃ—

'আত্মা'-শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহত্ত্বস্বরূপ।
সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বসাক্ষী, পরমস্বরূপ ॥ ৭৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৩। অন্বাচয়ে অর্থাৎ অনুগম্যসমূহার্থে, সমাহারে, অন্যোন্যার্থে, সমুচ্চয়ে, যত্নান্তরে, পাদপূরণে ও অবধারণে অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থে 'চ'-শব্দের প্রয়োগ হয়।

৬৪। 'অপি'-শব্দ সম্ভাবনা, প্রশ্ন, শঙ্কা, গর্হা, সমুচ্চয়, যুক্ত-পদার্থ, কামচার-ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়।

অনুভাষ্য

৬০। ভগবান্ শ্রীহরি জীবের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাত্মক চারিটী পুরুষার্থ লাভের পিপাসা ছাড়াইয়া দেন এবং সকলের মনোহরণ করিয়া নিজ-প্রেমাকৃষ্ট করান।

৬৭। [বুধাঃ] বৃহত্ত্বাদ্ (সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ) বৃংহণত্বাচ্চ (সম্বর্দ্ধকত্বাৎ, পোষকত্বাৎ বা) তৎ পরমং ব্রহ্ম বিদুঃ (জানন্তি) ; হে সর্ব্বাত্মন্, তে (তব) যৎ যোগিচিন্ত্যাবিকারী (সূরিজনমোহনং স্বরূপং) তস্মৈ নমঃ।

৬৮। আততত্বাৎ (সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ) মাতৃত্বাৎ (সর্ব্বপ্রসবিতৃত্বাৎ) চ হরিঃ হি পরমঃ আত্মা।

৭০। আদি, ২য় পঃ ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭২। আদি, ১ম পঃ ৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৭। বৃহত্ত্বপ্রযুক্ত, বৃংহণত্ব অর্থাৎ বৃদ্ধিকারকত্ব-প্রযুক্ত সেই তত্ত্বকে 'পরমব্রহ্ম' বলে। হে সর্ব্বাত্মন্, যোগিচিন্ত্যাবিকারী যে তুমি, তোমাকে প্রণাম।

৬৮। বিস্তৃতত্ব ও পরিমাতৃত্ব-প্রযুক্ত হরিই পরমাত্মা।

শ্রীমদ্ভাগবতে(১১।২।৪৫) শ্লোক-ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামি-ধৃত তন্ত্র-বচন—

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ ॥ ৭৪ ॥

ত্রিবিধ অভিধেয়ে কৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রতীতি—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ ঃ—

সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি-হেতু ত্রিবিধ 'সাধন'।
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি,—তিনের পৃথক্ লক্ষণ ॥ ৭৫ ॥

তিন সাধনে ভগবান্ তিন স্বরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ-প্রকাশে ॥ ৭৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৭৭ ॥

'ব্রহ্ম-আত্মা'-শব্দে যদি কৃষ্ণেরে কহয়।
'রূঢ়ি-বৃত্ত্যে' নির্ব্বিশেষ অন্তর্যামী কয় ॥ ৭৮ ॥

জ্ঞানমার্গে চিন্মাত্র ব্রহ্ম, যোগমার্গে সচ্চিন্ময় পরমাত্ম-প্রতীতি ঃ—

জ্ঞানমার্গে—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগমার্গে—অন্তর্যামি-স্বরূপেতে ভাসে ॥ ৭৯ ॥

দ্বিবিধ ভক্তি (রাগময়ী ও বৈধী)-দ্বারা দ্বিবিধ ভগবৎস্বরূপ (স্বয়ং কৃষ্ণ ও তৎপ্রকাশ)-প্রাপ্তি ঃ—

রাগভক্তি, বিধিভক্তি হয় দুইরূপ।
'স্বয়ং-ভগবত্তা', 'প্রকাশ'—দুইত' স্বরূপ ॥ ৮০ ॥

রাগানুগা-ভক্তির সিদ্ধিতে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন, বৈধীভক্তির সিদ্ধিতে বৈকুণ্ঠে নারায়ণ-দাস্য ঃ—

রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং-ভগবানে পায়।
বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠকে যায় ॥ ৮১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯।২১)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ৮২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫।২৫)—

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা
দূরে-যমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥ ৮৩ ॥

ত্রিবিধ উপাসক ঃ—

সেই উপাসক হয় ত্রিবিধ প্রকার।
অকাম, মোক্ষকাম, সর্ব্বকাম আর ॥ ৮৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৩।১০)—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ৮৫ ॥

'উদারধী'-শব্দের অর্থ ঃ—

বুদ্ধিমান্-অর্থে—যদি বিচারজ্ঞ হয়।
নিজ-কাম লাগিহ তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ৮৬ ॥

সর্ব্ববিধ সাধনই ভক্তিসাপেক্ষ, ভক্তিই কেবল নিরপেক্ষ ঃ—

ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥ ৮৭ ॥

ভক্তির আশ্রয় বিনা অন্য সাধন, সমস্তই নিষ্ফল ঃ—

অজাগলস্তন-ন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন ॥ ৮৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৩। পরস্পর কৃষ্ণকথা-বর্ণনে যাঁহারা অনুরাগ-বৈক্লব্য-জনিত বাষ্প-কলাদ্বারা পুলকিতাঙ্গ, তাঁহারা দেবাদিদেব কৃষ্ণের অনুবৃত্তি-ক্রমে যম-নিয়মাদি দূরে নিক্ষেপ করত আমাদের উপরিভাগে স্পৃহাশীল হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

৮৬। এই শ্লোকে যদি উদারধী অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ বিচারজ্ঞ হন, তাহা হইলে কামবাসনাসত্ত্বেও কৃষ্ণের ভজন করিবেন।

অনুভাষ্য

৭৪। মধ্য, ২৪ পঃ ৬৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭৭। আদি, ২য় পঃ ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮২। মধ্য, ৮ম পঃ ২২৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৩। ব্যাসসখা শ্রীমৈত্রেয়ঋষি শ্রীবিদুরকে দিতিগর্ভ-ভীত দেবগণের নিকট ব্রহ্মা দিতিগর্ভস্থ অসুরদ্বয়ের আদি বৃত্তান্ত বলিতে গিয়া চতুঃসনাদির বৈকুণ্ঠগমনাখ্যান-বর্ণন-প্রসঙ্গে বৈকুণ্ঠের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন,—

অনিমিষাং (কালানধীনানাং দেবানাম্) ঋষভানুবৃত্ত্যা (ঋষভস্য শ্রেষ্ঠস্য শ্রীহরেঃ অনুবৃত্ত্যা অনুসরণেন) দূরে-যমাঃ (দূরে যমঃ যেষাং তে, যদ্বা, দূরীকৃতযমনিয়মাঃ) স্পৃহণীয়শীলাঃ (স্পৃহণীয়ং কারুণ্যাদি শীলং যেষাং তে) ভর্ত্তুঃ (হরেঃ) সুযশসঃ (সুমঙ্গল-লীলাগুণস্য) মিথঃ (পরস্পরং) কথানুরাগবৈক্লব্যবাষ্পকলয়া (কথনে বর্ণনে যঃ অনুরাগঃ, তেন বৈক্লব্যঃ বৈবশ্যঃ তেন বাষ্পকলা অশ্রুবিন্দুঃ তয়া সহ) পুলকীকৃতাঙ্গাঃ (পুলকীকৃতং রোমাঞ্চিতম্ অঙ্গং যেষাং তে তথাভূতাঃ) চ নঃ (অস্মাকম্) উপরি (উপরিস্থিতং) যৎ চ [বৈকুণ্ঠং] ব্রজন্তি (গচ্ছন্তি) [তৎ বিকুণ্ঠমুপেত্য মুনয়ঃ পরাং মুদমাপুরিতি পরেণান্বয়ঃ]।

৮৫। মধ্য, ২২ পঃ ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৮। ভক্তিব্যতীত অন্যপ্রকার সাধন—নিতান্ত নিষ্ফল,কখনই ফল প্রসব করিতে পারে না ; যেহেতু অজার গলদেশস্থ স্তন যেরূপ দুগ্ধ দিতে পারে না, কেবলমাত্র অনভিজ্ঞ লোকের মিথ্যা-ভ্রমেরই বিষয় হয়, তদ্রূপ ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধনে কোন ফল হয় না।

বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুভেদে চারিপ্রকার অনর্থযুক্ত সুকৃত ; তাহা হইলেও এই চতুর্ব্বিধ কামনা নিষ্কাম ভক্তির কারণ নহে ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭।১৬)—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন ।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ৮৯ ॥

আর্ত্ত ও অর্থার্থী—বুভুক্ষু ; জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—মুমুক্ষু ঃ—

আর্ত্ত, অর্থার্থী,—দুই সকাম-ভিতরে গণি ।
জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী,—দুই মোক্ষকামী মানি ॥ ৯০ ॥

চতুর্ব্বিধ কামনা ছাড়িলেই শুদ্ধভক্তিলাভে যোগ্যতা ঃ—

এই চারি সুকৃতি হয় মহাভাগ্যবান্ ।
তত্তৎকামাদি ছাড়ি' হয় শুদ্ধভক্তিমান্ ॥ ৯১ ॥

চতুর্ব্বিধ কামই দুঃসঙ্গ, সাধুগুরু-কৃষ্ণকৃপায় দুঃসঙ্গ-মোচন ঃ—

সাধুসঙ্গ-কৃপা কিম্বা কৃষ্ণের কৃপায় ।
কামাদি 'দুঃসঙ্গ' ছাড়ি' শুদ্ধভক্তি পায় ॥ ৯২ ॥

সৎসঙ্গের প্রভাব ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১০।১১)—

সৎসঙ্গান্মুক্ত-দুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্ ॥ ৯৩ ॥

দুঃসঙ্গের অর্থ ঃ—

'দুঃসঙ্গ' কহিয়ে—'কৈতব', 'আত্মবঞ্চনা' ।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা ॥ ৯৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।২)—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্ ।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুদ্ধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ৯৫ ॥

'প্র'-শব্দে—মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান ।
এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছেন ব্যাখ্যান ॥ ৯৬ ॥
সকাম-ভক্তে 'অজ্ঞ' জানি' দয়ালু ভগবান্ ।
স্ব-চরণ দিয়া করে ইচ্ছার পিধান ॥ ৯৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৯।২৬)—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥৯৮

শুদ্ধভক্তসঙ্গ, সেবা ও কৃষ্ণকৃপাতেই অনর্থ-নিবৃত্তি ও সিদ্ধিলাভ ঃ—

সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা, ভক্তির স্বভাব ।
এ তিনে সব ছাড়ায়, করে কৃষ্ণে 'ভাব' ॥ ৯৯ ॥

পরবর্ত্তী সমস্ত ব্যাখ্যায় ইহাই জ্ঞাতব্য ঃ—

আগে যত যত অর্থ ব্যাখ্যান করিব ।
কৃষ্ণগুণাস্বাদের এই হেতু জানিব ॥ ১০০ ॥
শ্লোকব্যাখ্যা লাগি' এই করিলুঁ আভাস ।
এবে করি শ্লোকের মূলার্থ প্রকাশ ॥ ১০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৯। হে অর্জ্জুন, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চারিপ্রকার লোক ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবান্ হইলে সেই সেই কাম পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজন করে।

৯৩। সৎসঙ্গক্রমে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক পণ্ডিতব্যক্তি যাঁহার কীর্ত্ত্যমান, রুচিকর যশ একবার শুনিয়া কখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

অনুভাষ্য

৮৯। হে অর্জ্জুন, হে ভরতর্ষভ, সুকৃতিনঃ (বর্ণাশ্রমাচারলক্ষণ-ধর্ম্মপরাঃ) জনাঃ মাং ভজন্তে; তে চ চতুর্ব্বিধাঃ—আর্ত্তঃ (ক্লিষ্টঃ আপদ্গ্রস্তঃ—গজেন্দ্রাদিঃ), জিজ্ঞাসুঃ (আত্মস্বরূপজ্ঞানেচ্ছুঃ—শৌনকাদিঃ), অর্থার্থী (সুখসম্পদিচ্ছুঃ ধ্রুবাদি,—এতে সকামাঃ), জ্ঞানী (লব্ধ-বোধঃ—শুকাদিঃ; অয়ং তু নিষ্কামঃ) চ।

৯৩। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কয়েক-মাস হস্তিনাপুরে অবস্থানানন্তর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা-গমনাভিলাষী হইয়া কুরুপাণ্ডবকুলের স্ত্রীপুরুষ সকলকেই যথাবিধি যথাযোগ্য অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রথে আরোহণ করিলে, শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট শ্রীসূত তাঁহাদের কৃষ্ণবিরহে অধৈর্য্য-প্রসঙ্গে সাধুসঙ্গের মাধুর্য্য বলিতেছেন,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৭। ইচ্ছার পিধান—ইচ্ছার আচ্ছাদন (পরিপূরণ)।

৯৯। অকাম, সর্ব্বকাম ও মোক্ষকাম,—এই তিনজন সেই সেই কামনাদোষ ছাড়িয়া কৃষ্ণে শুদ্ধভক্তি করে।

অনুভাষ্য

সৎসঙ্গাৎ (কৃষ্ণভক্তসঙ্গাৎ হেতোঃ) মুক্তদুঃসঙ্গঃ (মুক্তঃ জ্ঞানকর্ম্মান্যাভিলাষবিষয়ঃ পুত্রাদিবিষয়ো বা দুঃসঙ্গো যেন সঃ) বুধঃ (সুধীঃ) কীর্ত্ত্যমানম্ (উচ্চার্য্যমাণং) যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) রোচনং (রুচিকরং) যশঃ সকৃৎ আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) হাতুং (সৎ-সঙ্গং ত্যক্তুং) ন উৎসহতে, [তস্য বিরহং পার্থাঃ কথং সহেরন্নিতি পরেণান্বয়ঃ]।

৯৪। ছলনাবিশিষ্ট আত্মবঞ্চকই 'দুঃসঙ্গ'। কৃষ্ণকাম ও কৃষ্ণ-ভক্তি-কামনা ব্যতীত অপর সমস্ত কামই 'দুঃসঙ্গ'।

৯৫। আদি, ১ম পঃ ৯১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯৮। মধ্য, ২২ পঃ ৪০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯৯। এই তিনে—কৃষ্ণজন-সঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা এবং কৃষ্ণভক্তি। ইঁহারা কৃষ্ণভক্তসঙ্গ, মায়া-প্রদত্ত যাবতীয় সৌভাগ্য এবং অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ-প্রবৃত্তি সমস্তই ছাড়াইয়া দিয়া কৃষ্ণে 'ভাব' উৎপাদন করেন।

জ্ঞানীর দ্বিবিধ বিভেদ ঃ—

জ্ঞানমার্গে উপাসক—দুইত' প্রকার।
কেবল ব্রহ্মোপাসক, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর ॥ ১০২ ॥

(১) কেবল ব্রহ্মজ্ঞানী ত্রিবিধ ঃ—

কেবল ব্রহ্মোপাসক তিন ভেদ হয়।
সাধক, ব্রহ্মময়, আর প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় ॥ ১০৩ ॥

ভক্ত্যাশ্রিত-জ্ঞানের সাধনেই সাধকের ব্রহ্মভূতত্ব ঃ—

ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে 'মুক্তি' নাহি হয়।
ভক্তি সাধন করে যেই 'প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয়' ॥ ১০৪ ॥

বাস্তব-বস্তুর আনুগত্যে বা ভক্তিফলেই 'ব্রাহ্মণত্ব' এবং সেবা-সংযোগে 'বৈষ্ণবত্ব' ঃ—

ভক্তির স্বভাব,—ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ।
দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন ॥ ১০৫ ॥

বৈষ্ণব হইয়াও কৃষ্ণসেবানুষ্ঠান ঃ—

ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন ॥ ১০৬ ॥

মুক্তগণেরও অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহে ভগবৎসেবা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।২১) শ্লোকে শ্রীধর-ধৃত সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্যকার ব্যাখ্যা ও নৃসিংহতাপনীতে (২।৫।১৬)—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥ ১০৭ ॥

ব্রহ্মময় শুক ও চতুঃসনাদিও কৃষ্ণে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণভজনরত ঃ—

জন্ম হৈতে শুক-সনকাদি 'ব্রহ্মময়'।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ১০৮ ॥

চতুঃসনাদি কৃষ্ণচরণগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া শুদ্ধভক্তিরত ঃ—

সনকাদ্যের কৃষ্ণকৃপায় সৌরভে হরে মন।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন ॥ ১০৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫।৪৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ১১০ ॥

ব্যাসকৃপায় তচ্ছিষ্য শুক কৃষ্ণলীলায় আকৃষ্ট হইয়া শুদ্ধভক্তিরত ঃ—

ব্যাসকৃপায় শুকদেবের লীলাদি-স্মরণ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন ॥ ১১১ ॥

কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইয়া শ্রৌতপন্থী শুকের ব্যাস-সমীপে ভাগবতাধ্যয়ন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১১)—

হরেগুর্ণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥ ১১২ ॥

শ্রৌতপন্থী ব্রহ্মজ্ঞানী নব-যোগেন্দ্রের কৃষ্ণগুণ-শ্রবণে কৃষ্ণভজন ঃ—

নব-যোগীশ্বর জন্ম হৈতে 'সাধক'-জ্ঞানী।
বিধি-শিব-নারদ-মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি' ॥ ১১৩ ॥
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন।
একাদশ-স্কন্ধে তাঁর ভক্তি-বিবরণ ॥ ১১৪ ॥

শাস্ত্রপ্রমাণ ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (৩।১।২০)-ধৃত মহোপনিষদ্-বাক্য—

অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীং
কুর্ব্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতজ্ঞাঃ।
উত্তুঙ্গং যদুপুরসঙ্গমায় রঙ্গং
যোগীন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ ॥ ১১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০২-১০৬। জ্ঞানমার্গের উপাসক কেবল-ব্রহ্মোপাসক ও মোক্ষাকাঙ্ক্ষি-ভেদে দ্বিবিধ। কৈবল্য-বাসনায় ব্রহ্মের উপাসনা করিলে 'কেবল-ব্রহ্মোপাসক' হয়। তাঁহাদের তিন অবস্থা—সাধক, (নিত্যসিদ্ধ) ব্রহ্মময় ও ব্রহ্মলয়-প্রাপ্ত (অর্থাৎ ব্রহ্মভূত)। ভক্তি বিনা জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মলয়প্রাপ্ত (অর্থাৎ ব্রহ্মভূত হইয়াছেন), তিনিই ভক্তিসাধন করিতে পারেন। ভক্তিসাধন উপস্থিত হইলে ভক্তির স্বভাব উপস্থিত হয়। সেই স্বভাব-ক্রমে ভক্তি (তাঁহাকে) ব্রহ্ম হইতে আকর্ষণ করত দিব্য দেহ দিয়া কৃষ্ণভজন করায়। ভক্তের মনোনীত উপাস্য দেহ পাইলে কৃষ্ণের সকল গুণের স্মরণ হয় এবং সেই গুণাকৃষ্ট হইয়া নির্ম্মল ভজন করে।

১০৭। মুক্তগণও লীলায় বিগ্রহ করিয়া ভগবান্‌কে ভজন করেন।

১১২। হরির গুণে আক্ষিপ্তমতি হইয়া বৈষ্ণবপ্রিয় ভগবান্ শুকদেব এই মহদাখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

১১৫। ব্রহ্মার ক্লেশশূন্য গোষ্ঠীতে প্রবেশপূর্ব্বক নবযোগীন্দ্র

অনুভাষ্য

১১০। মধ্য, ১৭ পঃ ১৪২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১২। 'নিবৃত্তি-নিরত, সর্ব্বত্র উপেক্ষাশীল, আত্মারাম ব্রহ্ম-জ্ঞানী শ্রীশুকদেব কি-নিমিত্ত এই শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন?'—শৌনকের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসূত তাহার কারণ বর্ণন করিতেছেন,—

নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ (বিষ্ণুজনাঃ প্রিয়াঃ যস্য সঃ) ভগবান্

(২) মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর ত্রিবিধ ভেদ ঃ—

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী হয় তিনপ্রকার ।
মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত, প্রাপ্তস্বরূপ আর ॥ ১১৬ ॥

(ক) মুমুক্ষু বিষয়িগণের ভক্তির আশ্রয়ে কৃষ্ণভজন ঃ—

'মুমুক্ষু' অনেক জগতে সংসারী জন ।
'মুক্তি' লাগি' ভক্ত্যে করে কৃষ্ণের ভজন ॥ ১১৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।২৬)—

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ ।
নারায়ণ-কলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥ ১১৮ ॥

সাধুসঙ্গে মুমুক্ষা-ত্যাগ ঃ—

সেই সবের সাধুসঙ্গে গুণ স্ফুরায় ।
কৃষ্ণভজন করায়, 'মুমুক্ষা' ছাড়ায় ॥ ১১৯ ॥

সৎসঙ্গের গুণ ও মহিমা ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (৩।২।২৭)-ধৃত হরিভক্তিসুধোদয়-বচন—

অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টোঽপ্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন ।
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন কৃতাদ্য নো যেন কৃশা মুমুক্ষা ॥১২০॥

জিজ্ঞাসু মুমুক্ষু সনকাদির শুদ্ধভক্তসঙ্গে মুমুক্ষা-ত্যাগ ঃ—

নারদের সঙ্গে শৌনকাদি মুনিগণ ।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈলা কৃষ্ণের ভজন ॥ ১২১ ॥

কখনও কৃষ্ণদর্শনে, কখনও কৃষ্ণকৃপায় মুমুক্ষা-ত্যাগ ও শুদ্ধভক্তিলাভ ঃ—

কৃষ্ণের দর্শনে, কারো কৃষ্ণের কৃপায় ।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া গুণে ভজে তাঁর পা'য় ॥ ১২২ ॥

শুদ্ধকৃষ্ণভক্তিলাভে পূর্ব্বাচরিত জ্ঞানপ্রয়াসে খেদ ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (৩।১।৩৪)—

অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি ।
আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত চিরং কালঃ ॥ ১২৩ ॥

(খ) দ্বিবিধ জীবন্মুক্ত ঃ—

'জীবন্মুক্ত' অনেক সেই, দুই ভেদ জানি ।
'ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত', 'জ্ঞানে জীবন্মুক্ত' মানি ॥ ১২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

উপনিষৎ শ্রবণ করত শ্রুতজ্ঞ ও পুলকধারী হইয়া যদুপুরী দ্বারকায় গমনের জন্য রঙ্গক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১১৮। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ঘোররূপ ভূতপতিদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অথচ তাহাদের প্রতি অসূয়া-রহিত হইয়া নারায়ণের কলাসকলকে ভজনা করেন।

১১৯। চতুঃসন ও শুকদেবের ব্রহ্মময়তা এবং নবযোগীন্দ্রদিগের সাধকত্ব দেখাইয়া, 'মুমুক্ষু', 'জীবন্মুক্ত' ও 'প্রাপ্তস্বরূপ' এইরূপ তিনপ্রকার মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানীর কথা বিচার করত প্রথমে মুমুক্ষুদিগের কথা কহিতেছেন ; সেই মুমুক্ষুগণ সাধুসঙ্গে ভগবদ্গুণস্ফূর্ত্তি-হেতু মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভজন করে।

১২০। হে মহাত্মন্, এই ভবসংসারে বহুদোষ থাকিলেও সাধুসঙ্গরূপ একটী মহাগুণ আছে। সেই এক সুখাবহ গুণের দ্বারা অদ্য আমাদের মুক্তিবাঞ্ছা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।

১২৩। এই বৃষ্ণিপত্তন দ্বারকায় চিৎসুখঘনমূর্ত্তি কৃষ্ণ স্ফুরিত হইলে আমার সুখোদয় হইল। হায়, আত্মারামতা অবলম্বনপূর্ব্বক আমার অনেক দিন বৃথা গিয়াছে!

অনুভাষ্য

বাদরায়ণিঃ (বৈয়াসকিঃ শ্রীশুকঃ) হরেঃ গুণাক্ষিপ্তমতিঃ (গুণেন আক্ষিপ্তা মতিঃ যস্য সঃ হরিগুণানুবাদাকৃষ্টচিত্তঃ সন্) মহদাখ্যানম্ (ইদং শ্রীভাগবতং মহাপুরাণম্) অধ্যগাৎ (অধীতবান্)।

১১৫। শ্রুতজ্ঞাঃ (বেদকুশলাঃ) নবযোগীন্দ্রাঃ (জায়ন্তেয়াঃ) কমলভুবঃ (পদ্মযোনেঃ) অক্লেশাং (ক্লেশবর্জ্জিতাং) গোষ্ঠীং (সভাং) প্রবিশ্য, শ্রুতিশিরসাম্ (উপনিষদাং) শ্রুতিং (শ্রবণং) কুর্ব্বন্তঃ অপি যদুপুরসঙ্গমায় (দ্বারকাং গন্তুমিত্যর্থঃ) পুলকভৃতঃ (রোমাঞ্চিতদেহাঃ সন্তঃ) উত্তুঙ্গম্ (অত্যুচ্চং) রঙ্গং (রঙ্গক্ষেত্রম্) অবাপুঃ (প্রাপ্তবন্তঃ)।

১১৮। নিঃশ্রেয়সার্থী সুধীগণই যে অধোক্ষজ বিষ্ণু বা তদবতারগণের এবং সকাম অশান্ত সমশীল উপাসকগণই যে বিষ্ণু ব্যতীত দেবতান্তরের উপাসনা করেন, তাহা শ্রীসূত শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিতেছেন,—

[ননু অন্যানপি কেচিদ্ভজন্তো দৃশ্যন্তে? সত্যং, মুমুক্ষবস্তু অন্যান্ ন ভজন্তি, কিন্তু সকামা এবেত্যাহ]—অথ (অতএব) ঘোররূপান্ (ভীষণাকৃতীন্) ভূতপতীন্ (পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) মুমুক্ষবঃ (নিঃশ্রেয়সার্থিনঃ জ্ঞানিনঃ) অনসূয়বঃ (অহিংস্রব্রতাঃ দেবতান্তরানিন্দকাঃ) শান্তাঃ (নিষ্কামাঃ সন্তঃ) নারায়ণকলাঃ (নারায়ণস্য অংশাবতারান্)হি ভজন্তি।

১২০। হে মহাত্মন্, অহো এষ ভবঃ (মানবজন্ম) বহুদোষদুষ্টঃ (অশেষদোষাকরভূতঃ) অপি সুখাবহেন (অর্থদেন, নিত্যকল্যাণ-প্রদেন) সৎসঙ্গমাখ্যেন (সাধুসঙ্গনাম্না) একেন গুণেন ভাতি (দীপ্যতি), যেন (গুণেন) অদ্য নঃ (অস্মাকং) মুমুক্ষা (মোক্ষবাঞ্ছা) কৃশা কৃতা (ক্ষয়ীভূতা ভবতি)।

১২৩। বত (খেদে) বৃষ্ণিপত্তনে (দ্বারকানগর্য্যাং) সুখঘনমূর্ত্তৌ (চিৎসুখঘনবিগ্রহে) পরমাত্মনি অস্মিন্ (শ্রীকৃষ্ণে) স্ফুরতি [সতি] আত্মারামতয়া (নির্ব্বিশেষব্রহ্মানুশীলনেন) চিরং মে (মম) কালঃ বৃথা গতঃ (হৃতঃ)।

ভক্তিফলে জীবন্মুক্ত অবরোহপন্থী ভক্তের কৃষ্ণসেবানন্দ-লাভ, জ্ঞানফলে আরোহপন্থী মুক্তাভিমানীর অধোগতি ঃ—

'ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত' গুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণ ভজে ।
'শুষ্কজ্ঞানে জীবন্মুক্ত' অপরাধে অধো মজে ॥ ১২৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৩২)—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥১২৬

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় (১৮।৫৪)—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ১২৭ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (৩।১।৪৪)-ধৃত বিল্বমঙ্গলবাক্য—

অদ্বৈতবীথিপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥ ১২৮ ॥

(গ) প্রাপ্তস্বরূপ ভক্তের চিদানন্দদেহে কৃষ্ণভজন ঃ—

ভক্তিবলে 'প্রাপ্তস্বরূপ' দিব্যদেহ পায় ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণ-পা'য় ॥ ১২৯ ॥

দশবিধ লক্ষণের অন্যতম নিরোধ ও মুক্তির লক্ষণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।১০।৬)—

নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ ।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥ ১৩০ ॥

মায়ারূপ ভোগবাঞ্ছায় কৃষ্ণবৈমুখ্য, কৃষ্ণসেবায় বা কৃষ্ণোন্মুখতায় মায়া-মুক্তি ঃ—

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ-দোষ মায়া হৈতে হয় ।
কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্তি হয় ॥ ১৩১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৭)—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥১৩২

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় (৭।১৪)—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৩৩ ॥

ভক্তিবলেই মুক্তি এবং মুক্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তি ঃ—

ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে মুক্তি হয় ।
তবে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয় ॥ ১৩৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৪)—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে ।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ১৩৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৩২)—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরংপদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥১৩৬

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩)—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্ ।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ১৩৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।২১) শ্লোকে শ্রীধর-ধৃত সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্যকার ব্যাখ্যা ও নৃসিংহতাপনীতে (২।৫।১৬)—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥ ১৩৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত ষড়্‌বিধ আত্মারামের কৃষ্ণভজন ঃ—

এই ছয় আত্মারাম কৃষ্ণেরে ভজয় ।
পৃথক্ পৃথক্ চ-কারে ইহা 'অপি'র অর্থ কয় ॥ ১৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৫। অপরাধে অধো মজে—শুষ্কজ্ঞানজনিত জীবন্মুক্ত-(অভিমানী)-গণ অপরাধক্রমে অধঃপতিত হইয়া মজে অর্থাৎ নষ্ট হয়।

১৩০। শক্তিগণের সহিত আত্মার অনুশয়নকে জীবের 'নিরোধ' বলা যায়। অন্যপ্রকার রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব-স্বরূপে ব্যবস্থিতির (বিশেষভাবে অবস্থানের) নামই 'মুক্তি'।

অনুভাষ্য

১২৬। মধ্য, ২২শ পঃ ৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৭। মধ্য, ৮ম পঃ ৬৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৮। মধ্য, ১০ম পঃ ১৭৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩০। পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেব সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়,—মহাপুরাণের এই দশটী লক্ষণই দশম-পদার্থ আশ্রয়স্বরূপ ভগবানের বিশুদ্ধতত্ত্বজ্ঞানার্থ বর্ণন করিতে গিয়া এই শ্লোকে তদন্তর্গত নিরোধ ও মুক্তির স্বরূপ বা লক্ষণ বলিতেছেন,—

[শ্রীহরেঃ যোগনিদ্রাম্] অনু (পশ্চাৎ) অস্য আত্মনঃ (জীবস্য) শক্তিভিঃ (স্বোপাধিভিঃ) শয়নং (লয়ঃ) নিরোধঃ (ইতি স্মৃতঃ) ; তথা অন্যথা রূপং (অবিদ্যয়া অধ্যস্তং কর্তৃত্বাদি) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) স্বরূপেণ (ভগবদ্দাস্যে শুদ্ধজীবস্বরূপেণ) ব্যবস্থিতিঃ (বিশেষেণ অবস্থানং স্বরূপসাক্ষাৎকার ইত্যর্থ এব) 'মুক্তিঃ'।

১৩২। মধ্য, ২০শ পঃ ১১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৩। মধ্য, ২০শ পঃ ১২১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৫। মধ্য, ২২শ পঃ ২২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৬। মধ্য, ২২শ পঃ ৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৭। মধ্য, ২২শ পঃ ২৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতানুকণা—১৩৯-১৪১। 'এই ছয় আত্মারাম'—অর্থাৎ 'ব্রহ্মসাধক', 'ব্রহ্মময়' ও প্রাপ্তব্রহ্মলয়—এই ব্রহ্মোপাসক-ত্রয় (১০৩ সংখ্যা)

আত্মারাম, মুনি ও নির্গ্রন্থগণের কৃষ্ণভজন ঃ—

"আত্মারামাশ্চ অপি" করে কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি ।
"মুনয়ঃ সন্তঃ" ইতি কৃষ্ণমননে আসক্তি ॥ ১৪০ ॥

"নির্গ্রন্থাঃ"—অবিদ্যাহীন, কেহ—বিধিহীন ।
যাঁহা যেই যুক্ত, সেই অর্থের অধীন ॥ ১৪১ ॥

অন্য একপ্রকার অর্থ ঃ—

চ-শব্দে করি যদি 'ইতরেতর' অর্থ ।
আর এক অর্থ কহে পরম সমর্থ ॥ ১৪২ ॥

'আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ" করি বার ছয় ।
পঞ্চ আত্মারাম, ছয়ে চ-কারে লুপ্ত হয় ॥ ১৪৩ ॥

এক 'আত্মারাম'-শব্দে অবশেষ রহে ।
এক 'আত্মারাম'-শব্দে ছয়জন কহে ॥ ১৪৪ ॥

দৃষ্টান্ত—(বিশ্বপ্রকাশে এবং পাণিনিতে ১।২।৬৪ ও সিদ্ধান্ত-কৌমুদীতে অজন্ত পুংলিঙ্গ-শব্দ-প্রকরণে)—

"স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ ।" উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ ।
রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ রামা ইতিবৎ ॥ ১৪৫ ॥

তবে যে চ-কার, সেই 'সমুচ্চয়' কয় ।
"আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ" কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ১৪৬ ॥

সপ্তবিধ অর্থ ঃ—

"নির্গ্রন্থা অপি'র এই 'অপি'—সম্ভাবনে ।
এই সাত অর্থ প্রথমে করিলুঁ ব্যাখ্যানে ॥ ১৪৭ ॥

পরমাত্মনিষ্ঠ দ্বিবিধ আত্মারাম ঃ—

অন্তর্যামি-উপাসকে 'আত্মারাম' কয় ।
সেই আত্মারাম যোগীর দুই ভেদ হয় ॥ ১৪৮ ॥

(১) সগর্ভ-যোগী ও (২) নিগর্ভ-যোগী,
প্রত্যেকে ত্রিবিধ ঃ—

সগর্ভ, নিগর্ভ,—এই হয় দুই ভেদ ।
এক এক তিন ভেদে ছয় বিভেদ ॥ ১৪৯ ॥

তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরোদশায়ীর ধ্যান ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (২।২।৮)—

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্ ।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ ১৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৯। ছয় আত্মারাম—সাধক, ব্রহ্মময় ও প্রাপ্তব্রহ্মলয় এবং মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত ও প্রাপ্তস্বরূপ,—এই ছয় প্রকার 'আত্মারাম'।

১৪০। "মুনয়ঃ সন্তঃ" ইতি কৃষ্ণমননে আসক্তি—আত্মারামসকল 'মুনি' হইয়া কৃষ্ণমননে আসক্ত হন।

১৪৫। স্বরূপদিগের একশেষ ও এক বিভক্তিতে যাহাদের অর্থ উক্ত হয়, তথায় একস্বরূপ রাখিয়া অন্য সব স্বরূপের অপ্রয়োগ হয়, যথা,—'রামশ্চ, রামশ্চ, রামশ্চ',—ইহাদের পরিবর্ত্তে একটী 'রামাঃ' প্রয়োগ হয়।

১৫০। কোন কোন যোগী স্বীয় দেহস্থিত প্রাদেশমাত্র হৃদয়-মধ্যে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পুরুষকে ধারণাদ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন,—ইহাই 'সগর্ভ' যোগীর লক্ষণ।

অনুভাষ্য

১৩৮। মধ্য, ২৪শ পঃ ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪৯। সগর্ভ যোগী,—যাহারা উপাস্যের রূপ-ধ্যানাদি অবলম্বনপর যোগী ; এবং নিগর্ভ-যোগী,—শূন্যধ্যানাদিপর অবলম্বনরহিত যোগী। ছয় বিভেদ,—(১) সগর্ভ-যোগারুরুক্ষু, (২) নিগর্ভ-যোগারুরুক্ষু, (৩) সগর্ভ-যোগারূঢ়, (৪) নিগর্ভ-যোগারূঢ়, (৫) সগর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি, (৬) নিগর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি।

১৫০। পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেব স্থূল-জগতের বিষয়-

এবং 'মুমুক্ষু', 'জীবন্মুক্ত' (তবে 'ভক্ত্যেই জীবন্মুক্ত', 'জ্ঞানে জীবন্মুক্ত' নহে—১২৫ সংখ্যা) ও 'প্রাপ্তস্বরূপ' (১১৬ সংখ্যা), এই মোক্ষাকাঙ্ক্ষী-ত্রয়—সর্ব্বমোট এই ষড়্বিধ আত্মারাম। তাঁহাদের সহিত পৃথক্ পৃথক্‌রূপে 'চ'-কার যোগে 'অপি'র অর্থ ব্যক্ত হইতেছে—অর্থাৎ যেমন—ব্রহ্মসাধক-আত্মারামও 'মুনি' (মননশীল) হইয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণমননে আসক্ত হইয়া অহৈতুকী ভক্তি তথা ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছাশূন্য হইয়া ভক্তি করিয়া থাকেন। এইরূপে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে উক্ত ছয়প্রকার আত্মারামগণের ক্ষেত্রে অর্থ বুঝিতে হইবে। তাঁহাদের বিশেষণরূপে কথিত হইয়াছে, 'নির্গ্রন্থা অপি'—নির্গ্রন্থ হইয়াও। নির্গ্রন্থ-শব্দের অর্থ অবিদ্যা-গ্রন্থিহীন ও বিধিহীন ; এস্থলে 'বিধিহীন' বলিতে রাগমার্গগত বিধিহীনত্ব নহে, যেহেতু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,—"নির্গ্রন্থ-শব্দে কহে,—(ক) অবিদ্যাগ্রন্থিহীন। (খ) বিধিনিষেধ-বেদশাস্ত্র-জ্ঞানাদিবিহীন।।" (১৬ সংখ্যা)। এই অর্থদ্বয় এস্থলে 'আত্মারাম'-শব্দের অর্থানুসারে যুক্ত হইবে।

১৪২-১৪৭। 'ইতরেতর অর্থ'-যোগে 'চ'-শব্দে অপর এক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে। যেস্থলে প্রত্যেক পদের প্রাধান্য থাকিয়া সকল পদের অন্বয় হয়, তদ্রূপ দ্বন্দ্ব-সমাসকেই 'ইতরেতর-যোগ' বলা হয়। সেস্থলে ঐ সকল পদ একই বিভক্তি এবং একই বচন-বিশিষ্ট হয়—ইতরেতর-যোগে তখন উহাদের একটীপদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। যেমন, 'রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ'—এই 'রাম'-পদত্রয়-মধ্যে দুইটী লোপ পাইয়া অবশেষে সমাসবদ্ধ পদটী হয় 'রামাঃ'। তদ্রূপ, 'আত্মারামাশ্চ', 'আত্মারামাশ্চ' এইরূপে ছয়টী 'আত্মারামাশ্চ'-পদ 'ইতরেতর'-সমাসে যুক্ত হইলে তন্মধ্যে পাঁচটী 'আত্মারামাশ্চ'-পদ লুপ্ত হয় এবং ষষ্ঠ 'আত্মারামাশ্চ-পদে 'চ'-কার লুপ্ত হইয়া কেবল 'আত্মারামাঃ'-পদ অবশিষ্ট থাকে—তদ্দ্বারা উক্ত ষড়্বিধ আত্মারামই সূচিত হয়। এস্থলে 'আত্মারামাশ্চ'-পদে যে 'চ'-কার আছে, তাহা সমুচ্চয়-অর্থে ব্যবহৃত হইয়া 'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ষড়্বিধ আত্মারামগণ ও মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণভজন করেন—এইরূপ অর্থ হইতেছে। 'নির্গ্রন্থা অপি'—ইহাতে 'অপি' সম্ভাবনা-অর্থে

ধ্যানযোগমিশ্রা ভক্তির সিদ্ধিলাভ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৮।৩৪)—

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্ব্বিযুঙ্ক্তে ॥ ১৫১ ॥

(ক) আরুরুক্ষু, (খ) আরূঢ় ও (গ) প্রাপ্তসিদ্ধি-ভেদে ত্রিবিধ যোগী ঃ—

'যোগারুরুক্ষু', 'যোগারূঢ়', 'প্রাপ্তসিদ্ধি' আর।
এই তিন ভেদে হয় ছয় প্রকার ॥ ১৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫১। এইরূপে ভগবান্ হরিতে লব্ধভাব হইয়া ভক্তিদ্বারা হৃদয়দ্রব এবং আনন্দভরে পুলকাদি উৎপন্ন হয়, উৎকণ্ঠাহেতু আনন্দ-বাষ্পকলার দ্বারা মুহুর্মুহুঃ পীড্যমান (আনন্দে নিমজ্জমান) হইতে থাকে ; তখন বড়িশের (মাছধরা কাঁটার) ন্যায় ধ্যানযুক্ত চিত্ত (ধ্যেয়বস্তুর ধারণা হইতে) অল্প অল্প করিয়া বাহির করিয়া ফেলে,—ইহাই 'নিগর্ভ' যোগীর উদাহরণ।

অনুভাষ্য

ভোগকে গর্হণপূর্ব্বক তাহা হইতে নিবৃত্ত বৈরাজ-ধারণা-নিষ্ঠ যোগীর কথা বলিয়া তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যষ্ট্যন্তর্যামীর চিদ্ঘনরূপ-ধ্যানকারী যোগীর কথা বলিতেছেন,—

কেচিৎ (বিরলাঃ) স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে (স্বদেহস্য নিজ-শরীরস্য অন্তঃ মধ্যে যৎ হৃদয়ং তত্র যঃ অবকাশঃ তস্মিন্) বসন্তম্ (অন্তর্যামিতয়া কৃতবাসং) প্রাদেশমাত্রং (অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যো-র্বিস্তারঃ সঃ এব মাত্রা প্রমাণং যস্য তস্মিন্ প্রাদেশপ্রমাণহৃদয়ে ধ্যেয়ত্বাৎ, তাবন্মাত্রপ্রদেশেঽপ্যচিন্ত্যশক্ত্যা পঞ্চদশবর্ষীয়পুরুষা-কারপ্রমাণং) চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গ-শঙ্খগদাধরং (পদ্মচক্রশঙ্খ-গদাধারিণং) পুরুষং (ক্ষীরোদশায়িনং তৃতীয়ং) ধারণয়া স্মরন্তি।

১৫১। প্রপন্না দেবহূতিকে ভগবান্ শ্রীকপিলদেব সবীজ-যোগীর পক্ষে শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তির প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধ্যান-কর্ত্তব্যতা উপদেশ করিয়া ধ্যানফল মনো-নিগ্রহের কথা বলিতেছেন,—

এবং (ধ্যানপথেন) ভগবতি হরৌ প্রতিলব্ধভাবঃ (প্রতিলব্ধঃ ভাবঃ প্রেমা যেন সঃ) ভক্ত্যা (শ্রদ্ধয়া) দ্রবদ্ধৃদয়ঃ (দ্রবৎ আর্দ্রী-ভবৎ হৃদয়ং যস্য সঃ) প্রমোদাৎ (হর্ষপ্রকর্ষাৎ) উৎপুলকঃ (উদ্-গতানি পুলকানি যস্য সঃ রোমাঞ্চিতদেহঃ) ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া (ঔৎকণ্ঠ্যেন প্রবৃত্তয়া অশ্রুকলয়া) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) অর্দ্দ্যমানঃ (আনন্দসংপ্লবে নিমজ্জমানঃ) চ তৎ অপি চিত্তবড়িশং (দুর্গ্রহস্য ভগবতঃ গ্রহণে বড়িশং মৎস্যবেধনম্ ইব উপায়ভূতং চিত্তম্ অপি) শনকৈঃ (ক্রমশঃ ধ্যেয়-বস্তুনঃ) বিযুঙ্ক্তে (তদ্ধারণে শিথিলপ্রযত্নঃ ভবতি)।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৬।৩-৪)—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ১৫৩ ॥
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ১৫৪ ॥

ষড়্বিধ যোগীর সাধুসঙ্গে যোগমার্গ-ত্যাগ ও কৃষ্ণভক্তিলাভ ঃ—

এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদি-হেতু পাঞা।
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হঞা ॥ ১৫৫ ॥
চ-শব্দে 'অপি'র অর্থ ইঁহাও কহয়।
'মুনি', 'নির্গ্রন্থ'-শব্দের পূর্ব্ববৎ অর্থ হয় ॥ ১৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৩-১৫৪। যাঁহার যোগে আরোহণ করিবার ইচ্ছা, তিনি 'আরুরুক্ষু' ; সেই আরুরুক্ষু মুনির যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণা-য়ামরূপ কর্ম্মই 'কারণ'। যোগারূঢ় ব্যক্তির ধ্যানধারণা প্রত্যাহার-রূপ শমই 'কারণ'। ইন্দ্রিয়ার্থ কর্ম্মেতে যখন আসক্তি থাকে না, তখন সকল সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগী 'সমাধি'-যুক্ত বা 'যোগারূঢ়' হন।

অনুভাষ্য

১৫৩। যোগং (জ্ঞানযোগম্) আরুরুক্ষোঃ (প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ) মুনেঃ [তদারোহে] কর্ম্ম কারণং (সাধনম্) উচ্যতে ; যোগারূঢ়স্য (জ্ঞানযোগমারূঢ়স্য তু) তস্য (জ্ঞাননিষ্ঠস্য) এব শমঃ (জ্ঞানপরি-পাকে সমাধিশ্চিত্তবিক্ষেপকর্ম্মোপরমঃ) কারণম্ উচ্যতে।

১৫৪। যদা হি ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়ভোগ্যেষু শব্দাদিষু তৎ-সাধনেষু চ) কর্ম্মসু ন অনুষজ্জতে (আসক্তিং ন করোতি), তদা সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী (সর্ব্বান্ ভোগবিষয়ান্ কর্ম্মবিষয়ান্ চ আসক্তি-মূলভূতান্ সঙ্কল্পান্ সন্ন্যসিতুং শীলং যস্য সঃ) যোগারূঢ় (মুক্তঃ) উচ্যতে।

হওয়ায় আত্মারামগণ, মুনিগণ ও সম্ভাবনার্থে নির্গ্রন্থগণ অর্থাৎ অবিদ্যাগ্রন্থিহীন, শাস্ত্রবিধিহীন, মূর্খ, নীচ, ম্লেচ্ছ, ধনসঞ্চয়ী, নির্ধন প্রভৃতি (১৬, ১৭ সংখ্যা) শ্রীকৃষ্ণভজন করেন—এইরূপে 'ইতরেতর'-যোগে প্রকাশিত এই অর্থ ও পূর্ব্বকথিত ছয়টী অর্থ (১৩৯-১৪১ সংখ্যা), সর্ব্বমোট এ পর্য্যন্ত সাতটী অর্থ ব্যাখ্যাত হইল।

১৫৫-১৫৮। পূর্ব্বে আত্মা-শব্দে 'ব্রহ্ম'-অর্থস্থলে জ্ঞানমার্গের উপাসকরূপ আত্মারামগণের সম্বন্ধে সাতপ্রকার অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে আত্মা-শব্দে 'অন্তর্যামী'-অর্থ লক্ষিত হওয়ায় যোগমার্গে যাঁহারা অন্তর্যামী-উপাসক, সেই যোগিগণ এস্থলে 'আত্মারাম'-শব্দবাচ্য হন।

এই পর্য্যন্ত ১৩ প্রকার অর্থ ঃ—

'উরুক্রমে' 'অহৈতুকী' কাঁহা কোন অর্থ ।
এই তের অর্থ কহিলুঁ পরম সমর্থ ॥ ১৫৭ ॥

এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান্ ।
'শান্ত' ভক্ত করি' তবে কহি তাঁর নাম ॥ ১৫৮ ॥

'আত্মারামাঃ'-পদের অন্তর্গত আত্মা-শব্দের (৩) 'মন' অর্থদ্বারা ব্যাখ্যা ঃ—

'আত্মা' শব্দে 'মন' কহ—মনে যেই রমে ।
সাধুসঙ্গে সেই ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥ ১৫৯ ॥

মনোনিগ্রহকারীর পরমপদলাভ ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।১৮)—

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্ ।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥ ১৬০ ॥

নিগৃহীতচিত্ত মুনিগণের কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইয়া শুদ্ধভক্তি ঃ—

এহো কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট মহামুনি হঞা ।
অহৈতুকী ভক্তি করে নির্গ্রন্থ হঞা ॥ ১৬১ ॥

'আত্মারামাঃ'-পদের অন্তর্গত আত্মা-শব্দের (৪) 'যত্ন' অর্থদ্বারা ব্যাখ্যা ঃ—

'আত্মা'-শব্দে 'যত্ন' কহে—যত্ন করিয়া ।
"মুনয়োঽপি" কৃষ্ণ ভজে নির্গ্রন্থ হঞা ॥ ১৬২ ॥

নিত্যসত্য বাস্তব বস্তুর অনুসন্ধান-জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৫।১৮)—

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং কালেন সর্ব্বত্র গভীর-রংহসা ॥১৬৩

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৮। এই সব শান্ত যবে ভজে—এই সব যোগী যখন শান্তরসারূঢ় হইয়া ভজন করে।

১৬০। (ঋষিগণের সম্প্রদায়মার্গে) যাঁহারা কর্ম্মযোগে উদর অর্থাৎ মণিপুরস্থ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা (অর্থাৎ 'শার্করাক্ষ' ঋষিগণ)—কূর্পদৃক্ অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টি এবং আরুণি-ঋষিগণ (সম্প্রদায়ভুক্ত ঋষিগণ) নাড়ীসমূহের প্রসরণ-স্থান দহরে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে (সূক্ষ্ম ব্রহ্মের) উপাসনা করেন। হে অনন্ত, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট শিরোগত (মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয়মধ্য হইতে মস্তক, ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত প্রত্যুদ্গত) সহস্রদল-পদ্মস্বরূপ তোমার (উপলব্ধিক্ষেত্র সুষুম্না-নামক পরম-শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ম্ময়) ধামে উঠিয়া যোগিগণ আর কৃতান্তমুখে সংসারে পতিত হন না।

১৬৩। যাহা সত্যলোক বা ব্রহ্মালোক প্রভৃতি উপরিধামে এবং সুতল ও অতল প্রভৃতি অধোদেশে ভ্রমণ করিলেও পাওয়া

অনুভাষ্য

১৫৭। এই তের,—(১) সাধক, (২) ব্রহ্মময়, (৩) প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয়, (৪) মুমুক্ষু, (৫) জীবন্মুক্ত, (৬) প্রাপ্তস্বরূপ,—এই ছয় আত্মারাম, এবং (৭) নির্গ্রন্থমুনি, (৮) সগর্ভ-যোগারুরুক্ষু, (৯) নিগর্ভ-যোগারুরুক্ষু, (১০) সগর্ভ-যোগারূঢ়, (১১) নিগর্ভ-যোগারূঢ়, (১২) সগর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি, (১৩) নিগর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি।

১৬০। জনলোকে ব্রহ্মসত্র-যজ্ঞে শ্রবণেচ্ছু ঋষিগণের সমীপে চতুঃসনের অন্যতম ব্রহ্মর্ষি সনন্দন যে শ্রুতিগণ-কর্ত্তৃক এই ভগবৎ-স্তব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই পরে আদিঋষি শ্রীনারায়ণ নারদের নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন,—

ঋষিবর্ত্মসু (ঋষীণাং বর্ত্মসু সম্প্রদায়মার্গেষু) যে কূর্পদৃশঃ (কূর্পং শর্করারজঃ বিদ্যতে দৃক্ষু অক্ষিষু যেষাং তে তথা রজঃ-পিহিতদৃষ্টয়ঃ শার্করাক্ষাঃ স্থূলদৃষ্টয়ঃ) উদরম্ (উদরালম্বনং মণি-পুরকস্থং ব্রহ্ম) উপাসতে (ধ্যায়ন্তি) ; আরুণয়ঃ (আরুণ্যাখ্যাঃ ঋষয়ঃ) পরিসরপদ্ধতিং (পরিতঃ সরন্তি প্রসর্পন্তীতি পরিসরাঃ নাড্যঃ তাসাং পদ্ধতিং মার্গং প্রসরণস্থানং) হৃদয়ং দহরম্ (আকাশালম্বনং সূক্ষ্মমেব ব্রহ্ম উপাসতে) ; হে অনন্ত, ততঃ (হৃদয়াৎ) তব পরমং (শ্রেষ্ঠং জ্যোতির্ম্ময়ং) ধাম (উপলব্ধি-স্থানং সুষুম্নাখ্যং) শিরঃ (মূর্দ্ধানং প্রতি) উদগাৎ (উদসর্পৎ, মূলাধারাৎ আরভ্য হৃদয়মধ্যাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রং প্রত্যুদ্গতমিত্যর্থঃ), —যৎ [তব ধাম] সমেত্য (প্রাপ্য) ইহ কৃতান্তমুখে (কৃতান্তস্য কালস্য মৃত্যোঃ মুখে সংসারে) ন পতন্তি।

১৬৩। শ্রীব্যাসদেব বহু তপস্যার অনুষ্ঠান ও সর্ব্বশাস্ত্র

তাঁহারা ছয়প্রকার—সগর্ভ-যোগারুরুক্ষু, সগর্ভ-যোগারূঢ়, সগর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি, নিগর্ভ-যোগারুরুক্ষু , নিগর্ভ-যোগারূঢ় ও নিগর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি। এস্থলেও পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ পূর্ব্বে যে ত্রিবিধ ব্রহ্মোপাসক ও ত্রিবিধ মোক্ষাকাঙ্ক্ষী, সর্ব্বমোট ষড়্বিধ আত্মারামের কথাবলা হইয়াছে এবং সেস্থলে যেরূপ 'চ'-শব্দে 'অপি'-অর্থ, 'মুনি'-শব্দে মননশীল ও 'নির্গ্রন্থ'-শব্দে অবিদ্যা-গ্রন্থিহীন ও বিধিহীন অর্থ হইয়াছে (১৩৯-১৪১ সংখ্যা), এস্থলেও তদ্রূপভাবে 'উরুক্রমে' ও 'অহৈতুকী'-শব্দদ্বয়ে প্রযুক্ত হইয়া উপরিলিখিত ষড়্বিধ আত্মারাম-যোগিগণের কাঁহার ক্ষেত্রে কোন অর্থ প্রকাশিত হইবে। যেমন, সগর্ভ-যোগারুরুক্ষু-রূপ আত্মারামও 'নির্গ্রন্থ' হইয়াও মুনি অর্থাৎ মননশীল হইয়া উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন—এইরূপে ষড়্বিধ যোগিগণের সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অর্থ বুঝিতে হইবে। অতএব পূর্ব্বে সপ্তবিধ ও এক্ষণে ষড়্বিধ—সর্ব্বমোট ত্রয়োদশ অর্থ ব্যক্ত হইল। তাঁহারা সকলে "শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেঃ" (ভাঃ ১১।১৯।৩৬) এই সূত্রে শ্রীকৃষ্ণে মমত্ব-বুদ্ধিসম্পন্ন না হইয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা মাত্র লাভ করত 'শান্ত'-রসাশ্রিত 'শান্তভক্ত' নামে কথিত হন।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।১০১)-ধৃত নারদীয়-বাক্য—

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ ॥ ১৬৪ ॥

যত্নাগ্রহ বা উৎসাহ ও নিশ্চয় হইতে ভক্তিসিদ্ধি ঃ—

চ-শব্দ অপি-অর্থে, 'অপি'—অবধারণে।
যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে ॥ ১৬৫ ॥

আসঙ্গই যত্নাগ্রহ ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।৩৫)—

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা ॥ ১৬৬ ॥

সতত যোগই যত্নাগ্রহ ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০।১০)—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১৬৭ ॥

"আত্মারামাঃ"-পদের অন্তর্গত আত্মা-শব্দের (৫) 'ধৃতি'-অর্থদ্বারা ব্যাখ্যা ঃ—

'আত্মা'-শব্দে 'ধৃতি' কহে,—ধৈর্য্যে যেই রমে।
ধৈর্য্যবন্ত তবে হঞা করয় ভজনে ॥ ১৬৮ ॥

মুনি ও নির্গ্রন্থ-শব্দদ্বয়ের অর্থ ; বিষ্ণু-বৈষ্ণব-কৃপায় উভয়ের ভক্তিলাভ ঃ—

'মুনি'-শব্দে—পক্ষী, ভৃঙ্গ ; 'নির্গ্রন্থে'—মূর্খজন।
কৃষ্ণকৃপায় সাধুকৃপায় দোঁহার ভজন ॥ ১৬৯ ॥

ব্রজের পক্ষিগণও কৃষ্ণনিষ্ঠ মুনি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১৪)—

প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ে বিহগা বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥ ১৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যায় না, এরূপ দুর্ল্লভ বস্তুর জন্য পণ্ডিতসকল যত্ন করিবেন, কেননা, চতুর্দ্দশভুবনের উপরি এবং অধোদেশে যে সুখ আছে, সে সমস্তই গভীর বেগযুক্ত কালের দ্বারা দুঃখের ন্যায় অনায়াসেই পাওয়া যায়।

অনুভাষ্য

প্রণয়নাদি করিয়াও আত্মপ্রসাদ-লাভে বঞ্চিত হইয়া সরস্বতী-নদীতীরে মনে মনে নানা কুতর্ক ও খেদ করিতে থাকিলে তাঁহার অন্তর্যামী গুরুদেব শ্রীনারদ গোস্বামী তৎসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব তখন তাঁহার নিকট আত্মপ্রসাদা-ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীনারদ হরিভক্তির ও হরিকথার মাহাত্ম্য বলিয়া নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তির জন্য যত্ন করিতে বলিতেছেন,—

উপর্য্যধঃ (উপরি আব্রহ্মলোকাৎ অধঃ স্থাবরপর্য্যন্তং) ভ্রমতাং (বিবক্ষায়াং ষষ্ঠী, ভ্রমদ্ভিঃ জীবৈঃ) যৎ (সুখং) ন লভ্যতে (নৈব প্রাপ্যতে), কোবিদঃ (বিবেকশীলঃ) তস্যৈব (তাদৃশস্য সুখস্য এব) হেতোঃ প্রযতেত (যত্নং কুর্য্যাৎ) ; গভীর-রংহসা (অনতিক্রম্য-বেগেন) কালেন দুঃখবৎ (অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাং, তথৈব) তৎ সুখং (বিষয়সুখং) অন্যতঃ (অন্যস্মাৎ প্রাক্তনকর্ম্মতঃ) সর্ব্বত্র (সর্ব্বযোনিষু) [প্রযত্নং বিনাপি] লভ্যতে (প্রাপ্যতে)।

১৬৪। মধ্য, ২০শ পঃ ১০৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৬। অনাসঙ্গৈঃ (সঙ্গরহিতৈঃ) সাধনৌঘৈঃ (সাধন-পুঞ্জৈঃ) সুচিরাৎ (বহুকালেন) অপি [ভক্তিঃ] অলভ্যা (লব্ধু-মশক্যা) হরিণা (ভগবতা) আশু (শীঘ্রম্) অদেয়া ("মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্" ইতি (ভাঃ ৫।৬।১৮) বচনাৎ চ—ইতি) সা সুদুর্ল্লভা ভক্তিঃ দ্বিধা স্যাৎ (প্রকারদ্বয়েনাপি তস্যাঃ দুর্ল্লভত্বমিত্যর্থঃ)।

১৬৭। আদি, ১ম পঃ ৪৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭০। ব্রজে শরৎকাল উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ বনে বনে বংশীধ্বনি করিয়া পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করায়, তাঁহার সেই বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া গোপীগণ কৃষ্ণসঙ্গ-কামাতুরা হইয়া গান করিতেছেন,—

হে অম্ব, অস্মিন্ বনে যে বিহগাঃ (পক্ষিণঃ) তে প্রায়ঃ (প্রায়েণ) মুনয়ঃ এব, যতঃ তে (পক্ষিণঃ) কৃষ্ণেক্ষিতং (কৃষ্ণদর্শনং পুষ্পফলাদ্যন্তরং বিনা যথা ভবতি, তথা) রুচিরপ্রবালান্ (রুচিরাঃ শোভনাঃ প্রবালাঃ যেষাং তান্ বিচিত্রোপশাখাযুক্তান্) দ্রুমভুজান্ (বৃক্ষাণাং শাখাঃ) আরুহ্য [কেনাপি সুখেন] মীলিতদৃশঃ (নিমীলিত-নয়নাঃ) বিগতান্যবাচঃ (ত্যক্তান্যশব্দাঃ সন্তঃ) তদুদিতং

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৬। ভক্তি দুইপ্রকারে সুদুর্ল্লভা,—অর্থাৎ, আসঙ্গ (কৃষ্ণ-প্রীতিবাঞ্ছা)-শূন্য সহস্র সহস্র সাধনেও শীঘ্র লভ্যা হন না এবং কৃষ্ণও সহসা ভক্তি দেন না।

১৭০। হে মাতঃ, এই বনে যে-সকল পক্ষী সুন্দর সুন্দর পল্লবশোভিত বৃক্ষশাখাদিতে আরোহণপূর্ব্বক চক্ষু নিমীলিত

অমৃতানুকণা—১৬৫। এস্থলে 'চ'-শব্দে অপি-অর্থ হওয়ায় 'মুনয়শ্চ'—মুনয়োঽপি অর্থাৎ মুনিগণও 'আত্মারামাঃ'—(আত্মা-শব্দে যত্ন-অর্থ-হেতু) যত্নপরায়ণ হইয়া 'নির্গ্রন্থা অপি'—(অপি-শব্দের অবধারণ অর্থে) অবিদ্যাগ্রন্থিহীন হইয়াই উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন, যেহেতু, ভক্তিতে যত্ন ও আগ্রহ ব্যতীত কখনও সুদুর্ল্লভ 'প্রেম' লাভ হইতে পারে না।

ব্রজের ভৃঙ্গগণও কৃষ্ণনিষ্ঠ মুনি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৫।৬)—

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিল-লোকতীর্থং
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্ ॥ ১৭১ ॥

ব্রজের হংস-সারসাদি পক্ষীও কৃষ্ণনিষ্ঠ মুনি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩৫।১১)—

সরসি সারসহংসবিহঙ্গাশ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥১৭২॥

শুদ্ধভক্তকৃপায় অশুচি জাতিরও শুদ্ধি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (২।৪।১৮)—

কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা
আভীরকঙ্কা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ১৭৩ ॥

ধৃতি-শব্দের অন্য অর্থ ঃ—

কিংবা 'ধৃতি'-শব্দে নিজপূর্ণতাদি-জ্ঞান কয়।
দুঃখাভাবে উত্তমপ্রাপ্ত্যে মহাপূর্ণ হয় ॥ ১৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

করিয়া এবং অন্যশব্দ-শূন্য হইয়া কৃষ্ণমুখবিনির্গত কলবেণু-গীত শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও প্রায়শঃ মুনির ন্যায়।

১৭১। হে অনঘ, হে আদিপুরুষ, এই অলিসকল অখিল-লোক পবিত্রকারী তোমার যশঃসমূহ গান করিতে করিতে (তোমার গমনপথে পশ্চাৎ গমন করিয়া) ভজন করিতেছে ; এই অলিবেষী মুনিগণ আত্মদেবতারূপ তোমাকে তোমার গূঢ়-রূপ সত্ত্বেও পরিত্যাগ করিতেছে না।

১৭২। জলাশয়ে সারস, হংস প্রভৃতি পক্ষীগণ (শ্রীকৃষ্ণের বংশী-নিঃসৃত) চারুগীতদ্বারা হৃতচিত্ত হইয়া আগমনপূর্ব্বক সংযতচিত্ত, মুদিতনয়ন ও ধৃতমৌন-ভাবে হরিকে উপাসনা করিতেছে।

১৭৩। কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, (শুহ্ম) কঙ্ক, যবন ও খশাদি এবং আর যে-সকল পাপযোনি জাতি আছে, সেই সকল জাতিই যাহার আশ্রিত-বৈষ্ণবদিগের আশ্রয়ে পরিশুদ্ধ হয়, সেই প্রভাববিশিষ্ট বিষ্ণুকে নমস্কার করি।

অনুভাষ্য

(তেনৈব কৃষ্ণেণ প্রকটিতং) কলবেণুগীতং (মধুরমুরলীনিনাদং) শৃণ্বন্তি।

১৭১। পৌগণ্ড-বয়সে পদার্পণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একদা শ্রীবলরামসহ কুসুমাকর-বনে প্রবেশপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে শোভা দেখিয়া বিহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া অগ্রজকে প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন,—

হে আদিপুরুষ (সর্ব্বেষাং সত্ত্বানাং কারণভূত-সন্ধিনী-শক্তি-মদ্বিগ্রহ), এতে অলিনঃ (ভৃঙ্গাঃ) তব অখিললোকতীর্থং (সকল-লোকপাবনং) যশঃ গায়ন্তঃ অনুপথং (পথি পথি) ভজন্তে ; হে অনঘ (শুদ্ধসত্ত্বাধীশ বিগ্রহ), অমী ভবদীয় মুখ্যাঃ (ত্বদীয়ানাং মুখ্যাঃ প্রধানাঃ) মুনিগণাঃ বনে গূঢ়ম্ (অজ্ঞাতম্) অপি আত্মদৈবং (সেশ্বর ত্বাং) প্রায়ঃ ন জহতি (ন ত্যজন্তি ত্বয়ি মনুষ্যবেষেণ নিগূঢ়ে সতি মুনয়োঽপ্যলিবেষেণ নিগূঢ়াস্ত্বাং ভজন্তীত্যর্থঃ)।

এখানে পাঠান্তরে,—(ভাঃ ১০।১৫।৭)—"নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ কুর্ব্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন। সূক্তৈশ্চ কোকিলগণাঃ গৃহমাগতায় ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ।।"—এই শ্লোকটী লক্ষিত হয় ; ইহার অর্থ—"হে স্তুত্যর্হ, (পূজনীয়,) ময়ূরগণ গৃহাগত তোমাকে দেখিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতেছে, হরিণীগণ গোপীগণের সদৃশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এবং কোকিলগণ মধুর শব্দ করিয়া প্রীতি উৎপাদন করিতেছে ; বৃন্দাবনবাসিগণই ধন্য, যেহেতু এইরূপই অর্থাৎ নিজ-নিজ বস্তু-প্রদানই সাধুগণের স্বভাব।"

১৭২। দিবাভাগে কৃষ্ণ বনে গমন করিলে বিরহসন্তপ্ত গোপীগণ পরস্পর এইরূপ গীত গান করিতেন,—

[যর্হি অধরে কৃষ্ণঃ সন্ধিতবেণুর্ভবতি তর্হীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ] সরসি (সরোবরে) যে সারসহংসবিহঙ্গাঃ চারুগীতহৃতচেতসঃ (চারুণা বেণুগীতেন হৃতানি আকৃষ্টানি চেতাংসি যেষাং তে) এত্য (আগত্য) হন্ত (বিষাদে) যতচিত্তাঃ (সংযতমনাঃ) ধৃতমৌনাঃ (নিঃশব্দাঃ) মীলিতদৃশঃ (মুদিতনেত্রাঃ সন্তঃ) হরিম্ উপাসত (অভজন্ত, তৎসমীপে উপবিবিশুর্ব্বা)।

১৭৩। শ্রীশুকমুখে হরিকথা শুনিয়া পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিক মতিবিশিষ্ট হইয়া মায়াধীশ ভগবানের সৃষ্ট্যাদি লীলা-বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তদুত্তরে শ্রীশুক প্রথমে ভগবানের প্রণাম-পূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ করিতেছেন,—

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশাঃ আভীর-কঙ্কাঃ যবনাঃ খশাদয়ঃ (পাপযোনয়ঃ) অন্যে যে পাপাঃ (স্ব-স্ব-প্রাক্তন-কর্ম্মতঃ পাপ-জাতয়ঃ) যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ (যস্য ভগবতঃ উপাশ্রয়াঃ আশ্রিতাঃ ভাগবত-বৈষ্ণবাঃ তদাশ্রয়াঃ ভক্তাশ্রিতাঃ সন্তঃ) শুদ্ধ্যন্তি (পবিত্রী ভবন্তি) তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে (প্রভাবশালিনে ভগবত বিষ্ণবে) নমঃ।

ধৃতির সংজ্ঞা ঃ—
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।৪।১৪৪)—

ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতা-জ্ঞানং দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীত-নষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ ॥ ১৭৫ ॥

শ্লোকার্থ ঃ—

কৃষ্ণভক্ত—দুঃখহীন, বাঞ্ছান্তর-হীন।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবা-পূর্ণানন্দ-প্রবীণ ॥ ১৭৬ ॥

কৃষ্ণসেবাতেই ভক্তের সন্তোষ, অসন্তোষমূলক অন্যকামাভাব ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।৬৭)—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ ১৭৭ ॥

সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলননিষ্ঠ ভক্তই ধীর ও স্থির ঃ—
শ্রীগোস্বামিপাদোক্ত-শ্লোক—

হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানি হি।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে ॥ ১৭৮ ॥

'আত্মারামাঃ'—ধৃতিমন্ত, 'মুনয়ঃ'—পক্ষিগণ,
'নির্গ্রন্থা'—মূর্খগণ ঃ—

'চ'—অবধারণে, ইহা 'অপি'—সমুচ্চয়ে।
ধৃতিমন্ত হঞা ভজে পক্ষি-মূর্খচয়ে ॥ ১৭৯ ॥

'আত্মারামাঃ'-পদের অন্তর্গত আত্মা-শব্দের
(৬) 'বুদ্ধি'-অর্থে ব্যাখ্যা ঃ—

'আত্মা'-শব্দে 'বুদ্ধি' কহে বুদ্ধিবিশেষ।
সামান্যবুদ্ধিযুক্ত যত জীব অশেষ ॥ ১৮০ ॥

পণ্ডিত ও মূর্খভেদে বুদ্ধ্যারাম দ্বিবিধ ঃ—

বুদ্ধ্যে রমে আত্মারাম—দুই ত' প্রকার।
'পণ্ডিত' মুনিগণ, নির্গ্রন্থ 'মূর্খ' আর ॥ ১৮১ ॥

সাধুকৃষ্ণের কৃপায় সদ্বুদ্ধিলাভ ও কৃষ্ণভজন ঃ—

কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে রতি-বুদ্ধি পায়।
সব ছাড়ি' কৃষ্ণভক্তি শুদ্ধবুদ্ধ্যে পায় ॥ ১৮২ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০।৮)—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ১৮৩ ॥

ভক্তকৃপায় শ্রৌতপথানুসরণে নীচ তির্য্যক্‌জাতিরও মায়া-মুক্তি ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।৪৬)—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণ-শীল-শিক্ষা-
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥ ১৮৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৫। উত্তম-লাভদ্বারা দুঃখাভাব এবং পূর্ণতা-জ্ঞানেই 'ধৃতি'। অপ্রাপ্ত এবং অতীত অর্থ নষ্ট হইলে যে শোক হয়, তাহাকে ধৃতিই নিবারণ করে।

১৭৮। এই জীবচঞ্চল অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর সংসারে যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল হৃষীকেশ-কৃষ্ণে স্থির হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই ধৈর্য্য লাভ করিয়াছেন।

১৮৩। আমি সকলের প্রভব (উৎপত্তি)-স্থান এবং আমা হইতে সকলই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ; এরূপ জানিয়া পণ্ডিতসকল ভক্তিযুক্ত হইয়া আমাকে ভজন করেন।

১৮৪। স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবরাদি পাপজীব এবং পক্ষ্যাদি তির্য্যক্-জাতিগণও যখন অদ্ভুতক্রম (ভগবান্ শ্রীউরুক্রম)-পরায়ণগণের (অর্থাৎ শুদ্ধভক্তগণের আচরণানুসরণে) শিক্ষা-প্রাপ্ত (অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত) হইয়া (দুস্তরা দৈবী) মায়া হইতে উদ্ধার পায়, তখন শ্রৌতপন্থী ব্যক্তিদিগের কথা কি?

অনুভাষ্য

১৭৫। দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ (দুঃখস্য অভাবঃ তেন উত্তমস্য উদ্গতং তমঃ যস্মাৎ সঃ প্রেমা, তস্য পরমপুরুষার্থস্য প্রেম্ণঃ আপ্তিভিঃ চ যৎ) পূর্ণতা-জ্ঞানম্ (আত্মপ্রসাদানুভবঃ, তৎ এব) ধৃতিঃ ; (সা)—অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিশোচনাদিকৃৎ (অপ্রাপ্তস্য অতীতস্য নষ্টস্য চ অর্থস্য বিষয়স্য হেতোঃ অনভিশোচনং করোতি যা সা, অভিশোচনাভাবঃ যা সম্পাদ্যতে ইত্যর্থঃ)।

১৭৭। আদি, ৪র্থ পঃ ২০৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭৮। যস্য হৃষীকাণি (ইন্দ্রিয়াণি) হৃষীকেশে (সর্ব্বনিয়ন্তরি ভগবতি) স্থৈর্য্যগতানি (উপশমং লব্ধানি) স এব জীবচঞ্চলে (ক্ষণভঙ্গুরে) সংসারে ধৈর্য্যম্ আপ্নোতি।

১৮২। পাঠান্তরে,—"সব ছাড়ি' শুদ্ধভক্তি করে কৃষ্ণ-পায়। কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে বিচার-বুদ্ধি পায়।।"

১৮৩। অহং (কৃষ্ণঃ) সর্ব্বস্য (বিধিরুদ্রাণাং প্রপঞ্চস্য চ) প্রভবঃ (হেতুঃ জন্মকারণম্) ; মত্তঃ (সর্ব্বকারণকারণভূতাৎ) সর্ব্বং (বস্তু) প্রবর্ত্ততে (মদধীনপ্রবৃত্তিকম্)—ইতি মত্বা বুধাঃ (কৃষ্ণরসবিদঃ) ভাবসমন্বিতাঃ (প্রেমযুক্তাঃ সন্তঃ) মাং ভজন্তে।

১৮৪। ব্রহ্মা তচ্ছিষ্য নারদের নিকট ভগবান্ বিষ্ণুর লীলা-বতারসমূহের ক্রিয়া, প্রয়োজন ও বিভূতিসমূহ কীর্ত্তন করিয়া

অমৃতানুকণা—১৭৯। আত্মা-শব্দে 'ধৃতি'-অর্থস্থলে 'চ'-কারে অবধারণ-অর্থ (নিশ্চয়ার্থ) এবং 'অপি'-শব্দে সমুচ্চয়-অর্থ হওয়ায় 'মুনয়ঃ'—মুনিরূপ পক্ষীগণ, 'নির্গ্রন্থা অপি'—এবং মূর্খগণ 'আত্মারামাশ্চ'—নিশ্চয়রূপে ধৃতিমন্ত (অর্থাৎ ধৈর্য্যশীল অথবা ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞান-হেতু দুঃখশূন্য ও উত্তমবস্তু ভগবৎপ্রেম-প্রাপ্তিহেতু পূর্ণানন্দ) হইয়া উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, এইরূপ অর্থ হইতেছে।

সদ্বুদ্ধি ও নিত্যানিত্যবিচারপূর্ব্বক কৃষ্ণভজনেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঃ—

বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ-পা'য় ।
সেই বুদ্ধি দেন তাঁরে, যাতে কৃষ্ণ পায় ॥ ১৮৫ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০।১০)—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১৮৬ ॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পঞ্চবিধ সাধন ঃ—

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম ।
ব্রজে বাস,—এই পঞ্চসাধন প্রধান ॥ ১৮৭ ॥

পঞ্চসাধনের একটীর সামান্যানুশীলনেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ ঃ—

এই পঞ্চ-মধ্যে এক 'স্বল্প' যদি হয় ।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥ ১৮৮ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২৩৮)—

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে ।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥ ১৮৯ ॥

অনর্থময় ও সকাম হইলেও সুবুদ্ধিহেতু নিরন্তর কৃষ্ণভজনফলে কাম-ত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কাম-সেবা ও সিদ্ধিপ্রাপ্তি ; তাহা হইলেও কিন্তু সকাম-ভক্তি নিষ্কাম-সেবার 'কারণ' নহে ঃ—

উদার মহতী যাঁর সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি ।
নানা কামে ভজে, তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি ॥ ১৯০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৩।১০)—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজতে পুরুষং পরম্ ॥ ১৯১ ॥

নিরন্তরসেবাপ্রভাবে কাম বা অনর্থের নিবৃত্তি ও শুদ্ধসেবা-লাভ ঃ—

ভক্তি-প্রভাব,—সেই কাম ছাড়াঞা ।
কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া ॥ ১৯২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৯।২৬)—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥১৯৩

"আত্মারামাঃ"-পদের অন্তর্গত আত্মা-শব্দের (৭) 'স্বভাব'-অর্থে ব্যাখ্যা ঃ—

'আত্মা'-শব্দে 'স্বভাব' কহে, তাতে যেই রমে ।
আত্মারাম জীব যত স্থাবর-জঙ্গমে ॥ ১৯৪ ॥

অনাবৃত শুদ্ধজীবস্বরূপ ও আবৃত জীবস্বরূপের ধর্ম্ম ; শুদ্ধ 'অহং' ও অশুদ্ধ 'অহং' ঃ—

জীবের স্বভাব—কৃষ্ণে 'দাস'-অভিমান ।
দেহে আত্ম-জ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই 'জ্ঞান' ॥ ১৯৫ ॥
চ-শব্দে 'এব', 'অপি'-শব্দ সমুচ্চয়ে ।
'আত্মারামা এব' হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে ॥ ১৯৬ ॥

শুদ্ধস্বভাব 'আত্মারাম' জীবের ও 'নির্গ্রন্থ' জীবের দৃষ্টান্ত ঃ—

এই জীব—সনকাদি সব মুনিজন ।
'নির্গ্রন্থ'—মূর্খ, নীচ, স্থাবর-জঙ্গম ॥ ১৯৭ ॥

মুক্তজীব ব্যাসাদির কৃষ্ণসেবা—প্রসিদ্ধ, নির্গ্রন্থ বা নির্ব্বোধের ভজন-বর্ণন ঃ—

ব্যাস-শুক-সনকাদির প্রসিদ্ধ ভজন ।
'নির্গ্রন্থ' স্থাবরাদির শুন বিবরণ ॥ ১৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৭। ভাগবত, নাম—শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণনাম।

অনুভাষ্য

তাঁহার দুরত্যয়া মায়ামুক্ত শরণাগত উচ্চকুলোদ্ভব ভক্তগণের নাম বর্ণন করিয়া নিম্নকুলোদ্ভব জনগণেরও শ্রৌতপন্থায় মুক্তি-লাভে যোগ্যতার কথা বলিতেছেন,—

যদি স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা পাপজীবাঃ (পাপযোনয়ঃ) তথা তির্য্যক্-জনাঃ অপি অদ্ভুতক্রমপরায়ণশীল-শিক্ষাঃ (অদ্ভুতাঃ বিস্ময়োৎ-পাদিকাঃ ক্রমাঃ পাদন্যাসাঃ যস্য হরেঃ তস্য পরায়ণাঃ হরিজনাঃ তেষাং শীলে স্বভাবে শিক্ষা যেষাং তে—যে শুদ্ধভক্ত-শিষ্যাঃ সন্তঃ কৃষ্ণভক্তসঙ্গৈঃ গঠিতচরিত্রাঃ ভবন্তি, তর্হি এবম্ভূতাঃ) তে অপি দেবমায়াং বৈ বিদন্তি (জানন্তি) অতিতরন্তি (অতিক্রামন্তি) চ ; [অতঃ] যে (ভক্তাঃ) শ্রুতধারণাঃ (শ্রুতং ভগবতঃ নাম-রূপগুণ-লীলাদি-তত্ত্বং ধারয়ন্তি শ্রৌতমার্গেণ যে, তে) কিমু (পুনঃ তেষাং কিং বক্তব্যম্?—নিশ্চিতমেব তে মায়াং বিদন্তি অতিতরন্তীত্যর্থঃ)

১৮৬। আদি, ১ম পঃ ৪৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮৭। কৃষ্ণভক্তসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণকথা-বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম শ্রীব্রজে বাস—এই পাঁচটীই প্রধান সাধন।

১৮৯। মধ্য, ২২শ পঃ ১২৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৯১। মধ্য, ২২শ পঃ ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৯৩। মধ্য, ২২শ পঃ ৪০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতানুকণা—১৯৬-১৯৭। আত্মা-শব্দে স্বভাব, 'চ'-শব্দে 'এব' (নিশ্চয়ার্থ) এবং 'অপি'-শব্দে সমুচ্চয়-অর্থ হওয়ায়, সমগ্র অর্থটী এস্থলে এইরূপ হইতেছে,—'মুনয়ঃ'—সনকাদি মুনিগণ, 'নির্গ্রন্থা অপি'—এবং নির্গ্রন্থগণ অর্থাৎ মূর্খ, নীচ, স্থাবর-জঙ্গম প্রভৃতি 'আত্মারামাশ্চ'—'আত্মারামা এব' অর্থাৎ কৃষ্ণদাস-স্বভাববিশিষ্ট হইয়াই উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন।

কৃষ্ণকৃপায় সকলের কৃষ্ণভজন ঃ—

কৃষ্ণকৃপাদি-হেতু হৈতে সবার উদয় ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ভজয় ॥ ১৯৯ ॥

কৃষ্ণচরণস্পর্শে পৃথ্বী ধন্যা, লক্ষ্মীরও কাম্য
বক্ষঃস্পর্শে গোপী ধন্যা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৫।৮)—

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণ-বীরুধস্ত্বৎ-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥ ২০০ ॥

কৃষ্ণবংশীধ্বনিতে জঙ্গমের স্থাবর-ধর্ম্ম, স্থাবরের
জঙ্গম-ধর্ম্মোদয় ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১৯)—

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্ ॥ ২০১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৫।৯)—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ২০২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৪।১৮)—

কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খশাদয়ঃ ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ২০৩ ॥

এ পর্য্যন্ত ১৯ প্রকার অর্থ ঃ—

আগে 'তের' অর্থ করিলুঁ, আর 'ছয়' এই ।
ঊনবিংশতি অর্থ হইল মিলি' এই দুই ॥ ২০৪ ॥

'আত্মারামাঃ'-পদের অন্তর্গত আত্মা-শব্দের 'দেহ'-অর্থে ব্যাখ্যা ঃ—

এই ঊনিশ অর্থ করিলু, আগে শুন আর ।
'আত্ম'-শব্দে 'দেহ' কহে,—চারি অর্থ তার ॥ ২০৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০০। এই ভূমি (ব্রজভূমি) অদ্য ধন্য হইয়াছে ; তোমার পাদস্পর্শে তৃণবীরুধ্‌সকল, তোমার অঙ্গুলিস্পর্শে দ্রুমলতা, তোমার সদয়াবলোকনে নদী-অদ্রি-খগ-মৃগসকল এবং লক্ষ্মীরও স্পৃহণীয়, তোমার ভুজান্তর-মধ্য প্রাপ্ত হইয়া গোপীসকল, সকলেই ধন্য হইয়াছেন।

অনুভাষ্য

২০০। পৌগণ্ডে পদার্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ একদা শ্রীবলদেব-সহ কুসুমাকর-বনে প্রবেশপূর্ব্বক ব্রজের শোভা সন্দর্শন করিয়া বিহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া অগ্রজের স্তুতিচ্ছলে নিজেই নিজের স্তুতি করিতেছেন,—

অদ্য [তব চরণস্পর্শাৎ] ইয়ং ধরণী ধন্যা, [তথা] ত্বৎপাদ-স্পৃশঃ (তব পাদৌ স্পৃশন্তীতি অতঃ) তৃণবিরুধঃ (তৃণগুল্মাদয়ঃ) করজাভিমৃষ্টাঃ (নখৈঃ স্পৃষ্টাঃ) দ্রুমলতাঃ (বৃক্ষবল্লর্য্যঃ) সদয়াবলোকৈঃ (সকারুণ্যদৃষ্টিভিঃ) নদ্যঃ অদ্রয়ঃ (গিরয়ঃ) খগমৃগাঃ (খগাঃ পক্ষিণঃ মৃগা পশবঃ) চ (ধন্যাঃ), শ্রীঃ অপি যৎস্পৃহা (লক্ষ্মীরপি যস্মৈ স্পৃহয়তি, তেন) ভুজয়োঃ অন্তরেণ (বক্ষসা) গোপ্যঃ চ ধন্যাঃ।

২০১। ব্রজে শরৎকাল উপস্থিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ বনে বনে বংশীধ্বনিপূর্ব্বক গো-চারণচ্ছলে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করায়, গোপীগণ বংশীধ্বনি শ্রবণফলে কৃষ্ণসঙ্গ-কামাতুরা হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কৃষ্ণের গুণাবলী কীর্ত্তন করিতেছেন,—

হে সখ্যঃ, গোপকৈঃ (গোপ-বালকৈঃ সহ) অনুবনং (প্রতি-বনং) গাঃ নয়তোঃ (সঞ্চারয়তোঃ) নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োঃ (নির্যুজ্যন্তে গাবঃ আভিঃ ইতি নির্যোগাঃ দোহনকালীন-পাদবন্ধন-রজ্জুঃ, অধৃষ্যগবাং কর্ষণার্থাঃ পাশাঃ চ, তৈঃ কৃতং লক্ষণং চিহ্নং যয়োস্তয়োঃ শিরসি নির্যোগবেষ্টনেন স্কন্ধস্থাপনে চ গোপপরি-বৃঢ়শ্রিয়া বিরাজমানয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ) কলপদৈঃ (মধুরশব্দৈঃ) উদারবেণুস্বনৈঃ (মহাবেণুনাদৈঃ) তনুভৃৎসু (শরীরধারিষু দেহিষু) গতিমতাং (যে গতিমন্তঃ, তেষাম্) অস্পন্দনং (স্থাবরধর্ম্মঃ) তরূণাং পুলকঃ (জঙ্গমধর্ম্মঃ—ইতি তু) বিচিত্রম্ (অতিবিচিত্রম্)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০১। হে সখীগণ, গো-গোপদিগের সহিত বনে বনে গমনশীল, গোবর্দ্ধনরজ্জুপাশ-ধারণাদি লক্ষণযুক্ত কৃষ্ণ-বলদেবের উদার বেণুরব ও গীতদ্বারা দেহী (প্রাণী)-দিগের মধ্যে গমনশীল (জঙ্গম)-দিগের স্তম্ভ এবং স্থাবর তরুদিগের পুলক হইতেছে,—এইসকল অতি বিচিত্র।

অনুভাষ্য

২০২। মধ্য, ৮ম পঃ ২৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২০৩। মধ্য, ২৪শ পঃ ১৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২০৪। আগে তের অর্থ—মধ্য ২৪পঃ পূর্ব্বোক্ত ১৫৭ শ্লোকের অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য ; আর ছয় এই,—১। 'মনো-রমণশীল' (১৫৯ সংখ্যা) ; ২। 'যত্নে রমণশীল' (১৬২সংখ্যা) ; ৩। 'ধৈর্য্য-শীল' (১৬৮ সংখ্যা) ; ৪। 'বুদ্ধ্যারাম পণ্ডিতমুনি' (১৮১ সংখ্যা); ৫। 'বুদ্ধ্যারাম নির্গ্রন্থ মূর্খ' (১৮১ সংখ্যা) ; ৬। 'কৃষ্ণদাস-স্বভাববিশিষ্ট' আত্মারাম (১৯৫ সংখ্যা)।

২০৫। চারি অর্থ তার—(১) ঔপাধিক ব্রহ্মাদেহ (২০৬

সাধুসঙ্গ-ফলে দেহাত্মবুদ্ধি বা বিবর্ত্তবাদীরও বিবর্ত্তবুদ্ধি-ত্যাগে কৃষ্ণভক্তিলাভ ঃ—

দেহারামী দেহে ভজে 'দেহোপাধি ব্রহ্ম'।
সৎসঙ্গে সেহ করে কৃষ্ণের ভজন ॥ ২০৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।১৮)—

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥ ২০৭ ॥

সাধুসঙ্গ-ফলে দেহারামী কর্ম্মীরও কর্ম্মত্যাগে শুদ্ধভক্তি-লাভ ঃ—

দেহারামী—কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদি জন।
সৎসঙ্গে 'কর্ম্ম' ত্যজি' করয়ে ভজন ॥ ২০৮ ॥

শৌনকাদির কর্ম্মকাণ্ড-নিন্দা এবং শ্রীসূতের হরিকথা-কীর্ত্তন-প্রবৃত্তির প্রশংসা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৮।১২)—

কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু ॥ ২০৯ ॥

সাধুসঙ্গে দেহারামী তপস্বী বিষয়ীর তপস্যারূপ ভোগ-ত্যাগে শুদ্ধভক্তি-লাভ ঃ—

'তপস্বী' প্রভৃতি যত দেহারামী হয়।
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি' শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ॥ ২১০ ॥

শাস্ত্র প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।২১।৩১)—

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥

কৃষ্ণকৃপায় সকাম দেহারামীরও ত্যক্তকাম বা নিষ্কাম হইয়া শুদ্ধ কৃষ্ণভজন ঃ—

দেহারামী, সর্ব্বকাম—সব আত্মারাম।
কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ি' সব কাম ॥ ২১২ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে ধ্রুবচরিতে (৭।২৮)—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥২১৩

এই পর্য্যন্ত ২৩ প্রকার অর্থ ঃ—

এই চারি অর্থ সহ হইল 'তেইশ' অর্থ।
আর তিন অর্থ শুন পরম সমর্থ ॥ ২১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৯। (হে সূত,) আশ্বাস (অর্থাৎ নিশ্চয়ফল-প্রত্যাশা)-রহিত এই কর্ম্মমার্গে ধূমদ্বারা ধূম্রমলিনীভূত আমাদিগকে আপনি গোবিন্দপাদপদ্মের মধুময় আসব পান করাইতেছেন।

অনুভাষ্য

সংখ্যা); (২) কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকের কর্ম্ম-দেহ (২০৮ সংখ্যা); (৩) তপোদেহ (২১০ সংখ্যা); (৪) সর্ব্বকাম-দেহ (২১২ সংখ্যা)।

২০৬। দেহারামী দেহকে ঔপাধিক ব্রহ্মমূর্ত্তি জানিয়া নিজ-দেহের সেবা করিতে করিতে সাধুসঙ্গে সেই বিবর্ত্ত-বুদ্ধি ছাড়িয়া কৃষ্ণসেবা করেন।

২০৭। মধ্য, ২৪শ পঃ ১৬০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২০৮। দেহারামী কর্ম্মনিষ্ঠ—যজ্ঞাদিপরায়ণ ; তিনিও সুকৃতিফলে ভক্তসঙ্গে কর্ম্মনিষ্ঠারূপ যজ্ঞ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের ভজন করেন।

২০৯। মহাভাগবত শ্রীসূত-গোস্বামী শুশ্রূষু শৌনকাদির নিকট হরিকথাত্মক ভাগবত কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করায় ঋষি-গণ আপনাদিগের তুচ্ছ কর্ম্মকাণ্ডানুষ্ঠানকে গর্হণ করিতেছেন,—

অস্মিন্ অনাশ্বাসে (অবিশ্বসনীয়ে) কর্ম্মণি (সত্রে) ধূম-ধূম্রাত্মনাং (ধূমেন ধূম্রৌ বিবর্ণৌ আত্মানৌ শরীর-চিত্তে যেষাং তেষাং তান্ ইত্যর্থঃ) ভবান্ মধু (মধুরং) গোবিন্দপাদপদ্মা-সবং (শ্রীকৃষ্ণ-চরণাব্জয়োঃ মকরন্দং শ্রীহরিকথামৃতমিত্যর্থঃ) আপায়য়তি (শ্রাবয়তি)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১১। কৃষ্ণপাদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃত গঙ্গা-নদীর ন্যায় যাঁহার পাদসেবা-রুচি প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইয়া (বিষয়ী) তপস্বীদিগের অশেষ জন্মলব্ধ বুদ্ধিমল সদ্য নাশ করে।

অনুভাষ্য

২১০। দেহারামী তপস্বী প্রভৃতি কৃষ্ণভক্তসঙ্গে তপস্যা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভজন করে।

২১১। পুরাকালে পৃথ্বীপতি পৃথুমহারাজ একটী মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তথায় সমবেত দেবতা, ঋষি ও রাজন্যবর্গের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনের অনুসৃত বিষ্ণু-পরিচর্য্যার বিধেয়ত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণন করিতেছেন,—

যৎপাদসেবাভিরুচিঃ (যস্য হরেঃ পাদয়োঃ সেবায়াম্ অভি-রুচিঃ), যথা [তস্য হরেঃ] পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা (পাদপদ্মোদ্ভবা) সরিৎ (নদী, গঙ্গা ইবেত্যর্থঃ) অন্বহম্ (অহনি অহনি প্রতিদিনম্) এধতী (বর্দ্ধমানা) সতী (সাত্ত্বিকী সতী) তপস্বিনাং (যাজ্ঞিকানাং) অশেষজন্মোপচিতং (পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মভিঃ সংবৃদ্ধং) ধিয়ঃ (বুদ্ধেঃ) মলং (কামাদি-বাসনা-লক্ষণং) সদ্যঃ ক্ষিণোতি (ক্ষপয়তি, তং যূয়ং স্বকর্ম্মভিঃ ভজতেতি তৃতীয়েণান্বয়ঃ)।

২১২। দেহারামী সর্ব্বকামী সকল কামনারূপ অনর্থ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণানুগ্রহ-বলে কৃষ্ণভজন করেন।

২১৩। মধ্য, ২২শ পঃ ৪২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১৪। পূর্ব্বকথিত উনিশ প্রকার অর্থের সহিত (২০৪

চ-শব্দের 'সমুচ্চয়' অর্থে ব্যাখ্যা ঃ—

চ-শব্দে 'সমুচ্চয়ে', আর অর্থ কয় ।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ২১৫ ॥
'নির্গ্রন্থাঃ' হঞা ইঁহা 'অপি'—নির্দ্ধারণে ।
'রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ' যথা বিহরয়ে বনে ॥ ২১৬ ॥

চ-শব্দের অন্বাচয়ার্থে ব্যাখ্যা ঃ—

চ-শব্দে 'অন্বাচয়ে' অর্থ কহে আর ।
'বটো, ভিক্ষামট, গাঞ্চানয়' যৈছে প্রকার ॥ ২১৭ ॥

এই অর্থে মুনির মুখ্যভজন, আত্মারামের গৌণ ভজন ঃ—

কৃষ্ণমননে মুনি কৃষ্ণে সর্ব্বদা ভজয় ।
'আত্মারামা অপি' ভজে,—গৌণ অর্থ কয় ॥ ২১৮ ॥

চ-শব্দের 'এব'-অর্থে ও অপি-শব্দের
'গর্হা'-অর্থে ব্যাখ্যা ঃ—

'চ' এবার্থে 'মুনয়ঃ এব' কৃষ্ণেরে ভজয় ।
'আত্মারামা অপি'—'অপি' 'গর্হা' অর্থ কয় ॥ ২১৯ ॥

এই উভয় স্থলেই 'নির্গ্রন্থ'-শব্দের বিশেষণত্ব ঃ—

'নির্গ্রন্থ হঞা'—এই দুঁহার 'বিশেষণ' ।
আর অর্থ শুন, যৈছে সাধুর সঙ্গম ॥ ২২০ ॥

নির্গ্রন্থ-শব্দের অর্থ ঃ—

নির্গ্রন্থ-শব্দে কহে তবে 'ব্যাধ', 'নির্ধন' ।
সাধুসঙ্গে সেই করে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ॥ ২২১ ॥

সাধুসঙ্গফলে ব্যাধেরও পাপনিবৃত্তি ও কৃষ্ণগতচিত্ততা
বা মহাভাগবতত্ব ঃ—

'কৃষ্ণারামাশ্চ' এব কৃষ্ণ-মনন ।
ব্যাধ হঞা হয় পূজ্য ভাগবতোত্তম ॥ ২২২ ॥

স্কন্ধ-পুরাণোক্ত ব্যাধ-নারদ-সংবাদ-বর্ণন ঃ—

এক ভক্ত-ব্যাধের কথা শুন সাবধানে ।
যাহা হৈতে হয় সৎসঙ্গ-মহিমার জ্ঞানে ॥ ২২৩ ॥
এক দিন শ্রীনারদ দেখি' নারায়ণ ।
ত্রিবেণী-স্নানে প্রয়াগ করিলা গমন ॥ ২২৪ ॥
বনপথে দেখে মৃগ আছে ভূমে পড়ি' ।
বাণ-বিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়্ফড়ি ॥ ২২৫ ॥
আর কতদূরে এক দেখেন শূকর ।
তৈছে বিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়্ফড় ॥ ২২৬ ॥
ঐছে এক শশক দেখে আর কতদূরে ।
জীবের দুঃখ দেখি' নারদ ব্যাকুল-অন্তরে ॥ ২২৭ ॥
কতদূরে দেখে ব্যাধ বৃক্ষে ওঁত হঞা ।
মৃগ মারিবারে আছে বাণ যুড়িয়া ॥ ২২৮ ॥
শ্যামবর্ণ, রক্তনেত্র, মহাভয়ঙ্কর ।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে,—যেন যম দণ্ডধর ॥ ২২৯ ॥
পথ ছাড়ি' নারদ তার নিকটে চলিল ।
নারদে দেখি' মৃগ সব পলাঞা গেল ॥ ২৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১৭। "বটো, ভিক্ষামট, গাঞ্চানয়",—"হে বটু, ভিক্ষায় চল, গরুও আন।" এই বাক্যে চ-শব্দে যেরূপ 'অন্বাচয়' অর্থ করে, আত্মারাম-শ্লোকে সেইরূপ অর্থ কর।

২২৮। ওঁত—অন্তরালে, মধ্যগত হইয়া ।

অনুভাষ্য

সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য) 'আত্মারাম'-শব্দের অর্থ এই চারি-প্রকার 'দেহারাম' (২০৫ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য) বুঝাইলে 'তেইশ' প্রকার অর্থ হয়।

আর তিন অর্থ—(১) চ-শব্দের 'অন্বাচয়'-অর্থ, (২) চ-শব্দের 'এব'-অর্থ ও 'অপি'-শব্দের 'গর্হা'-অর্থ এবং (৩) নির্গ্রন্থ-শব্দের 'নির্ধন'-অর্থ।

২১৫। চ-শব্দের সমুচ্চয়ার্থ পূর্ব্বেই (১৪৬ সংখ্যায়) কথিত হইয়াছে ; তদ্দ্বারা 'আত্মারাম' এবং 'মুনি' কৃষ্ণভজন করেন। আর অর্থ—'সমুচ্চয়'-অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ।

২১৬। 'অপি' নির্দ্ধারণার্থে প্রযুক্ত ; 'নির্গ্রন্থাঃ' আত্মারাম ও মুনি, উভয়ের 'বিশেষণ'। ইঁহা—এস্থলে ; যথা, 'রাম ও কৃষ্ণ বনে বিহার করেন' বলিলে উভয়েরই বনবিহার উদ্দিষ্ট হয়।

২১৭-২১৮। চ-শব্দে অন্বাচয়-অর্থ অর্থাৎ একের প্রাধান্য ও অন্যের অপ্রাধান্য। উদাহরণে বলা যায়,—'হে ব্রাহ্মণ-বালক, ভিক্ষা কর এবং যদি পাও, গরুও আন' ;—এস্থলে ভিক্ষারই প্রাধান্য এবং গবানয়নের অপ্রাধান্য সূচিত ; (তদ্রূপ) কৃষ্ণমননশীল মুনিরই সর্ব্বদা কৃষ্ণ-ভজনে মুখ্যভাবে 'প্রাধান্য' এবং আত্মারামগণের কৃষ্ণভজনে গৌণভাবে 'অপ্রাধান্য'—ইহাই অন্বাচয়ার্থের প্রয়োগ।

২১৯। চ-শব্দ 'এবার্থে' এবং অপি-শব্দ 'নিন্দার্থে' প্রযুক্ত হইলে এইরূপ অর্থ হয়,—'আত্মারাম হইয়াও তাদৃশ অবস্থার গৌরব ত্যাগপূর্ব্বক মুনিগণই কৃষ্ণভজন করেন।

২২০। 'নির্গ্রন্থ'—আত্মারাম ও মুনি, এই উভয়েরই 'বিশেষণ'; অপর তৃতীয় অর্থাৎ ষড়্বিংশতিতম অর্থ,—সাধুশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদের সঙ্গফল ব্যাধে যেরূপ লক্ষিত হইয়াছিল, তদ্রূপ।

২২১। নির্গ্রন্থ-শব্দ নির্দ্ধারণার্থে প্রযুক্ত হইলে, সাধনাদি-ধনবিহীন অযোগ্য ব্যাধও নারদের ন্যায় সাধুর সঙ্গপ্রভাবে কৃষ্ণারাম হইয়া ভজন করেন।

২২২। 'আত্মা'-শব্দের অর্থ—'কৃষ্ণ' ; কৃষ্ণে রমণশীল বলিয়া কৃষ্ণারাম এবং সেই কৃষ্ণারামই কৃষ্ণমননশীল।

ক্রুদ্ধ হঞা ব্যাধ তাঁরে গালি দিতে চায়।
নারদ-প্রভাবে মুখে গালি নাহি আয় ॥ ২৩১ ॥
"গোসাঞি, প্রয়াণ-পথ ছাড়ি' কেনে আইলা।
তোমা দেখি' মোর লক্ষ্য মৃগ পলাইলা ॥" ২৩২ ॥
নারদ কহে,—"পথ ভুলি' আইলাঙ পুছিতে।
মনে এক সংশয় হয়, তাহা খণ্ডাইতে ॥ ২৩৩ ॥
পথে যে শূকর-মৃগ, জানি তোমার হয়।"
ব্যাধ কহে,—"যেই কহ, সেই ত' নিশ্চয় ॥" ২৩৪ ॥
নারদ কহে,—"যদি জীবে মার' তুমি বাণ।
অর্দ্ধ-মারা কর কেনে, না লও পরাণ?" ২৩৫ ॥
ব্যাধ কহে,—"শুন গোসাঞি, 'মৃগারি' মোর নাম।
পিতার শিক্ষাতে আমি করি ঐছে কাম ॥ ২৩৬ ॥
অর্দ্ধ-মারা জীব যদি ধড়্‌ফড়্ করে।
তবে ত' আনন্দ মোর বাড়য়ে অন্তরে ॥" ২৩৭ ॥
নারদ কহে,—"একবস্তু মাগি তোমার স্থানে।"
ব্যাধ কহে,—"মৃগাদি লহ, যেই তোমার মনে ॥২৩৮॥
মৃগছাল চাহ যদি, আইস মোর ঘরে।
যেই চাহ, তাহা দিব মৃগব্যাঘ্রাম্বরে ॥" ২৩৯ ॥
নারদ কহে,—"ইহা আমি কিছু নাহি চাহি।
আর এক বস্তু আমি মাগি তোমা-ঠাঞি ॥ ২৪০ ॥
কালি হৈতে তুমি যেই মৃগাদি মারিবা।
প্রথমে মারিবা, অর্দ্ধ-মারা না করিবা ॥" ২৪১ ॥
ব্যাধ কহে,—"কিবা দান মাগিলা আমারে।
অর্দ্ধ মারিলে কিবা হয়, তাহা কহ মোরে ॥" ২৪২ ॥
নারদ কহে,—"অর্দ্ধ মারিলে জীব পায় ব্যথা।
জীবে দুঃখ দিতেছ, তোমার হইবে ঐছে অবস্থা ॥২৪৩॥
ব্যাধ তুমি, জীব মার—'অল্প' অপরাধ তোমার।
কদর্থনা দিয়া মার'—এ পাপ 'অপার' ॥ ২৪৪ ॥
কদর্থিয়া তুমি যত মারিলা জীবেরে।
তারা তৈছে তোমা মারিবে জন্ম-জন্মান্তরে ॥" ২৪৫ ॥
নারদ-সঙ্গে ব্যাধের মন পরসন্ন হইল।
তাঁর বাক্য শুনি' মনে ভয় উপজিল ॥ ২৪৬ ॥
ব্যাধ কহে,—"বাল্য হৈতে এই আমার কর্ম্ম।
কেমনে তরিব আমি পামর অধম? ২৪৭ ॥
এই পাপ যায় মোর, কেমন উপায়ে?
নিস্তার করহ মোরে, পড়োঁ তোমার পায়ে ॥" ২৪৮ ॥
নারদ কহে,—"যদি ধর আমার বচন।
তবে সে করিতে পারি তোমার মোচন ॥" ২৪৯ ॥
ব্যাধ কহে,—"যেই কহ, সেই ত' করিব।"
নারদ কহে,—"ধনুক ভাঙ্গ, তবে সে কহিব ॥"২৫০॥
ব্যাধ কহে,—"ধনুক ভাঙ্গিলে বাঁচিব কেমনে?"
নারদ কহে,—"আমি অন্ন দিব প্রতিদিনে ॥" ২৫১ ॥
ধনুক ভাঙ্গি' ব্যাধ তাঁর চরণে পড়িল।
তারে উঠাঞা নারদ উপদেশ কৈল ॥ ২৫২ ॥
"ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে দেহ' যত আছে ধন।
এক এক বস্ত্র পরি' বাহির হও দুইজন ॥ ২৫৩ ॥
নদী-তীরে একখানি কুঁড়িয়া করিয়া।
তার আগে একপিণ্ডি তুলসী রোপিয়া ॥ ২৫৪ ॥
তুলসী-পরিক্রমা কর, তুলসী-সেবন।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিহ কীর্ত্তন ॥ ২৫৫ ॥
আমি তোমায় বহু অন্ন পাঠাইমু দিনে।
সেই অন্ন লবে, যত খাও দুইজনে ॥" ২৫৬ ॥
তবে সেই মৃগাদি তিনে নারদ সুস্থ কৈল।
সুস্থ হঞা মৃগাদি তিনে ধাঞা পলাইল ॥ ২৫৭ ॥
দেখিয়া ব্যাধের মনে হৈল চমৎকার।
ঘরে গেল ব্যাধ, গুরুকে করি' নমস্কার ॥ ২৫৮ ॥
যথা-স্থানে নারদ গেলা, ব্যাধ ঘরে আইল।
নারদের উপদেশে সকল করিল ॥ ২৫৯ ॥
গ্রামে ধ্বনি হৈল,—'ব্যাধ 'বৈষ্ণব' হইল।'
গ্রামের লোক সব অন্ন আনিতে লাগিল ॥ ২৬০ ॥
একদিন অন্ন আনে দশ-বিশ জনে।
দিলে তত লয়, যত খায় দুইজনে ॥ ২৬১ ॥
একদিন নারদ কহে,—"শুনহ, পর্ব্বতে।
আমার এক শিষ্য আছে, চলহ দেখিতে ॥" ২৬২ ॥
তবে দুই ঋষি আইলা সেই ব্যাধ-স্থানে।
দূর হৈতে ব্যাধ পাইল গুরুর দরশনে ॥ ২৬৩ ॥
আস্তে-ব্যস্তে ধাঞা আসে, পথ নাহি পায়।
পথের পিপীলিকা ইতি-উতি ধরে পায় ॥ ২৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪৪। কদর্থনা দিয়া—কষ্ট দিয়া।

২৫৯। নারদের উপদেশে—নারদের উপদেশ-মতে।

২৬২। শুনহ পর্ব্বতে—ওহে পর্ব্বত মুনি, শুন।

অনুভাষ্য

২৩২। প্রয়াণ-পথ— পাঠান্তরে, 'প্রমাণ-পথ'; যে নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া পথিকগণ চলিয়া থাকে অর্থাৎ প্রচলিত পথ।

দণ্ডবৎ-স্থানে পিপীলিকারে দেখিয়া ।
বস্ত্রে স্থান ঝাড়ি' পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ২৬৫ ॥
নারদ কহে,—"ব্যাধ, এই না হয় আশ্চর্য্য ।
হরিভক্ত্যে হিংসা-শূন্য হয় সাধুবর্য্য ॥" ২৬৬ ॥

স্কান্দবচন—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥ ২৬৭ ॥

তবে সেই ব্যাধ দোঁহারে অঙ্গনে আনিল ।
কুশাসন আনি' দোঁহারে ভক্ত্যে বসাইল ॥ ২৬৮ ॥
জল আনি' ভক্ত্যে দোঁহার পাদ প্রক্ষালিল ।
সেই জল স্ত্রী-পুরুষে পিয়া শিরে লইল ॥ ২৬৯ ॥
কম্প-পুলকাশ্রু হৈল কৃষ্ণনাম গাঞা ।
ঊর্দ্ধবাহু নৃত্য করে বস্ত্র উড়াঞা ॥ ২৭০ ॥
দেখিয়া ব্যাধের প্রেম পর্ব্বত-মহামুনি ।
নারদেরে কহে,—"তুমি হও স্পর্শমণি ॥" ২৭১ ॥

স্কান্দবচন—

"অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ ।
নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমচ্যুতে ॥" ২৭২ ॥

পরমবৈষ্ণবপ্রবর শ্রীনারদের কৃপায় ভক্ত-ব্যাধের যোগ-ক্ষেম-সমাধান ঃ—

নারদ কহে,—"বৈষ্ণব, তোমার অন্ন কিছু আয় ?"
ব্যাধ কহে,—"যারে পাঠাও, সেই দিয়া যায় ॥ ২৭৩ ॥
এত অন্ন না পাঠাও, কিছু কার্য্য নাই ।
সবে দুইজনার যোগ্য ভক্ষ্যমাত্র চাই ॥" ২৭৪ ॥
নারদ কহে,—"ঐছে রহ, তুমি ভাগ্যবান্ ।"
এত বলি' দুইজন হইলা অন্তর্দ্ধান ॥ ২৭৫ ॥

ব্যাধের আখ্যান-শ্রবণে সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্যোপলব্ধি ঃ—

এই ত' কহিলুঁ তোমার ব্যাধের আখ্যান ।
যা শুনিলে হয় সাধুসঙ্গ-প্রভাব-জ্ঞান ॥ ২৭৬ ॥

এই পর্য্যন্ত ২৬ প্রকার অর্থ ঃ—

এই আর তিন অর্থ গণনাতে পাইল ।
এই দুই অর্থ মিলি' 'ছাব্বিশ' অর্থ হৈল ॥ ২৭৭ ॥

২৬ প্রকার অর্থ ব্যতিরিক্ত স্থূলতঃ দ্বিবিধ অর্থে সূক্ষ্মতঃ ৩২ প্রকার অর্থ ঃ—

আর অর্থ শুন, যাহা—অর্থের ভাণ্ডার ।
স্থূলে 'দুই' অর্থ, সূক্ষ্মে 'বত্রিশ' প্রকার ॥ ২৭৮ ॥

আত্মা-শব্দে কৃষ্ণের সকল অবতার ঃ—

'আত্মা'-শব্দে কহে,—সর্ব্ববিধ ভগবান্ ।
এক 'স্বয়ং ভগবান্', আর 'ভগবান্'-আখ্যান ॥ ২৭৯ ॥

স্থূলতঃ দ্বিবিধ ভক্ত (১) বিধিপূজক, (২) রাগযুক্ত ভক্ত ঃ—

তাঁতে রমে যেই, সেই সব—'আত্মারাম' ।
'বিধিভক্ত', 'রাগভক্ত',—দুইবিধ নাম ॥ ২৮০ ॥

উভয়ের প্রত্যেকে চতুর্ব্বিধ—(১) নিত্যসিদ্ধ, (২) সাধনসিদ্ধ এবং (৩) ও (৪) দ্বিবিধ সাধক ঃ—

দুইবিধ ভক্ত হয় চারি চারি প্রকার ।
পারিষদ, সাধনসিদ্ধ, সাধকগণ আর ॥ ২৮১ ॥

সর্ব্বশুদ্ধ অষ্টপ্রকার ঃ—

জাত-অজাত-রতিভেদে সাধক দুই ভেদ ।
বিধি-রাগ-মার্গে চারি চারি—অষ্ট ভেদ ॥ ২৮২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭২। হে দেবর্ষে, তুমিই ধন্য, তোমার কৃপায় নীচ লুব্ধক অর্থাৎ ব্যাধও উৎপুলক হইয়া কৃষ্ণে রতিলাভ করিয়াছে।

অনুভাষ্য

২৬৭। মধ্য, ২২শ পঃ ১৪৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৭২। হে দেবর্ষে (নারদ,) অহো, (বিস্ময়ে, ত্বং) ধন্যঃ অসি, যস্য (তব) কৃপয়া নীচঃ (নীচবৃত্তিঃ) লুব্ধকঃ (ব্যাধঃ) অপি উৎপুলকঃ (রোমাঞ্চিতদেহঃ সন্) অচ্যুতে (ভগবতি বিষ্ণৌ) রতিং লেভে (প্রাপ)।

২৭৬। এই দুই অর্থ মিলি'—পূর্ব্বকথিত ২৩ প্রকার অর্থ (২১৪ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য) এবং এক্ষণে এই ৩ প্রকার অর্থ, অর্থাৎ ২৬ প্রকার অর্থ হইল।

২৭৮। স্থূলে দুই—মোটামুটি সাধারণত দুই প্রকার—(১) বৈধভক্ত ও (২) রাগভক্ত।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৮১-২৮৫। পারিষদ অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ, জাত-রতিসাধক ও অজাতরতিসাধক—বৈধ ও রাগমার্গ-ভেদে চারি-

অনুভাষ্য

২৭৮। সূক্ষ্মে বত্রিশপ্রকার—সূক্ষ্মভাবে ভেদ গণনা করিতে গেলে বত্রিশপ্রকার অর্থ হয়। বৈধভক্ত—ষোলপ্রকার, যথা,—১। পারিষদ দাস, ২। পারিষদ সখা, ৩। পারিষদ পিত্রাদিগুরু, ৪। পারিষদ কান্তা, ৫। সাধনসিদ্ধ দাস, ৬। সাধনসিদ্ধ সখা, ৭। সাধনসিদ্ধ পিত্রাদি-গুরু, ৮। সাধনসিদ্ধ কান্তা, ৯। জাতরতি সাধক দাস, ১০। জাতরতি সাধক সখা, ১১। জাতরতি সাধক পিত্রাদি-গুরু, ১২। জাতরতি সাধক কান্তা, ১৩। অজাতরতি সাধক দাস, ১৪। অজাতরতি সাধক সখা, ১৫। অজাতরতি সাধক পিত্রাদি-গুরু, ১৬। অজাতরতি সাধক-কান্তা। রাগভক্তও ঐরূপ ষোল প্রকার ;—মোট বত্রিশপ্রকার আত্মারাম ভক্ত।

বৈধীভক্তিতে উক্ত চতুর্ব্বিধ ভক্তের প্রত্যেকে চতুর্ব্বিধ ভেদে, সর্ব্বশুদ্ধ ১৬ প্রকার ঃ—

বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ পারিষদ—'দাস'।
'সখা', 'গুরু', 'কান্তাগণ',—চারিবিধ প্রকাশ ॥ ২৮৩ ॥
সাধনসিদ্ধ—দাস, সখা, গুরু, কান্তাগণ।
জাতরতি সাধকভক্ত—চারিবিধ জন ॥ ২৮৪ ॥
অজাতরতি সাধকভক্ত,—এ চারি প্রকার।
বিধিমার্গে ভক্তে ষোড়শ ভেদ প্রচার ॥ ২৮৫ ॥

রাগময়ী-ভক্তিও বৈধী-ভক্তির ন্যায় ১৬ প্রকার ; অতএব আত্মারাম ৩২ প্রকার ঃ—

রাগমার্গে ঐছে ভক্তে ষোড়শ বিভেদ।
দুই মার্গে আত্মারামের বত্রিশ বিভেদ ॥ ২৮৬ ॥

ইঁহাদের সহিত মুনি, নির্গ্রন্থ, চ ও অপি যোজ্য ঃ—

'মুনি', 'নির্গ্রন্থ', 'চ', 'অপি',—চারি শব্দের অর্থ।
যাঁহা যেই লাগে, তাহা করিয়ে সমর্থ ॥ ২৮৭ ॥

এই পর্য্যন্ত ৫৮ প্রকার অর্থ ঃ—

বত্রিশে ছাব্বিশে মিলি' অষ্টপঞ্চাশ।
আর এক ভেদ শুন অর্থের প্রকাশ ॥ ২৮৮ ॥

চ-শব্দদ্বারা অর্থ ঃ—

ইতরেতর 'চ' দিয়া সমাস করিয়ে।
'আটান্ন'বার আত্মারাম নাম লইয়ে ॥ ২৮৯ ॥
'আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ' আটান্নবার।
শেষে সব লোপ করি' রাখি একবার ॥ ২৯০ ॥

বিশ্বপ্রকাশ, পাণিনি ও সিদ্ধান্ত-কৌমুদী—

স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ উক্তার্থানামপ্রয়োগ ইতি ॥২৯১

আটান্নবারে আত্মারাম, সব লোপ হয়।
এক আত্মারাম-শব্দে আটান্ন অর্থ হয় ॥ ২৯২ ॥

"স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ ॥"২৯৩

অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ কপিত্থবৃক্ষাশ্চ আম্রবৃক্ষাশ্চ বৃক্ষাঃ ॥২৯৪

"অস্মিন্ বনে বৃক্ষাঃ ফলন্তি" যৈছে হয়।
তৈছে সব আত্মারাম কৃষ্ণে ভক্তি করয় ॥ ২৯৫ ॥

'মুনয়শ্চ'-পদ গণনা করিয়া ৫৯ প্রকার অর্থ ঃ—

'আত্মারামাশ্চ' সমুচ্চয়ে কহিয়ে চ-কার।
'মুনয়শ্চ' ভক্তি করে,—এই অর্থ তার ॥ ২৯৬ ॥
'নির্গ্রন্থা এব' হঞা, 'অপি'—নির্দ্ধারণে।
এই 'উনষষ্টি' প্রকার অর্থ করিলুঁ ব্যাখ্যানে ॥ ২৯৭ ॥

আর একপ্রকার অর্থ ঃ—

সর্ব্বসমুচ্চয়ে আর এক অর্থ হয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নির্গ্রন্থাশ্চ' ভজয় ॥ ২৯৮ ॥
'অপি'-শব্দ—অবধারণে, সেই চারি বার।
চারিশব্দ-সঙ্গে 'এব' করিবে উচ্চার ॥ ২৯৯ ॥

মহাপ্রভুপাদোক্ত-ব্যাখ্যা—

"উরুক্রমে এব ভক্তিমেব অহৈতুকীমেব কুর্ব্বন্ত্যেব ॥" ৩০০ ॥

এই পর্য্যন্ত ৬০ প্রকার অর্থ ঃ—

এই ত' কহিলুঁ শ্লোকের 'ষষ্টি' সংখ্যক অর্থ।
এক অর্থ শুন আর প্রমাণে সমর্থ ॥ ৩০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

চারি প্রকার। নিত্যসিদ্ধ পারিষদগণ—দাস-সখা-গুরু-কান্তাভেদে পুনরায় চারিপ্রকার। সাধনসিদ্ধ, জাতরতি সাধক, অজাতরতি সাধক, ইহাদেরও প্রত্যেকের আবার ঐ চারি চারি প্রকার আছে।

অনুভাষ্য

২৭৯। আত্ম-শব্দদ্বারা সর্ব্ববিধ ভগবান্‌কে বুঝায় ; 'সর্ব্ব-বিধ'-অর্থে—সর্ব্ববিধ শুদ্ধভক্তের আরাধ্য অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ও অন্যান্য কৃষ্ণস্বরূপ ভগবান্‌গণ। 'এক' অর্থাৎ সর্ব্ববিধ প্রতীতিময় ভগবানেরও ভগবান্—একমাত্র পূর্ণতম স্বয়ং-ভগবান্ 'শ্রীকৃষ্ণ' ; জ্ঞানী ও যোগীর প্রাপ্যবস্তু ভগবৎপর্য্যায়ে গণিত হইলেও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নহেন,—ভগবৎপ্রতীতিমাত্র, এস্থলে একমাত্র স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনই ব্রজের রাগভক্তিমার্গে প্রাপ্য ; কৃষ্ণের অপর স্বরূপগণ, সকলেই ভগবন্নামে অভিহিত তদভিন্ন ভগবদ্বিগ্রহ হইলেও বৈধভক্তিমার্গে প্রাপ্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৯৪। 'বৃক্ষাঃ'-শব্দে অশ্বত্থবৃক্ষ, বটবৃক্ষ, কপিত্থবৃক্ষ, আম্রবৃক্ষ উক্ত হয় ; অতএব এইস্থলে উক্তার্থদিগের অপ্রয়োগ।

২৯৯। 'উরুক্রম', 'ভক্তি', 'অহৈতুকী' এবং 'কুর্ব্বন্তি'—এই চারিশব্দের সহিত 'এব' যোগ করিয়া আর একটী অর্থ করিব।

অনুভাষ্য

২৮৮। ভক্ত-পর্য্যায়ে বত্রিশ প্রকার (২৭৮ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য) এবং জ্ঞানী ও যোগীর পর্য্যায়ে ছাব্বিশপ্রকার (২৭৬ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য)—একত্রে আটান্নপ্রকার হইল।

২৯১। মধ্য, ২৪শ পঃ ১৪৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৯৬-২৯৭। আটান্নপ্রকার আত্মারাম এবং মুনিগণ নির্গ্রন্থ হইয়া কৃষ্ণভক্তি করেন,—ইহাই উনষষ্টিতম অর্থ।

২৯৯। সর্ব্ব সমুচ্চয় অর্থাৎ আত্মারাম, মুনি এবং নির্গ্রন্থগণ, সকলেই কৃষ্ণভজন করেন। অপি-শব্দের অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থ গ্রহণ করিয়া যাট্‌প্রকার অর্থ হইয়াছে।

অমৃতানুকণা—২৯৮-৩০০। 'চ'-শব্দে সর্ব্বসমুচ্চয়ে অপর এক অর্থ হইতেছে—'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নির্গ্রন্থাশ্চ' অর্থাৎ আত্মারামগণ, মুনিগণ এবং নির্গ্রন্থগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণভজন করেন। সেস্থলে যে অপি-শব্দ, তাহা 'এব'-রূপে অবধারণ-অর্থে (নিশ্চয়ার্থে) চারিশব্দের সহিত

সর্ব্বশেষে আর একপ্রকার অর্থ—আত্মা-শব্দে 'ক্ষেত্রজ্ঞা-শক্তিঃ—

'আত্মা'-শব্দে কহে—'ক্ষেত্রজ্ঞ জীব'-লক্ষণ।
ব্রহ্মাদি কীটপর্য্যন্ত—তাঁর শক্তিতে গণন ॥ ৩০২ ॥

বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ৩০৩ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞের পর্য্যায়-শব্দ ঃ—

অমর-কোষে স্বর্গবর্গে (৭)—

"ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ প্রধানং প্রকৃতিঃ স্ত্রিয়াম্ ॥" ৩০৪ ॥

সাধুসঙ্গফলে কৃষ্ণভক্তিলাভ ঃ—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।
সব ত্যজি' তবে তিঁহো কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ৩০৫ ॥
ষাটি অর্থ কহিলুঁ, সব—কৃষ্ণের ভজনে।
সেই অর্থ হয়, এই সব উদাহরণে ॥ ৩০৬ ॥

সর্ব্বসাকল্যে এই পর্য্যন্ত ৬১ প্রকার অর্থ ব্যাখ্যাত ঃ—

'একষষ্টি' অর্থ এবে স্ফুরিল তোমা-সঙ্গে।
তোমার ভক্তিবশে উঠে অর্থের তরঙ্গে ॥" ৩০৭ ॥

৬১ প্রকার অর্থ-শ্রবণে সনাতনের বিস্ময় ও প্রভুকে স্তুতি ঃ—

অর্থ শুনি' সনাতন বিস্মিত হঞা।
স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া ॥ ৩০৮ ॥

পুরুষরূপে প্রভুর নিশ্বাসত্যাগের সঙ্গে বেদপ্রকাশ ঃ—

"সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার নিশ্বাসে সর্ব্ববেদ-প্রবর্ত্তন ॥ ৩০৯ ॥

শেষাদি বিষ্ণুরূপে প্রভুরই ভাগবত-ব্যাখ্যা ও অভিজ্ঞতা ঃ—

তুমি বক্তা ভাগবতের, তুমি জান অর্থ।
তোমা বিনা অন্য জানিতে নাহিক সমর্থ ॥" ৩১০ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক ভাগবত-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ঃ—

প্রভু কহে,—"কেনে কর আমার স্তবন।
ভাগবতের স্বরূপ কেনে না কর বিচারণ?? ৩১১ ॥
কৃষ্ণ-তুল্য ভাগবত—বিভু, সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতি-শ্লোকে প্রতি-অক্ষরে নানা অর্থ কয় ॥ ৩১২ ॥

পূর্ব্বে শ্রীপরীক্ষিৎ ও শুকদেবের এবং তৎপর শৌনকাদি ও শ্রীসূতের প্রশ্নোত্তরে শ্রীভাগবত-প্রকাশ ঃ—

প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।
যাঁহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥ ৩১৩ ॥

প্রাচীনকৃত শ্লোকে শ্রীশিব-বাক্য—

অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া ॥ ৩১৪ ॥

কৃষ্ণের অপ্রকটে এই ভাগবতই গ্রন্থরূপী কৃষ্ণবিগ্রহ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১।১।২৩)—

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ ॥ ৩১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩০৪। ক্ষেত্রজ্ঞ-শব্দে—আত্মা, পুরুষ, প্রধান ও প্রকৃতিকে বুঝায়।

৩১৪। মহাদেব বলিলেন,—আমি জানি, শুক জানেন, ব্যাস জানেন বা নাও জানেন। ভক্তিদ্বারাই ভাগবত গ্রাহ্য হন, বুদ্ধি বা টীকাদ্বারা কখনই গ্রাহ্য হন না।

৩১৫। যোগেশ্বর ব্রহ্মণ্যদেব, ধর্ম্মবর্ম্মস্বরূপ কৃষ্ণ স্বীয় কাষ্ঠা (নিত্যধাম) লাভ করায় ধর্ম্ম সম্প্রতি কাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন, বল।

অনুভাষ্য

৩০৩। আদি, ৭ম পঃ ১১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩০৭। আত্মা-শব্দের 'জীব' অর্থ করিলে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া কীট পর্য্যন্ত সকলেই জীবশক্তি, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণ নির্গ্রন্থ মুনি হইয়া কৃষ্ণভজন করেন,—ইহাই একষষ্টিতম অর্থ।

৩১৪। অহং (শিবঃ) [ভাগবতং শাস্ত্রং] বেদ্মি (জানামি), শুকঃ (বৈয়াসকিঃ) বেত্তি (জানাতি), ব্যাসঃ বেত্তি বা ন বেত্তি (ইতি সন্দেহঃ); ভাগবতং (পারমহংসী-সংহিতাখ্যং শাস্ত্রং) ভক্ত্যা (বিষ্ণোঃ কীর্ত্তন-শ্রবণ-ধারা-পারম্পর্য্যেণ, বিষ্ণৌ শরণাগত্যাত্মক-হরিসেবনেন এব) গ্রাহ্যং, বুদ্ধ্যা ন, টীকয়া ন চ (ন তু তর্কেণে-ত্যর্থঃ—"যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ" ইতি, "নায়মাত্মা প্রবচনেন" ইতি, "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন" ইত্যাদি-শ্রুতিস্মৃতিবচনেভ্যশ্চ)।

৩১৫। নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ মহাভাগবত শ্রীসূত গোস্বামীর নিকট যে ছয়টী প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ষষ্ঠ প্রশ্ন এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীসূত ইহারই উত্তর প্রদান করিয়াছেন,—

[হে সূত,] যোগেশ্বরে (যোগিনঃ এব যোগাঃ তেষাম্ ঈশ্বরে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণে) ব্রহ্মণ্যে (ব্রাহ্মণ-রক্ষকে) ধর্ম্মবর্ম্মণি (সনাতন-ধর্ম্মস্য বর্ম্মণি কবচবদ্-গোপ্তরি) কৃষ্ণে স্বাং কাষ্ঠাং (দিশং স্বরূপং,

---

চারিবার প্রযুক্ত হইবে, যথা—(১) 'উরুক্রমে এব'—উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণেই, ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা অন্য ভগবৎস্বরূপে নহে, (২) 'ভক্তিম্ এব'—কেবল ভক্তিই, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি নহে, (৩) 'অহৈতুকীম্ এব'—অহৈতুকীই, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি স্বসুখবাসনাদি কোন হেতু-নিমিত্ত নহে ও (৪) 'কুর্ব্বন্তি এব'—পরস্মৈপদে 'কুর্ব্বন্তি' প্রয়োগ-হেতু (২৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) কৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যেই মাত্র ভক্তি করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।৪৩)—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥ ৩১৬ ॥

চৈতন্যানুসরণে শুদ্ধচিদ্ধর্ম্ম-স্ফুরণে অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবোন্মত্তের পক্ষেই ভাগবতার্থ-বোধে যোগ্যতা-নির্দ্দেশ ঃ—

এই মত কহিলুঁ এক শ্লোকের ব্যাখ্যান।
বাতুলের প্রলাপ করি' কে করে প্রমাণ?? ৩১৭ ॥
আমা-হেন যেবা কেহ 'বাতুল' হয়।
এই দৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানয় ॥" ৩১৮ ॥

প্রভুসমীপে সনাতনের 'বৈষ্ণবস্মৃতি'-সম্বন্ধে সদৈন্যে জিজ্ঞাসা ও শ্রীমুখের উপদেশ-শ্রবণেচ্ছা ঃ—

পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি' দুই করে।
"প্রভু, আজ্ঞা দিলা 'বৈষ্ণবস্মৃতি' করিবারে ॥ ৩১৯ ॥
মুঞি—নীচ-জাতি, কিছু না জানি বিচার।
মো-হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি-পরচার ॥ ৩২০ ॥
সূত্র করি' দিশা যদি করহ উপদেশ।
আপনে করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ ॥ ৩২১ ॥
তবে তার দিশা স্ফুরে মো-নীচের হৃদয়ে।
ঈশ্বর তুমি,—যে করাহ, সেই সিদ্ধ হয়ে ॥" ৩২২ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সনাতনকে বরদান ঃ—

প্রভু কহে,—"যে করিতে করিবা তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবে স্ফুরণ ॥ ৩২৩ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক বৈষ্ণবস্মৃতির সূত্রবর্ণন ও 'হরিভক্তিবিলাসে'র ভিত্তি-সংস্থাপন ঃ—

তথাপি এই সূত্রের শুন দিগ্‌দরশন।
সকারণ লিখি আদৌ গুরু-আশ্রয়ণ ॥ ৩২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১৬। ধর্ম্মজ্ঞানাদির সহিত কৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলে, নষ্ট-চক্ষু কলিহতজনের হিতার্থ এই পুরাণার্কই এখন উদিত হইয়াছেন।

৩২০। নীচজাতি—সনাতন কহিলেন, 'আমি ম্লেচ্ছ-সংসর্গে পতিত ব্রাহ্মণজাতি।'

অনুভাষ্য

নিজনিত্যধাম, অপ্রকটলীলামিত্যর্থঃ) উপেতে (প্রাপ্তে সতি), ধর্ম্মঃ (সনাতনঃ) অধুনা কং শরণম্ (আশ্রয়ং) গতঃ (প্রাপ্তঃ,—কমাশ্রিত্য সনাতনো ধর্ম্মঃ তিষ্ঠতি, তৎ) ব্রূহি (কথয়)।

৩১৬। [যদ্ যুষ্মাভিঃ পৃষ্টং—'ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ?' ইতি, তদিদমেব বুধ্যস্বেত্যাহ—] ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ (ষড়্‌ভিঃ ঐশ্বর্য্যৈঃ) সহ কৃষ্ণে স্বধাম উপগতে (প্রকটলীলাং সমাপ্য অপ্রকট-লীলাং প্রাপ্তে সতি) অধুনা (সম্প্রতি) কলৌ (কলিযুগে) নষ্টদৃশাং (সদ্ধর্ম্ম-বিষ্ণুভক্তিতত্ত্বজ্ঞানরহিতানাং হিতায়) এষঃ পুরাণার্কঃ (সূর্য্য ইব উদ্ধর্ম্মশার্ব্বরহরঃ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থঃ) উদিতঃ (আবি-র্ভূতঃ, প্রকটিতঃ ইত্যর্থঃ)।

৩১৯। বৈষ্ণবস্মৃতি—বৈষ্ণবের লৌকিক আচার-বিষয়ক ব্যবহার-শাস্ত্র 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'-গ্রন্থ।

৩২০। জাতি ত্রিবিধ—শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ। যদিও শ্রীসনাতন পবিত্র কর্ণাট ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তথাপি লৌকিক দৃষ্টিতে ম্লেচ্ছের দাস্যবৃত্তি—নীচজাতিত্বের নিদর্শনমাত্র। বর্ত্তমানকালে কেবল শৌক্রজন্মই 'জাতি' বলিয়া পরিচিত, বস্তুতঃ তাহা অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র।

৩২১। দিশা—প্রণালী।

৩২৪। পাঠান্তরে, 'সর্ব্বকারণ',—সকলের কারণস্বরূপ। গুরু-আশ্রয়ণ—আদি, ১ম পঃ ৩৫ সংখ্যা ও ৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রথম-বিলাসে—*"আদৌ সকারণং লেখ্যং শ্রীগুর্ব্বাশ্রয়ণং ততঃ। গুরুশিষ্যপরীক্ষাদির্ভগবান্ মনবোঽস্য চ ॥ মন্ত্রাধিকারী সিদ্ধ্যাদিশোধনং মন্ত্রসংস্ক্রিয়া। দীক্ষা নিত্যং ব্রাহ্মকালে শুভোত্থানং পবিত্রতা ॥ প্রাতঃস্মৃত্যাদি কৃষ্ণস্য বাদ্যাদ্যৈশ্চ প্রবোধনম্। নির্ম্মাল্যোত্তারণাদ্যাদৌ মঙ্গলারাত্রিকং ততঃ ॥ মৈত্রাদিকৃত্যং শৌচাচমনং দন্তস্য ধাবনম্। স্নানং তান্ত্রিক-সন্ধ্যাদি দেবসদ্মাদি-সংস্ক্রিয়া ॥ তুলস্যাদ্যাহৃতির্গেহস্নান-মুষ্ণোদকাদিকম্। বস্ত্রং পীঠং চোর্দ্ধপুণ্ড্রং শ্রীগোপীচন্দনাদিকম্ ॥ চক্রাদিমুদ্রা মালা চ গৃহসন্ধ্যার্চ্চনং গুরোঃ। মাহাত্ম্যঞ্চাথ কৃষ্ণস্য দ্বারবেশ্মান্তরার্চ্চনম্ ॥ পূজার্থাসনমর্ঘ্যাদিস্থাপনং বিঘ্নবারণম্। শ্রীগুর্ব্বাদিনতির্ভূতশুদ্ধিঃ প্রাণবিশোধনম্ ॥ ন্যাসা মুদ্রাপঞ্চকঞ্চ কৃষ্ণধ্যানান্তরর্চ্চনে। পূজাপদানি শ্রীমূর্ত্তিশালগ্রামশিলাস্তথা ॥ দ্বারকোদ্ভবচক্রাণি শুদ্ধয়ঃ পীঠপূজনম্। আবাহনাদি তন্মুদ্রা আসনাদিসমর্পণম্ ॥ স্নপনং শঙ্খ-ঘণ্টাদিবাদ্যং নামসহস্রকম্। পুরাণপাঠো বসনমুপবীতং বিভূষণম্ ॥ গন্ধঃ শ্রীতুলসীকাষ্ঠচন্দনং কুসুমানি চ। পত্রাণি তুলসী চাঙ্গোপাঙ্গাবরণপূজনম্ ॥ ধূপো দীপশ্চ নৈবেদ্যং পানং হোমো বলিক্রিয়া। অবগণ্ডুষাদ্যাস্যবাসো দিব্যগন্ধাদিকং পুনঃ। রাজোপচারা গীতাদি মহানীরাজনং তথা ॥ শঙ্খাদিবাদনং সাম্বুশঙ্খনীরাজনং স্তুতিঃ। নতিঃ প্রদক্ষিণা কর্ম্মাদ্যর্পণং জপযাচনে। আগঃক্ষমাপণং নানাগাংসি নির্ম্মাল্যধারণম্ ॥

** শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বর্ণিত বিষয়সমূহ ঃ—প্রথমে কারণসহিত শ্রীগুরুর আশ্রয়গ্রহণ, তদনন্তর গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, গুরুশিষ্য-পরীক্ষাদি, ভগবন্মন্ত্র-মাহাত্ম্য, মন্ত্রের অধিকারী, সিদ্ধ্যাদি-শোধন, মন্ত্রের সংস্কার, দীক্ষা, নিত্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শুভ উত্থান (অর্থাৎ কৃষ্ণকীর্ত্তন-সহকারে শয্যা*

গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, দোঁহার পরীক্ষণ।
সেব্য—ভগবান্, সর্ব্বমন্ত্র-বিচারণ ॥ ৩২৫ ॥

মন্ত্র-অধিকারী, মন্ত্র-সিদ্ধ্যাদি-শোধন।
দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতি-কৃত্য, শৌচ, আচমন ॥ ৩২৬ ॥

অনুভাষ্য

শঙ্খাম্বুতীর্থং তুলসীপূজা তন্মৃত্তিকাদি চ। ধাত্রী স্নান-নিষেধস্য কালো বৃত্তেরুপার্জ্জনম্ ॥ মধ্যাহ্নে বৈশ্ব-দেবাদিশ্রাদ্ধং চানর্প্য-মুচ্যতে। বিনার্চ্চামশনে দোষাস্তথানর্পিতভোজনে ॥ নৈবেদ্য-ভক্ষণং সন্তঃ সৎসঙ্গোঽসদসঙ্গতিঃ। অসদ্গতির্বৈষ্ণবোপহাস-নিন্দাদি-দুষ্ফলম্ ॥ সতাং ভক্তির্বিষ্ণুশাস্ত্রং শ্রীমদ্ভাগবতং তথা। লীলাকথা চ ভগবদ্ধর্ম্মাঃ সায়ং নিজ-ক্রিয়াঃ ॥ কর্ম্মপাতপরীহার-স্ত্রিকালার্চ্চা বিশেষতঃ। নক্তং কৃত্যান্যথো পূজা-ফলসিদ্ধ্যাদি-দর্শনম্ ॥ বিষ্ণ্বর্থদানং বিবিধোপচারা ন্যূনপূরণম্। শয়নং মহিমা-র্চ্চায়াঃ শ্রীমন্নাম্নস্তথাদ্ভুতঃ। নামাপরাধা ভক্তিশ্চ প্রেমাথাশ্রয়-ণাদয়ঃ। পক্ষেষ্বেকাদশী সাঙ্গা শ্রীদ্বাদশ্যষ্টকং মহৎ ॥ কৃত্যানি মার্গশীর্ষাদি-মাসেষু দ্বাদশস্বপি। পুরশ্চরণকৃত্যানি মন্ত্রসিদ্ধস্য লক্ষণম্ ॥ মূর্ত্ত্যাবির্ভাবনং মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা কৃষ্ণমন্দিরম্। জীর্ণোদ্ধৃতিঃ শ্রীতুলসীবিবাহোঽনন্যকর্ম্ম চ ॥"

অনুভাষ্য

৩২৫। গুরু-লক্ষণ,—(পাদ্মে)—"মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্। সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ।। মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। সহস্রশাখা-ধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ।।" ভাঃ ৭।১১।৩৫ শ্লোকোক্ত লক্ষণানুসারেই ব্রাহ্মণাদি 'বর্ণ' নির্দ্দিষ্ট হন। ঐ শ্লোকের শ্রীধর-স্বামি-পাদের টীকা,—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতি-মাত্রাদিত্যাহ—যস্যেতি। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।" মহাভারত-টীকায় নীলকণ্ঠ বলেন,—"শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেত্য ব্রাহ্মণ এব। ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।'* ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিলেই বা অনভিজ্ঞগণের দ্বারা তাদৃশ পরিচয় লাভ করিলেই যে, কোন ব্যক্তি গুরুপদের যোগ্য 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া বিবেচিত

হইতে উত্থান), নিত্য পবিত্রতা (অর্থাৎ হস্তপাদধৌত, দন্তধাবন এবং আচমনাদি-দ্বারা পবিত্র হওয়া), কৃষ্ণবিষয়ক প্রাতঃ স্মরণ-কীর্ত্তন-বিজ্ঞপ্তিপাঠ-প্রণামাদি, বাদ্যাদি-সহকারে প্রবোধন (ভগবান্‌কে জাগরণ), নির্ম্মাল্য-অপসারণ, তৎপশ্চাৎ মঙ্গলারাত্রিক, অনন্তর পুরীষত্যাগাদি কার্য্য, শৌচ, আচমন, দন্তধাবন, তান্ত্রিক সন্ধ্যাদি, দেবমন্দিরাদির সংস্কার, তুলসী প্রভৃতি আহরণ, নিজালয়ে স্নান, উষ্ণোদকাদিতে স্নান, বস্ত্র-পরিধান, আসন, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, শ্রীগোপীচন্দনাদি, চক্রাদি-মুদ্রা, মালিকা, গৃহসন্ধ্যা, গুরুপূজা ও গুরুমাহাত্ম্য, অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের দ্বার ও গৃহমধ্যের পূজা, পূজার জন্য আসন, অর্ঘ্যপাত্রাদির স্থাপন, বিঘ্ননিরাকরণ, শ্রীগুর্ব্বাদি প্রণাম, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ন্যাস, মুদ্রাপঞ্চক, কৃষ্ণধ্যান, তদনন্তর অন্তর্যাগ, পূজার স্থান, শ্রীমূর্ত্তি ও শালগ্রাম-শিলার লক্ষণ, দ্বারকা-উদ্ভূত চক্রসমূহ, শ্রীমূর্ত্তি-ক্ষালনাদি শুদ্ধিসমূহ, পীঠ-পূজা, আবাহন-সংস্থাপন-সন্নিধাপন প্রভৃতি ও তত্তৎ মুদ্রা, আসনাদি-সমর্পণ, স্নপন, তৎকালে শঙ্খ-ঘণ্টাদি বাদ্য, সহস্রনাম, পুরাণপাঠ, বস্ত্র, উপবীত,অলঙ্কার, গন্ধ, তুলসীকাষ্ঠ-চন্দন, পুষ্প, বিল্বপত্রাদি, তুলসী, অঙ্গ-উপাঙ্গ-আবরণপূজা, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পান, হোম, বলিক্রিয়া (বিষ্বক্‌সেনাদি ভক্তবৃন্দকে ভগবানের উচ্ছিষ্টাংশ প্রদান), গণ্ডূষনিমিত্ত জল, লবঙ্গ-তাম্বূলাদি মুখবাস, পুনর্ব্বার দিব্যগন্ধ দ্রব্যাদি, ছত্র-চামরাদি রাজোপকরণ, গীতাদি, মহানীরাজন, শঙ্খাদি বাদ্য, সজলশঙ্খদ্বারা নীরাজন, স্তুতি, প্রণাম, প্রদক্ষিণ, কর্ম্মাদি-অর্পণ, জপ, প্রার্থনা, অপরাধ-ক্ষমাপণ, নানাপ্রকার অপরাধ, নির্ম্মাল্যধারণ, ভগবন্নীরাজিত শঙ্খজল, তীর্থ (চরণোদক), তুলসীকাননে ভগবান্ ও তুলসীর পূজা, তুলসী-মৃত্তিকা-কাষ্ঠ প্রভৃতি, আমলকী-মাহাত্ম্য, স্নানের নিষেধকাল, জীবিকা-উপার্জ্জন, মধ্যাহ্নে বৈশ্যদেবতাদি-শ্রাদ্ধ, ভগবানে যে-সব দ্রব্য অর্পণযোগ্য নহে, ভগবৎ-পূজা ব্যতীত ভোজনে তথা অনিবেদিত বস্তুভোজনে দোষসমূহ, নৈবেদ্যভক্ষণ, ভগবদ্ভক্তগণ, সাধুসঙ্গ, অসাধুসঙ্গবর্জ্জন, অসদ্গণের গতি, বৈষ্ণবকে উপহাস-নিন্দাদির দুষ্ফল, সাধুগণের সম্মান, বিষ্ণুশাস্ত্র, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবল্লীলাকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি, ভগবদ্ধর্ম্মসমূহ, সন্ধ্যা-উপাসনাদি নিজকৃত্য,বৈষ্ণবগণের কর্ম্মপাতের দোষনিরাকরণ-সিদ্ধান্ত, বিশেষতঃ কালত্রয়ে অর্চ্চনের বিধান-বিশেষ, রাত্রিকৃত্য (অর্থাৎ গীতবাদ্যাদিপূর্ব্বক ভগবানের শয়নোপচার-রচনা), পূজাফলের সিদ্ধি প্রভৃতি, পূজা বা শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন, বিষ্ণুপ্রীতির জন্য দান, বিবিধ পূজোপচার, দ্রব্যের অভাবে পূজাসমাধান, নিজ শয়নের বিধি, শ্রীভগবৎপূজার তথা শ্রীনামের মহিমা, নামাপরাধসমূহ, ভক্তির মাহাত্ম্য, প্রেমসম্পত্তি-লক্ষণ, আশ্রয়ণ (শরণাগতি), পক্ষসমূহে অঙ্গসহ শ্রীএকাদশী-ব্রতোপবাস, অষ্ট মহাদ্বাদশী, অগ্রহায়ণাদি দ্বাদশ মাসে কৃত্যসমূহ, পুরশ্চরণ-কৃত্য, মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ, শ্রীভগবন্মূর্ত্তির শিল্পাদিদ্বারা নিষ্পাদন, শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা, কৃষ্ণমন্দির, জীর্ণমন্দিরাদি-উদ্ধার, শ্রীতুলসীবিবাহ এবং একান্তি-ভক্তগণের কৃত্য।

** গুরুলক্ষণ—"মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই সকল মনুষ্যের গুরু, তিনি সকল লোকের মধ্যে শ্রীহরি তুল্যই পূজনীয়। মহাকুলে উৎপন্ন হইলেও, সমস্ত যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেও এবং সহস্রশাখা অধ্যয়ন করিলেও অবৈষ্ণব হইলে তিনি 'গুরু'-পদবাচ্য নহেন" (পদ্মপুরাণ)। "শমাদি গুণদ্বারাই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-ব্যবহার মুখ্য—কেবল জাতিদ্বারা নহে, ইহাই 'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং' শ্লোকে বলা হইয়াছে। যদি অন্যত্র অর্থাৎ অন্য বর্ণেও শমাদি-গুণ দৃষ্ট হয়, তবে সেই বর্ণান্তর সেই বর্ণলক্ষণ-নিমিত্তদ্বারাই বিনির্দ্দেশ করিতে হইবে—কিন্তু জাতি-নিমিত্তদ্বারা নহে" (ভাঃ৭।১১।৩৫ শ্লোকের শ্রীধরস্বামি-কৃত টীকা)। শূদ্রকুলোদ্ভূত-ব্যক্তি শমাদি-গুণভূষিত হইলে তিনি নিশ্চয়ই 'ব্রাহ্মণ' এবং ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত-জন কামাদিবিশিষ্ট হইলে তিনি অবশ্যই 'শূদ্র' (মহাভারত-টীকায় শ্রীনীলকণ্ঠ)।*

অনুভাষ্য

হইবেন, এরূপ নহে। শ্রীঠাকুর নরোত্তম, শ্যামানন্দ প্রভৃতি সদ্ব্রাহ্মণ-গুরুগণ আপনারা প্রকৃতপ্রস্তাবে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই শ্রীগঙ্গা-নারায়ণ, রামকৃষ্ণাদি শৌক্র ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে গুরুপদের যোগ্য বিশুদ্ধ 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া নিরূপণ করিয়াছিলেন। 'মহা-ভাগবত' বলিলে তাপ, পুণ্ড্র, বিষ্ণুদাস্যপর নাম, মন্ত্র ও উপাসনা-বিশিষ্ট পঞ্চসংস্কারসম্পন্ন, অর্চ্চন, মন্ত্রপঠন, যোগ, যাগ, বন্দন, নাম-সঙ্কীর্ত্তন, সেবা, চিহ্নদ্বারা গাত্রাঙ্কন, বৈষ্ণবারাধনসম্পন্ন,—এই নবেজ্যা কর্ম্মকারক এবং উপাস্য ভগবান্, তৎপরমপদ, তদ্দ্রব্য, তন্মন্ত্র ও জীবাত্মা—এই অর্থ-পঞ্চকজ্ঞ অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বার্থবিদ্ ব্রাহ্মণকেই জানিতে হইবে। "তাপাদি-পঞ্চসংস্কারী নবেজ্যা-কর্ম্মকারকঃ। অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ।।" এইরূপ মহাভাগবতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া যিনি মানবগণের মধ্যে হরিতুল্য পূজনীয় হন, তিনি 'গুরু'-পদলাভের যোগ্য। আবার মহাকুলজন্মা, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তি এবং বেদের সহস্রশাখাধ্যয়নে পারঙ্গত ব্যক্তিও 'অবৈষ্ণব' হইলে কখনও 'গুরু' হইতে পারেন না। যেখানে বৈষ্ণবতা হইতে ব্রাহ্মণতা—'ভিন্ন' অর্থাৎ যেখানে ব্রাহ্মণ—বৈষ্ণবের আনুগত্য-বিহীন, সেখানে তাদৃশ ব্রাহ্মণের গুরুযোগ্য ব্রহ্মণ্য নাই ; আবার যেখানে বৈষ্ণবতা আছে, তথায় লৌকিকদৃষ্টিতে শৌক্র-বর্ণান্তর দৃষ্ট হইলেও যথার্থ শুদ্ধব্রাহ্মণতার অভাব নাই। আচার্য্যকৃত্য অধ্যাপন প্রভৃতি আচার অপর বর্ণের সম্ভাবনা না থাকায় গুরু-পদের যোগ্যতায় ব্রাহ্মণতা—স্বতঃসিদ্ধ। বৈষ্ণবমাত্রেই জগতের গুরু, সুতরাং তাঁহাদের ব্রাহ্মণাচার ও ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান। বাহিরে নিজ-দৈন্য জ্ঞাপন করিতে গিয়া অনেকে লৌকিক-দৃষ্টিযোগ্য ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করেন নাই, তাহাতে বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণতার কোনদিনই অভাব হয় না।

শিষ্যলক্ষণ—"অমান্যমৎসরদক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ। অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্।।"* প্রাকৃত অভিমান-বশবর্ত্তী না হইয়া যিনি কামক্রোধলোভমোহমদ-মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্ব-বিচার গ্রহণে নিপুণ এবং প্রাকৃত বস্তুতে 'আমি' ও 'আমার'-বুদ্ধিশূন্য এবং অপ্রাকৃত গুরুপাদ-পদ্মে অবিনাশী প্রণয়যুক্ত, ধৈর্য্যশীলতাক্রমে অচঞ্চল, পরমার্থ-জিজ্ঞাসাপর, গুণসমূহে দোষ দিতে যিনি প্রস্তুত নহেন এবং অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-সম্বন্ধিনী বৃথা কথায় প্রমত্ত না হইয়া হরিকথায় স্থিরবুদ্ধি, তিনিই 'শিষ্য' হইবার যোগ্য।

দোঁহার পরীক্ষণ—যে অপ্রাকৃতবস্তু শিষ্যের আবশ্যক, তাহার

অনুভাষ্য

ভিক্ষু অর্থাৎ প্রার্থী হইয়া যখন তিনি গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে গমন করেন, তখন সেই বস্তু কোন গুরুযোগ্যজনে আছে কিনা এবং কি পরিমাণে আছে, তাহা শিষ্যের একবর্ষকাল দেখা উচিত। শিষ্যের অপ্রাকৃত উপলব্ধির যোগ্যতা কিরূপ, তাহা গুরুও বিশেষরূপে দেখিবেন ; কেননা, বিষয়ী শিষ্যের সঙ্গক্রমে গুরু-ব্রুবের লঘুত্ব অবশ্যম্ভাবী। গুরুব্রুব যদি শিষ্যকে 'যোষা' বা 'ভোগ্য' বুদ্ধি করিয়া প্রাকৃত অর্থগ্রহণাদিদ্বারা তাহার সহিত অনিত্য প্রাকৃত স্বার্থমূলক সম্বন্ধ স্থাপন করেন, তাহা হইলে তিনি লৌকিক স্মার্ত্তগণের ন্যায় পরমার্থ হইতে চ্যুত হইবেন। এইরূপ গুর্ব্বভিমানী ব্যক্তিগণকে 'বঞ্চক' এবং শিষ্যগুলিকে 'বঞ্চিত' বলা হয়। ইহারা পরমার্থ-ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইয়া আপনাদিগকে আচার্য্য-সম্প্রদায়াশ্রিত গোস্বামিমতে স্থিত বলিয়া অভিমান করিলেও উহারা প্রাকৃত বাউল ও সহজিয়া-দলেরই শাখাবিশেষে পরিণত।

সেব্য ভগবান্—ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র সেব্য ; বিষ্ণু-ব্যতীত অন্য কোন দেবতার উপাসনার আবশ্যকতা নাই। "বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে। স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ।।" "যেঽপন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।।" "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মারুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্-ধ্রুবম্।" বিশুদ্ধসত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হইলে নির্গুণ জীব মুক্ত হইয়াও ভগবানের উপাসনা করেন। সত্ত্বগুণে রজোগুণ সংযুক্ত হইলে জীব 'সূর্য্যে'র, সত্ত্বগণে তমোগুণ মিলিত হইলে 'গণপতি'র, রজোগুণে তমোগুণ মিলিত হইলে জীব 'মায়াশক্তি'র, শুধু তমোগুণে উপাসনা করিলে 'শিবে'র এবং রজোগুণ প্রবল হইলে জীব পঞ্চ-উপাস্যের সকলগুলিকেই ভজন করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে গুণের হস্ত হইতে মুক্ত হইলে ভগবান্ বিষ্ণুই যে একমাত্র নিত্য-সেব্য, তাহা বুঝিতে পারেন।

সর্ব্বমন্ত্রবিচারণ—দ্বাদশাক্ষর, অষ্টদশাক্ষর, নারসিংহ, রাম, গোপাল প্রভৃতি মন্ত্রের শক্তিতারতম্য-বিচার। ✣

৩২৬। মন্ত্র-অধিকারী—"তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি। সাধ্বীনামধিকারোঽস্তি শূদ্রাদীনাঞ্চ সদ্ধিয়াম্।।" পাঞ্চরাত্রিকী মন্ত্র-দীক্ষায় সাধ্বী স্ত্রী ও সদ্বুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষগণের ন্যায় স্ত্রী ও শূদ্রগণেরও অধিকার আছে। বৈদিকী-দীক্ষায় স্বাধ্যায়-নিরত ব্রাহ্মণেরই অধিকার এবং অযোগ্য শূদ্র বা স্ত্রীগণের বৈদিকী-দীক্ষায় অধিকার নাই। যোগ্যতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই ভাগবত-

* *শিষ্যলক্ষণ—শিষ্য অমানী, মাৎসর্য্যরহিত, অলসতাশূন্য, স্ত্রীপুত্রাদিতে মমতাহীন, গুরু-বৈষ্ণবে সৌহার্দ্যযুক্ত, শান্ত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অসূয়া-রহিত ও বৃথাবাক্যশূন্য হইবেন। (ভাঃ ১১।১০।৬)।*

✣ *সর্ব্বমন্ত্রবিচারণ—শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ১ম বিলাস ১২১-১৯৩ দ্রষ্টব্য।*

অনুভাষ্য

বৈদিক অধিকার এবং যোগ্যতাপ্রাপ্ত্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরই পাঞ্চরাত্রিক তান্ত্রিকাধিকার,—উভয় মার্গেরই ফল 'এক'।

সিদ্ধ্যাদি—"সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধারি ক্রমাজ্জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ।" (১) সিদ্ধ, (২) সাধ্য, (৩) সুসিদ্ধ, (৪) অরি—(১) সিদ্ধ-সিদ্ধ, (২) সিদ্ধ-সাধ্য, (৩) সিদ্ধ-সুসিদ্ধ, (৪) সিদ্ধঅরি ; (৫) সাধ্য-সিদ্ধ, (৬) সাধ্য-সাধ্য, (৭) সাধ্য-সুসিদ্ধ, (৮) সাধ্য-অরি ; (৯) সুসিদ্ধ-সিদ্ধ, (১০) সুসিদ্ধ-সাধ্য, (১১) সুসিদ্ধ-সুসিদ্ধ, (১২) সুসিদ্ধ-অরি ; (১৩) অরিসিদ্ধ, (১৪) অরি-সাধ্য, (১৫) অরি-সুসিদ্ধ, (১৬) অরি-অরি। অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রে সিদ্ধ্যাদি প্রাকৃত-বিচার নাই। "ন চাত্র শাত্রবা দোষা নর্ণস্বাদিবিচারণা। ঋক্ষরাশি-বিচারো বা ন কর্ত্তব্যো মনৌ প্রিয়ে।। নাত্র চিন্ত্যোঽরিশুদ্ধ্যাদির্নারি-মিত্রাদিলক্ষণম্। সিদ্ধ-সাধ্যসুসিদ্ধারিরূপা নাত্র বিচারণা।।" ✱

শোধন—"জননং জীবনঞ্চেতি তাড়নং রোধনং তথা। অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ।। তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ। ✱✱ বলিত্বাৎ কৃষ্ণমন্ত্রাণাং সংস্কারাপেক্ষণং ন হি।।" ✤

দীক্ষা—মধ্য, ১৫শ পঃ ১০৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিতব্যক্তি 'ব্রাহ্মণতা' লাভ করেন, "যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।।" দীক্ষাকাল,—(তত্ত্বসাগরে)—'দুর্ল্লভে সদ্গুরূণাঞ্চ সকৃৎসঙ্গ উপস্থিতে। তদনুজ্ঞা যদা লব্ধা স দীক্ষাবসরো মহান্।। গ্রামে বা যদি বারণ্যে ক্ষেত্রে বা দিবসে নিশি। আগচ্ছতি গুরুর্দৈবাদ্ যথা দীক্ষা তদাজ্ঞয়া।। যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ। ন তীর্থং ন ব্রতং হোমো ন স্নানং ন জপক্রিয়া। দীক্ষায়াঃ করণং কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রাপ্তে তু সদ্গুরৌ।।" ●

প্রাতঃস্মৃতি—'ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থায় কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্। ✱✱ স্তুত্বা চ কীর্ত্তয়ন্ কৃষ্ণং স্মরংশ্চৈতদুদীরয়েৎ।।—"জয়তি জননিবাসঃ"—ইত্যাদি (ভাঃ১০।৯০।৪৮)।'স্মৃতে সকলকল্যাণ-ভাজনং যত্র জায়তে। পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্।।' "উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনম্" ইত্যাদি (ভাঃ ১০।৪৬।৪৬)। "স্মর্ত্তব্য সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ।।"✱—(পাদ্মে বৃহৎসহস্রনাম-স্তোত্রে)।

প্রাতঃকৃত্য—মৈত্রাদিকৃত্য,—"ততঃ কল্যে সমুত্থায় কুর্য্যা-মৈত্রং নরেশ্বর। ✱✱ দূরাদাবসথান্মূত্রং পুরীষঞ্চ সমুৎসৃজেৎ।।"❖

শৌচ—"গুহ্যে দদ্যান্মৃদং চৈকাং পায়ৌ পঞ্চাম্বু সান্তরাঃ। দশ বামকরে চাপি সপ্তপাণিদ্বয়ে মৃদঃ।। একৈকাং পদয়োর্দদ্যাৎ তিস্রঃ পাণ্যোর্মৃদঃ স্মৃতাঃ। ইত্থং শৌচং গৃহী কুর্য্যাদ্-গন্ধ-লেপক্ষয়াবধি।।" ✦

আচমন—'অচ্ছেনাগন্ধফেনেন জলেনাবুদ্বুদেন চ। আচামেত মৃদং ভূয়স্তথা দদ্যাৎ সমাহিতঃ।। নিষ্পাদিতাঙ্ঘ্রিশৌচস্তু পাদাবভ্যুক্ষ্য বৈ পুনঃ। ত্রি পিবেৎ সলিলং তেন তথা দ্বিঃ পরিমার্জ্জয়েৎ।।" ✳

✱ *প্রিয়ে! অষ্টাদশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে সিদ্ধাদি-শোধন-বর্ণিত অরিজনিত দোষসকল নাই, ঋণ-ধন-বিচারের আবশ্যকতা নাই, নক্ষত্র-রাশিরও বিচার কর্ত্তব্য নহে (ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে শ্রীশিববাক্য)। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে অরিশুদ্ধি প্রভৃতির চিন্তা নাই, অরি-মিত্রাদি-লক্ষণ দেখিবার প্রয়োজন নাই—ইহাতে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরিবিচার আবশ্যক নহে। (বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্র)*

✤ *মন্ত্রশোধন—জনন, জীবন, তাড়ন, রোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গোপন—এই দশবিধ মন্ত্রসংস্কার। ✱✱ কৃষ্ণমন্ত্রসমূহ বলবান্ বলিয়া উক্ত দশবিধ সংস্কারের অপেক্ষা করেন না।*

● *দীক্ষা—রসবিধানের দ্বারা যেমন কাংস্য-ধাতু স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দীক্ষাবিধানদ্বারা নরগণের দ্বিজত্ব উৎপন্ন হয়। দীক্ষাকাল—সদ্গুরুর দুর্ল্লভ সঙ্গ একবার মাত্র উপস্থিত হইলে, যখনই তাঁহার অনুজ্ঞা লাভ হয়, তখনই দীক্ষার প্রশস্তকাল। গ্রামে, অরণ্যে বা ক্ষেত্রে, দিবসে বা রাত্রিতে গুরুদেব যখন দৈবাৎ আগমন করেন তখনই তাঁহার আজ্ঞায় দীক্ষা গ্রহণীয়। যখন গুরুর ইচ্ছা হইবে, তখন তাঁহার আজ্ঞানুসারে দীক্ষা হইতে পারে। সদ্গুরু নিজ ইচ্ছাযুক্ত হইলে কিন্তু তীর্থ, ব্রত, হোম, স্নান, জপক্রিয়া কিছুই দীক্ষার কারণ হয় না।*

✱ *প্রাতঃস্মৃতি—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিয়া ✱✱ গুরুপাদপদ্ম ধ্যান ও স্তব করত কৃষ্ণকীর্ত্তন ও স্মরণপূর্ব্বক এই শ্লোক পাঠ করিবে—'জয়তি জননিবাসঃ' (ভাঃ ১০।৯০।৪৮) ইত্যাদি। 'যাঁহাকে স্মরণ করিলে সকলপ্রকার কল্যাণভাজন হওয়া যায়, সেই অজ সনাতন পুরুষ শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করি।' 'শ্রীবিষ্ণুকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে হইবে—কখনও বিস্মরণ করা যাইবে না ; সমস্ত 'বিধি' ও 'নিষেধ' এই দুইটী কথার অনুগত।'*

❖ *প্রাতঃকৃত্য—অতঃপর হে রাজন্! ঊষাকালে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহ হইতে দূরে গিয়া মূত্র-পুরীষ পরিত্যাগ করিবে।*

✦ *শৌচ—শিশ্নে একবার, মলদ্বারে পাঁচবার, বামহস্তে দশবার, দুইহস্তে সপ্তবার, দুইপদে একবার এবং পুনরায় দুইহস্তে তিনবার, এইরূপে মধ্যে মধ্যে জলসহিত মৃত্তিকা দিতে হইবে। যে-পর্য্যন্ত গন্ধলেশ দূরীভূত না হয়, সে-পর্য্যন্ত গৃহস্থ ব্যক্তি এই শৌচ করিবেন। (গৃহস্থের অপেক্ষা ব্রহ্মচারী দ্বিগুণ, বানপ্রস্থ তিনগুণ ও ভিক্ষু চতুর্গুণ শৌচাচরণ করিবেন।*

✳ *আচমন—স্বচ্ছ, গন্ধরহিত, ফেনহীন, বুদ্বুদশূন্য জলদ্বারা আচমন করিতে হইবে। পুনর্ব্বার সাবধান হইয়া চরণে মৃত্তিকা দিতে হইবে। পাদশৌচ সমাপনান্তে পুনর্ব্বার পদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া তিনবার জলপান (আচমন) করিতে হইবে এবং ঐ জলদ্বারাই দুইবার মুখ ধৌত করিতে হইবে।*

দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাদি-বন্দন ।
গুরুসেবা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রচক্রাদি-ধারণ ॥ ৩২৭ ॥

অনুভাষ্য

৩২৭। দন্তধাবন—"অথো মুখবিশুদ্ধ্যর্থং গৃহ্নীয়াৎ দন্তধাবনম্। আচান্তোঽপ্যশুচির্যস্মাদকৃত্বা দন্তধাবনম্।। দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যস্তু মামুপসর্পতি। সর্ব্বকালকৃতং কর্ম্ম তেন চৈকেন নশ্যতি।।" ❋

স্নান—"প্রাতর্মধ্যাহ্নয়োঃ স্নানং বানপ্রস্থগৃহস্থয়োঃ। যতেস্ত্রিসবনং স্নানং সকৃত্তু ব্রহ্মচারিণঃ।। সর্ব্বে চাপি সকৃৎ কুর্য্যুরশক্তৌ চোদকং বিনা।।" ✚

সন্ধ্যাবন্দন—সন্ধ্যা দ্বিবিধা—বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। বৈদিকী সন্ধ্যা—"ধ্যাত্বার্কমণ্ডলগতাং সাবিত্রীং তাং জপেদ্বুধঃ। প্রাঙ্মুখঃ সততং বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনমাচরেৎ।। বিহায় সন্ধ্যা-প্রণতিং স যাতি নরকাযুতম্।।" ● 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম" ইত্যাচমনম্। প্রোক্ষণানন্তরং সন্ধামুপাসয়েৎ। গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা আপোমার্জ্জনম্—'ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ। ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুদ্ধন্তু মৈনসঃ। ওঁ আপো হিষ্ঠাময়ো ভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গামাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তররীক্ষমথো স্বঃ।"

গোপীচন্দন-মালা-ধৃতি, তুলসী-আহরণ ।
বস্ত্র-পীঠ-গৃহ-সংস্কার, কৃষ্ণ-প্রবোধন ॥ ৩২৮ ॥

অনুভাষ্য

তান্ত্রিকী সন্ধ্যা—"মূলমন্ত্রমথোচ্চার্য্য ধ্যায়ন্ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কজে। শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামীতি ত্রিঃ সম্যক্ তর্পয়েৎ কৃতী।। ধ্যানোদ্দিষ্টস্বরূপায় সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিনে। কৃষ্ণায় কামগায়ত্র্যা দদ্যাদর্ঘ্যমনন্তরম্।।" ❋

গুরুসেবা—"প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্। কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ।। গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমগ্রতঃ। স দুর্গতিমবাপ্নোতি পূজনং তস্য নিষ্ফলম্।। নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন চ। তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা।। গুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমম্। তস্মাদ্ধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মঃ পবিত্রং নৈব বিদ্যতে।।" ✫

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণ—"মদ্ভক্তো ধারয়েন্নিত্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রং ভয়াপহম্। ✱✱ যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্। দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশানসদৃশং ভবেৎ।। বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণানাং ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধীয়তে। ✱✱ নাসাদিকেশপর্য্যন্তমূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনম্। মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরম্।। মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ।।" ✪ মধ্য ২০পঃ ২০২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

চক্রাদি (মুদ্রা)-ধারণ—"চক্রঞ্চ দক্ষিণে বাহৌ শঙ্খং বামেঽপি দক্ষিণে। গদাং বামে গদাধস্তাৎ পুনশ্চক্রঞ্চ ধারয়েৎ।। শঙ্খোপরি তথা পদ্মং পুনঃ পদ্মঞ্চ দক্ষিণে। খড়্গং বক্ষসি চাপঞ্চ সশরং শীর্ষ্ণি ধারয়েৎ।। ইতি পঞ্চায়ুধান্যাদৌ ধারয়েদ্বৈষ্ণবো জনঃ। শ্রীগোপীচন্দনেনৈবং চক্রাদীনি বুধোঽন্বহম্। ধারয়েচ্ছয়নাদৌ তু তপ্তানি

❋ দন্তধাবন—অতঃপর মুখশোধনের জন্য দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিবে, যেহেতু দন্তধাবন না করিয়া আচমন করিলেও মানব অশুচি থাকে। দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ না করিয়া যে-ব্যক্তি আমাকে আরাধনা করে, সে ঐ এক কর্ম্মদ্বারাই সর্ব্বকালকৃত কর্ম্ম ধ্বংস করে।

✚ স্নান—বানপ্রস্থ ও গৃহস্থের প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নসময়ে স্নান, যতির ত্রি-সন্ধ্যায় স্নান এবং ব্রহ্মচারীর একবার মাত্র স্নান কর্ত্তব্য। অসমর্থ হইলে সকলের পক্ষে একবার মাত্র স্নান করিতে হইবে এবং তাহাতেও অসমর্থ হইলে জল ব্যতীত মন্ত্রস্নানাদি করণীয়।

● সন্ধ্যাবন্দনা—পণ্ডিতব্যক্তি সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিনী গায়ত্রীকে ধ্যান করিয়া তাঁহার জপ করিবেন ; ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা পূর্ব্বমুখ হইয়া সন্ধ্যা-উপাসনা করিবেন। সন্ধ্যাবন্দনা বর্জ্জন করিয়া তিনি অযুত সংখ্যক নরকে গমন করেন।

❋ তান্ত্রিকীসন্ধ্যা—অতঃপর কৃতীব্যক্তি মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করত 'শ্রীকৃষ্ণের তর্পণ করিতেছি'—এই বলিয়া বারত্রয় সম্যক্‌রূপে তর্পণ করিবেন। তৎপরে ধ্যানে যে-স্বরূপ উদ্দিষ্ট হইয়াছেন, সূর্য্যমণ্ডলস্থ সেই শ্রীকৃষ্ণকে কামগায়ত্রী উচ্চারণ করত অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।

✫ গুরুসেবা—প্রথমে গুরুদেবের পূজা করিয়া তৎপরে আমার পূজা করিলে সিদ্ধি লাভ হয়, অন্যথা তাহা নিষ্ফল হয়। শ্রীগুরুদেব নিকটে থাকিতে যে ব্যক্তি তাঁহার অগ্রে অন্যের পূজা করে, তাহার দুর্গতি ঘটে এবং তাহার পূজাও নিষ্ফল হয়। সর্ব্বভূতাত্মা আমি গুরুসেবাদ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হই,—ইজ্যা, প্রজাতি, তপস্যা এবং উপশমদ্বারাও তথা গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও যতিধর্ম্মদ্বারাও তদ্রূপ তুষ্ট হই না। গুরুসেবাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ধর্ম্ম, ঐ ধর্ম্ম হইতে উত্তম অথবা পবিত্র ধর্ম্ম আর নাই।

✪ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণ—আমার ভক্ত ভয়নাশন ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নিত্য ধারণ করিবেন। মানবগণের যে-দেহ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-শূন্য, তাহা শ্মশান-তুল্য বলিয়া দর্শনযোগ্য নহে। বৈষ্ণবগণ ও ব্রাহ্মণগণের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য। নাসিকা হইতে কেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সুশোভন ও মধ্যে ছিদ্রসংযুক্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র হরিমন্দির বলিয়া জানিতে হইবে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যে শ্রীহরি অধিষ্ঠিত থাকেন, সেহেতু মধ্যভাগে লেপন করিবে না।

অনুভাষ্য

কিল তানি হি।। শঙ্খচক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদি-রহিতং ব্রাহ্মণাধমম্। গর্দ্দভস্ত সমারোপ্যং রাজা রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েৎ।।" ⁕

৩২৮। গোপীচন্দনধারণ—"যস্যান্তকালে খগ গোপীচন্দনং বাহ্বোর্ললাটে হৃদি মস্তকে চ। প্রযাতি লোকং কমলালয়ং প্রভোর্গোবালঘাতী যদি ব্রহ্মহা ভবেৎ।।" "দূতাঃ শৃণুত যদ্ভালং গোপীচন্দনলাঞ্ছিতম্। জ্বলাদিন্ধনবৎ সোঽপি ত্যাজ্যো দূরে প্রযত্নতঃ।।" ✱

মালাধারণ—"ততঃ কৃষ্ণার্পিতা মালা ধারয়েত্তুলসীদলৈঃ। পদ্মাক্ষৈস্তুলসীকাষ্ঠৈঃ ফলৈর্ধাত্র্যাশ্চ নির্ম্মিতাঃ। ধারয়েত্তুলসী-কাষ্ঠ-ভূষণানি চ বৈষ্ণবঃ।।" পদ্মাক্ষ-শব্দে পদ্মবীজের মালা। অক্ষশব্দে ভ্রমক্রমে কেহ যেন হাড়ের মালা বা 'রুদ্রাক্ষ' বলিয়া মনে না করেন। "ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ। নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ।।" "যে কণ্ঠলগ্নতুলসী-নলিনাক্ষমালা যে বা ললাট-পটলে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রাঃ। যে বাহুমূল-পরিচিহ্নিত-শঙ্খচক্রাস্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি।।" ☆

তুলসী-আহরণ—"প্রণম্যাথ মহাবিষ্ণুং প্রার্থ্যানুজ্ঞাস্ত বৈষ্ণবঃ। সমাহরেৎ শ্রীতুলসীং পুষ্পাদিঞ্চ তথোদিতম্।। অস্নাত্বা তুলসীং ছিত্বা যঃ পূজাং কুরুতে নরঃ। সোঽপরাধী ভবেৎ সত্যং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ।।" আহরণ-মন্ত্র—"তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া। কেশবার্থে বিচিনোমি রবদা ভব শোভনে।।" "ইত্যুক্ত্বা তুলসীং নত্বা ছিন্দ্যাৎ দক্ষিণপাণিনা। (চয়ন-নিষেধকাল) ন ছিন্দ্যাৎ তুলসীং বিপ্রা দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবঃ ক্বচিৎ।।" ⁕

বস্ত্র-সংস্কার—"তান্তবং মলিনং পূর্ব্বমদ্ভিঃ ক্ষারৈশ্চ শোধয়েৎ। অংশুভিঃ শোষয়িত্বা বা বায়ুনা বা সমাহরেৎ।। উর্ণপট্টংশুক-ক্ষৌমদুকূলাবিকচর্ম্মণাম্।। অল্পাশৌচে ভবেচ্ছুদ্ধিঃ শোষণ-প্রোক্ষণাদিভিঃ।। কুসুম্ভকুঙ্কুমারক্তাস্তথা লাক্ষারসেন চ। প্রক্ষ্যা-লনেন শুদ্ধ্যন্তি চণ্ডালস্পর্শনে তথা।।" ✚

পীঠ-সংস্কার—'পাদপীঠঞ্চ কৃষ্ণস্য বিল্বপত্রেণ ঘর্ষয়েৎ। উষ্ণাম্বুনা চ প্রক্ষাল্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।' ✱

গৃহ-সংস্কার—"মন্দিরং মার্জ্জয়েদ্বিষ্ণোর্বিধায়াচমনাদিকম্। কৃষ্ণং পশ্যন্ কীর্ত্তয়ংশ্চ দাস্যেনাত্মানমর্পয়েৎ।। শুদ্ধং গোময়মাদায় ততো মৃৎস্নাং জলং তথা। ভক্ত্যা তৎপরিতো লিম্পেদভ্যুক্ষেচ্চ তদঙ্গনম্।।" "স বৈ মনঃ কৃষ্ণ-পদারবিন্দয়োর্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে। করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুত-সৎকথোদয়ে।।" "সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্যদমায়য়া।।" ★

কৃষ্ণপ্রবোধন—"ততো দেবালয়ে গত্বা ঘণ্টাদ্যুদ্‌ঘোষ-পূর্ব্বকম্। প্রবোধ্য স্তুতিভিঃ কৃষ্ণং নীরাজ্য প্রার্থয়েদিদম্।।—

⁕ *চক্রাদি-ধারণ—দক্ষিণ বাহুতে চক্র, বাম ও দক্ষিণ উভয় বাহুতে শঙ্খ, বাম বাহুতে গদা এবং গদার নিম্নে পুনরায় চক্র ধারণ করিবেন। শঙ্খের উপরে উভয় বাহুতে পদ্ম, বক্ষঃস্থলে খড়্গ এবং মস্তকে শরসহ ধনু ধারণ করিবেন। এই পাঁচপ্রকার আয়ুধ বৈষ্ণবজন সর্ব্বাগ্রে ধারণ করিবেন। পণ্ডিতব্যক্তি প্রত্যহ গোপীচন্দনদ্বারা চক্রাদি চিহ্নসমূহ রচনা করিবেন এবং শয়নদ্বাদশী ও উত্থানাদি দ্বাদশীতে ঐ সকল মুদ্রা তপ্ত করিয়া ধারণ করিবেন। শঙ্খ, চক্র ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি-রহিত ব্রাহ্মণাধমকে রাজা গর্দ্দভোপরি আরোহণ করাইয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন।*

✱ *গোপীচন্দনধারণ—হে গরুড়! মরণকালে যাঁহার বাহুদ্বয়ে, ললাটে, বক্ষঃস্থলে ও শিরোদেশে গোপীচন্দন থাকে, তিনি গোঘাতী, শিশুঘাতী কিংবা ব্রহ্মঘাতী হইলেও কমলালয়া শ্রীবিষ্ণুধামে গমন করেন। (গরুড়পুরাণ)। হে যমদূতগণ! আমার বাক্য শ্রবণ কর, যাঁহার ললাটফলক গোপীচন্দনে অঙ্কিত, জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ যত্নসহকারে তাঁহাকে দূরে বর্জ্জন করিবে।*

☆ *মালাধারণ—অনন্তর তুলসীপত্র, পদ্মবীজ, তুলসীকাষ্ঠ ও আমলকী ফলদ্বারা নির্ম্মিত মালা শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়া ধারণ করিবে। বৈষ্ণবগণ তুলসীকাষ্ঠের ভূষণ ধারণ করিবেন। যে-সমস্ত হেতুবাদপরায়ণ পাপমতি মানব মালা ধারণ না করে, তাহারা হরির কোপানলে দগ্ধীভূত হয় এবং নরক হইতে ফিরিয়া আসে না। যাঁহাদের কণ্ঠে তুলসীমালা বা পদ্মবীজমালা বর্ত্তমান, ললাটদেশে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শোভমান, বাহুমূলে শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্ন বিরাজমান, সেই বৈষ্ণবগণ শীঘ্রই জগৎ পবিত্র করিয়া থাকেন।*

⁕ *তুলসী-আহরণ—অতঃপর বৈষ্ণবজন মহাবিষ্ণুকে প্রণামপূর্ব্বক আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া শ্রীতুলসী তথা প্রস্ফুটিত পুষ্পাদি আহরণ করিবেন। যে মানব স্নান না করিয়া তুলসী চয়ন করত পূজা করেন, তিনি নিশ্চয়ই অপরাধী হইয়া থাকেন এবং তাঁহার সকল কিছুই নিষ্ফল হয়। আহরণ-মন্ত্র—হে শোভনে! হে তুলসি! অমৃত হইতে তোমার জন্ম, তুমি সর্ব্বদা শ্রীকেশবের প্রিয়া ; কেশবপূজার জন্য আমি তোমাকে চয়ন করি, তুমি বরদান কর। এইরূপ বলিয়া শ্রীতুলসীকে প্রণাম করত দক্ষিণহস্তে চয়ন করিতে হইবে। হে বিপ্রগণ! বৈষ্ণব কখনও দ্বাদশীতে তুলসী ছেদন করিবেন না।*

✚ *বস্ত্রসংস্কার—তান্তব (কার্পাস-সূত্রনির্ম্মিত) বস্ত্রাদি যাহা মলিন অর্থাৎ মলদুষ্ট হইয়াছে, প্রথমতঃ ক্ষার ও জলদ্বারা সেই বস্ত্রাদির শুদ্ধি করিবে, অতঃপর সূর্য্যকিরণ অথবা বায়ুদ্বারা শুষ্ক করিয়া গ্রহণ করিবে। রোমজ-বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, ক্ষৌম (রেশমী) দুকূল, মেষরোমজ বস্ত্র এবং চর্ম্ম—এইসকল দ্রব্যের সামান্য শৌচে অর্থাৎ অল্পমাত্র অশুদ্ধ হইলে শুষ্ককরণ ও জল-প্রোক্ষণাদি-দ্বারা শুদ্ধি হইয়া থাকে। কুসুম্ভ, কুঙ্কুম ও লাক্ষারসদ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র চণ্ডালাদি-স্পৃষ্ট হইলে প্রক্ষালনদ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে।*

✱ *পীঠসংস্কার—বিল্বপত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ মার্জ্জন করিবে। উষ্ণজলদ্বারা প্রক্ষালন করিলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়।*

★ *গৃহসংস্কার—আচমনাদি করিয়া বিষ্ণুর মন্দির মার্জ্জন করিতে হইবে, পরে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন এবং শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে*

পঞ্চ, ষোড়শ, পঞ্চাশৎ উপচারে অর্চ্চন ।
পঞ্চকাল পূজারতি, কৃষ্ণের ভোজন-শয়ন ॥ ৩২৯ ॥

শ্রীমূর্ত্তিলক্ষণ, আর শালগ্রামলক্ষণ ।
কৃষ্ণক্ষেত্র-যাত্রা, কৃষ্ণমূর্ত্তি-দরশন ॥ ৩৩০ ॥

অনুভাষ্য

"দেব প্রপন্নার্ত্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব। অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পালয়াচ্যুত।।"* ইতি।

৩২৯। পাঠান্তরে—"পঞ্চ, দশ, ষোড়শ, সর্পর্য্যা চৌঘন। চোষট্টি ষোড়শ দশ পঞ্চোপচারে অর্চ্চন।।"

পঞ্চোপচার—১। গন্ধ, ২। পুষ্প, ৩। ধূপ, ৪। দীপ ও ৫। নৈবেদ্য।

ষোড়শোপচার—১। আসন, ২। স্বাগত (কুশলপ্রশ্ন), ৩। অর্ঘ্য, ৪। পাদ্য, ৫। আচমনীয়, ৬। মধুপর্ক, ৭। আচমন, ৮। স্নান, ৯। বস্ত্র, ১০। অলঙ্কার, ১১। সুগন্ধ, ১২। সুপুষ্প, ১৩। ধূপ, ১৪। দীপ, ১৫। নৈবেদ্য ও ১৬। বন্দনা।

পঞ্চাশোপচার—হঃ ভঃ বিলাসে পঞ্চাশৎ উপচারের কথা নাই, তবে চতুঃষষ্টি উপচারের মধ্যে ১৪ টী ছাড়িয়া দিলে পঞ্চাশটী হইতে পারে। কোন্ ১৪ টী ছাড়িতে হইবে, তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই।

দশোপচার—১। অর্ঘ্য, ২। পাদ্য, ৩। আচমন, ৪। মধুপর্ক, ৫। আচমন, ৬। গন্ধ, ৭। পুষ্প, ৮। ধূপ, ৯। দীপ ও ১০। নৈবেদ্য।

চতুঃষষ্টি উপচার—'চৌঘন' অর্থে চৌষষ্টি (হঃ ভঃ বিঃ ১১।১২৭-১৪০) ১। বাদ্য-স্তবদ্বারা প্রবোধন, ২। জয়-শব্দোচ্চারণ, ৩। নমস্কার, ৪। মঙ্গলারাত্রিক, ৫। আসন, ৬। দন্তকাষ্ঠ, ৭। পাদ্য, ৮। অর্ঘ্য, ৯। আচমন, ১০। মধুপর্কসহ আচমন, ১১। পাদুকা-সমর্পণ, ১২। অঙ্গমার্জ্জন, ১৩। তৈলাভ্যঞ্জন, ১৪। তৈলাদ্যপসারণ, ১৫। সুগন্ধি-পুষ্পজলে স্নান, ১৬। দুগ্ধস্নান, ১৭। দধিস্নান, ১৮। ঘৃতস্নান, ১৯। মধুস্নান, ২০। শর্করাস্নান, ২১। মন্ত্রজলে স্নান, ২২। গামছা, ২৩। পরিধান ও উত্তরীয়, ২৪। যজ্ঞসূত্র, ২৫। পুনরাচমন, ২৬। অনুলেপন, ২৭। অলঙ্কার, ২৮। পুষ্প, ২৯। ধূপ, ৩০। দীপ, ৩১। দুষ্টদৃষ্টিনিবারণ, ৩২। নৈবেদ্য, ৩৩। মুখবাস, ৩৪। তাম্বূল, ৩৫। উত্তম শয্যা, ৩৬। কেশপ্রসাধন, ৩৭। উত্তম বস্ত্র, ৩৮। উত্তম মুকুট, ৩৯। উত্তম গন্ধলেপন, ৪০। কৌস্তুভাদি-ভূষণ, ৪১। বিচিত্রদিব্যপুষ্প, ৪২। মঙ্গলারাত্রিক, ৪৩। দর্পণ, ৪৪। উত্তমযানে মণ্ডপ-যাত্রা, ৪৫। সিংহাসনে উপবেশন, ৪৬। পুনঃ বাদ্য, ৪৭। পুনর্নৈবেদ্য, ৪৮। মহানীরাজন, ৪৯। চামরব্যজন-ছত্র, ৫০। গীত, ৫১। বাদ্য, ৫২। নৃত্য, ৫৩। প্রদক্ষিণ, ৫৪। প্রণাম, ৫৫। শ্রীচরণ-যুগলে স্তুতি, ৫৬। চরণে মস্তক স্থাপন, ৫৭। শিরে নির্ম্মাল্যধারণ, ৫৮। উচ্ছিষ্ট-ভক্ষণ, ৫৯। পদসম্বাহনার্থ উপবেশন, ৬০। পুষ্প-শয্যা, ৬১। হস্তপ্রদান, ৬২। শয্যায় আগমন, ৬৩। পদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক শয্যায় উপবেশন, ৬৪। সর্ব্বশেষ পর্য্যঙ্কে শয়ন ও পাদ-সম্বাহনাদি।

পঞ্চকাল—অরুণোদয়, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, প্রদোষ।

পূজারতি—পূজা এবং আরাত্রিক ও নীরাজনাদি।

কৃষ্ণের ভোজন—(হঃ ভঃ বিঃ ৮ম বিঃ ৫০-৫১) মঞ্জুলব্যবহারেণ ভোজয়ন্তি হরিং মুদা।" * * "শালীভক্তং সুভক্তং শিশির-করসিতং পায়সং পূপসূপম্। লেহ্যং পেয়ং সুচূষ্যং সিতমমৃতফলং ঘারিকাদ্যং সুখাদ্যম্। আজ্যং প্রাজ্যং সমিজ্যং নয়নরুচিকরং বাজিকৈলামরীচস্বাদীয়ঃ শাকরাজী পরিকরমমৃতাহারজোষং জুষস্ব।।"✤

কৃষ্ণের শয়ন—(হঃ ভঃ বিঃ ১১ বিঃ) "বলীয়সা পদা স্বামিন্ পদবীমবধারয়। আগচ্ছ শয়নস্থানং প্রিয়াভিঃ সহ কেশব।। এবং প্রার্থ্য সমর্প্যাস্মৈ পাদুকে শয়নালয়ম্। আনীয় দেবং তত্রত্যানুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ।। বিশেষতোঽর্পয়েত্তত্র ঘনং দুগ্ধং সশর্করম্। তাম্বূলঞ্চ সকর্পূরং দিব্যমাল্যানুলেপনম্।।"✱

দাস্যভাবে আত্মসমর্পণ করিবে। তৎপরে শুদ্ধ গোময়, মৃত্তিকা ও জল লইয়া ভক্তিসহকারে মন্দিরের চতুষ্পার্শ্ব ও তদঙ্গনে লেপন ও অভ্যুক্ষণ করিবে অর্থাৎ গোময় মিশ্রিত জলের ছিটা দিবে। শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।১৮)—রাজর্ষি অম্বরীষ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে মনকে, বৈকুণ্ঠগুণ-বর্ণনে বাক্যসমূহকে, হরিমন্দির-সম্মার্জ্জনে করদ্বয়কে, ভগবৎ-কথা-শ্রবণে কর্ণকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১১।১১।৩৯—) সম্মার্জ্জন, গোময়লেপন, জলসেক ও সর্ব্বতোভাবে ভদ্রাদি-রচনা ইত্যাদিদ্বারা ভৃত্যবৎ অকপটে আমার গৃহ-শুশ্রূষা করিবে।

✱ কৃষ্ণপ্রবোধন—অতঃপর দেবালয়ে গমন করিয়া ঘণ্টাদি-বাদনপূর্ব্বক প্রবোধের উপযোগী স্তুতিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জাগরণ করিয়া নীরাজনপূর্ব্বক এইরূপ প্রার্থনা করিবে,—হে দেব! প্রপন্নজন-আর্ত্তিনাশক! হে কেশব! আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করুন ; হে অচ্যুত পুনরায় দর্শনদ্বারা আমাকে পবিত্র করুন।

✤ কৃষ্ণের ভোজন—ভগবদ্ভক্তগণ শিষ্টব্যবহারদ্বারা শ্রীহরিকে আনন্দসহকারে ভোজন করাইয়া থাকেন,—হে ভগবন্! শালি-ধান্যের অন্ন, চন্দ্রতুল্য শ্বেতবর্ন অন্ন, পায়স, পিষ্টক, সূপ, লেহ্য, পেয়, চুষ্য ও শুদ্ধ অমৃতস্বরূপ ফল, ঘারিকা (ঘৃতপক্ক মিষ্টান্নবিশেষ) প্রভৃতি উৎকৃষ্ট খাদ্য, ঘৃত, নয়নপ্রীতিকর ঘৃত-এলাচ-মরীচদ্বারা সংস্কৃত অতি সুস্বাদু ঘৃতবহুল পক্কান্ন এবং শাকাদি-উপকরণ—এইসকল অমৃততুল্য দ্রব্যের আস্বাদনজনিত সুখ ভোগ করুন।

✱ কৃষ্ণের শয়ন—হে স্বামিন্! বলিষ্ঠচরণদ্বারা পদবী অবধারণ করুন। হে কেশব! প্রিয়াসকলের সহিত আপনি শয়নস্থানে আগমন করুন।

নামমহিমা, নামাপরাধ দূরে বর্জ্জন ।
বৈষ্ণবলক্ষণ, সেবাপরাধ-খণ্ডন ॥ ৩৩১ ॥
শঙ্খ-জল-গন্ধ-পুষ্প-ধূপাদি-লক্ষণ ।
জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ, বন্দন ॥ ৩৩২ ॥
পুরশ্চরণ-বিধি, কৃষ্ণপ্রসাদ-ভোজন ।
অনিবেদিত-ত্যাগ, বৈষ্ণবনিন্দাদি-বর্জ্জন ॥ ৩৩৩ ॥

সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবন ।
অসৎসঙ্গ-ত্যাগ, শ্রীভাগবত-শ্রবণ ॥ ৩৩৪ ॥
দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাদি-বিবরণ ।
মাসকৃত্য, জন্মাষ্টম্যাদি-বিধি-বিচারণ ॥ ৩৩৫ ॥
একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী ।
শ্রীরামনবমী, আর নৃসিংহচতুর্দ্দশী ॥ ৩৩৬ ॥

অনুভাষ্য

৩৩০। শ্রীমূর্ত্তিলক্ষণ—মধ্য, ২০শ পঃ ২২৪-২৩৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শালগ্রামলক্ষণ—হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ দ্রষ্টব্য।

৩৩১। নামমহিমা—হঃ ভঃ বিঃ ১১ বিঃ দ্রষ্টব্য।

নামাপরাধ—আদি ৮ম পঃ ২৪ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণব-লক্ষণ—"বিষ্ণুরেব হি যস্যৈষ দেবতা বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ।"* হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিঃ দ্রষ্টব্য।

সেবাপরাধ-খণ্ডন—স্কান্দে অবন্তীখণ্ডে শ্রীব্যাসবাক্য—"অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ং পঠেত্তু বৈ। দ্বাত্রিংশদপরাধাংস্তু ক্ষমতে তস্য কেশবঃ।।" দ্বারকামাহাত্ম্যে,—"সহস্রনামমাহাত্ম্যং যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদপি। অপরাধসহস্রাণি ন স লিপ্যেৎ কদাচন।। দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণোর্যঃ পঠেত্তুলসীস্তবম্। দ্বাত্রিংশদপরাধান্ হি ক্ষমতে তস্য কেশবঃ। তুলস্যা কুরুতে যস্তু শালগ্রাম-শিলার্চ্চনম্। দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ।। ✤ দ্বাত্রিংশৎ সেবাপরাধ—(১) যান বা পাদুকাবলম্বনে ভগবদ্গৃহে গমন, (২) দেবাগ্রে অপ্রণাম, (৩) উচ্ছিষ্ট বা অশৌচাবস্থায় ভগবদ্বন্দন, (৪) একহস্তদ্বারা প্রণাম, (৫) তদগ্রে অন্যদেব-প্রদক্ষিণ, (৬) তদগ্রে পদপ্রসারণ, (৭) জানুদ্বয় হস্তদ্বয়দ্বারা বেষ্টন করিয়া উপবেশন, (৮) শয়ন, (৯) ভোজন, (১০) মিথ্যাভাষণ, (১১) উচ্চভাষণ, (১২) পরস্পর জল্পনা, (১৩) ক্রন্দন, (১৪) অপর ব্যক্তিকে অনুগ্রহ, (১৫) নিগ্রহ বা নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ, (১৬) কম্বলাবরণ, (১৭) পরনিন্দা, (১৮) পর-প্রশংসা, (১৯) অশ্লীল-ভাষণ, (২০) অধোবায়ু বিমোক্ষণ, (২১) সামর্থ্যসত্ত্বেও উপচার বিনা পূজা, (২২) অনিবেদিতভক্ষণ, (২৩) তত্তৎকালোৎপন্ন-ফলের অনর্পণ, (২৪) অবশিষ্টাংশ নিবেদন, (২৫) দেবতাকে পশ্চাৎ করিয়া উপবেশন, (২৬) অন্যকে অভিবাদন, (২৭) গুরুর নিকট স্তব না করিয়া উপবেশন, (২৮) আত্মপ্রশংসা, (২৯) দেবনিন্দা, (৩০) অপর ব্যক্তির প্রতি নির্দ্দয়তা, (৩১) উৎসব-অকরণ এবং (৩২) কলহ।

৩৩২। পুষ্প-লক্ষণ—হঃ ভঃ বিঃ ৭ম বিঃ দ্রষ্টব্য।

ধূপাদি লক্ষণ—হঃ ভঃ বিঃ ৮ম বিঃ দ্রষ্টব্য।

জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ ও বন্দনা—হঃ ভঃ বিঃ ৮ম বিঃ আলোচ্য।

৩৩৩। পুরশ্চরণ-বিধি—মধ্য, ১৫পঃ ১০৮ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন—"সংভোজ্য ভোজনং কুর্য্যাদন্যথা নরকং ব্রজেৎ। অপূজ্য ভোজনং কুর্ব্বন্ নরকাণি ব্রজেন্নরঃ।।"*

অনিবেদিত-ত্যাগ—"অনিবেদ্য তু ভুঞ্জানঃ প্রায়শ্চিত্তী ভবেন্নরঃ। তস্মাৎ সর্ব্বং নিবেদ্যৈব বিষ্ণোর্ভুঞ্জীত সর্ব্বদা।।"* হঃ ভঃ বিঃ ৯ম বিঃ ১০৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবনিন্দা-বর্জ্জন—মধ্য, ১৫শ পঃ ২৬০ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩৩৫। দিনকৃত্য—দিবসের কালোচিত কৃত্যসমূহ।

পক্ষকৃত্য—তিথিতে, বিশেষতঃ একাদশ্যাদিতে অনুষ্ঠান-যোগ্য কৃত্যসমূহ।

এইরূপে প্রার্থনা করত পাদুকা সমর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শয়নস্থানে আনয়নপূর্ব্বক শয়নোপযোগী উপচারসমূহ রচনা করিতে হইবে। বিশেষতঃ শয়নস্থানে শর্করাযুক্ত ঘন দুগ্ধ, কর্পূরযুক্ত তাম্বূল, দিব্যমালা ও অনুলেপন অর্পণ করিতে হইবে।

** বৈষ্ণবলক্ষণ—বিষ্ণুই যাঁহার অভীষ্ট দেবতা, তিনি বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হন।*

✤ সেবাপরাধ-খণ্ডন—যে মানব প্রত্যহ গীতাধ্যায় অধ্যয়ন করেন, তিনি প্রত্যহ দ্বাত্রিংশৎ (৩২) প্রকার অপরাধ হইতে মুক্ত হন। যিনি বিষ্ণুসহস্রনাম-মহিমা পাঠ করেন, অথবা শ্রবণও করেন, তিনি কখনও সহস্র অপরাধে লিপ্ত হন না। যিনি দ্বাদশীতে জাগরণপূর্ব্বক তুলসীস্তব পাঠ করেন, শ্রীকেশব তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ মার্জ্জনা করেন। যিনি তুলসীদ্বারা শালগ্রাম-শিলার পূজা করেন, শ্রীকেশব তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ক্ষমা করেন।

** কৃষ্ণপ্রসাদ-ভোজন—শ্রীহরিকে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবে, অন্যথা নরকগমন করিতে হইবে। শ্রীহরিকে পূজা না করিয়া ভোজন করিলে মানব নরকসমূহ লাভ করে।*

** অনিবেদিত-ত্যাগ—অনিবেদিত দ্রব্য উপভোগ করিলে মানব প্রায়শ্চিত্ত-যোগ্য হয়, অতএব সর্ব্বদাই যাবতীয় দ্রব্য শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিবে।*

এই সবে বিদ্ধা-ত্যাগ, অবিদ্ধা-করণ ।
অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তির লভন ॥ ৩৩৭ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সাত্বত পুরাণকে 'প্রমাণ' বলিয়া স্বীকার ঃ—

সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ-বচন ।
শ্রীমূর্ত্তি-বিষ্ণুমন্দিরকরণ-লক্ষণ ॥ ৩৩৮ ॥

হরিভক্তিবিলাসে সামান্য ও বৈষ্ণব সদাচার-বর্ণনে আজ্ঞা ঃ—

'সামান্য' সদাচার, আর 'বৈষ্ণব'-আচার ।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য 'স্মার্ত্ত' ব্যবহার ॥ ৩৩৯ ॥

সনাতনকে আশীর্ব্বাদ ঃ—

এই ত' সংক্ষেপে কহিলুঁ দিগ্‌দরশন ।
যবে তুমি লিখিবা, কৃষ্ণ করাবে স্ফুরণ ॥" ৩৪০ ॥

প্রভুমুখে সনাতন-শিক্ষা বা সনাতন-প্রতি প্রভুর কৃপা-প্রসাদ-শ্রবণে অনর্থ-নিবৃত্তি ও আত্মপ্রসাদোদয় ঃ—

এই ত' কহিলু প্রভুর সনাতনে প্রসাদ ।
যাহার শ্রবণে চিত্তের খণ্ডে অবসাদ ॥ ৩৪১ ॥

চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে বর্ণিত ঃ—

নিজ-গ্রন্থে কর্ণপূর বিস্তার করিয়া ।
সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিয়া ॥ ৩৪২ ॥

উপমাদ্বারা সনাতনের মহত্ত্ব-বর্ণন ঃ—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (৯।৩৪-৩৫)-শ্লোকে প্রতাপরুদ্র-প্রতি বার্ত্তাহারি-বাক্য—

গৌড়েন্দ্রস্য সভা-বিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে ।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণসরসো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহা-সর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্ ॥৩৪৩॥
তং সনাতনমুপাগতমক্ষ্ণোর্দৃষ্টিমাত্রমতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ ।
আলিলিঙ্গ পরিঘায়ত-দোর্ভ্যাং সানুকম্পমথ চম্পকগৌরঃ ॥৩৪৪

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (৯।৩৮)—

কালেন বৃন্দাবনকেলি-বার্ত্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য ।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ ৩৪৫ ॥

শ্রীসনাতন-শিক্ষানুশীলনফলে অনর্থ-মুক্তি এবং সম্বন্ধ-জ্ঞান, অভিধেয় এবং প্রয়োজন-প্রাপ্তি ঃ—

এই ত' কহিলুঁ সনাতনে প্রভুর প্রসাদ ।
যাহার শ্রবণে চিত্তের খণ্ডে অবসাদ ॥ ৩৪৬ ॥
কৃষ্ণের স্বরূপগণের সকল হয় 'জ্ঞান' ।
বিধি-রাগ-মার্গে 'সাধনভক্তি'র বিধান ॥ ৩৪৭ ॥
'কৃষ্ণপ্রেম', 'ভক্তিরস' 'ভক্তির সিদ্ধান্ত' ।
ইহার শ্রবণে ভক্ত জানেন সব অন্ত ॥ ৩৪৮ ॥

অনুভাষ্য

মাসকৃত্য—দ্বাদশমাসের কৃত্যসমূহ।

একাদশ্যাদি বিবরণ—হঃ ভঃ বিঃ ১২ বিঃ দ্রষ্টব্য।

জন্মাষ্টম্যাদি-বিধি-বিচারণ—হঃ ভঃ বিঃ ১২ বিঃ দ্রষ্টব্য।

৩৩৭। একাদশীতে অরুণোদয়-বিদ্ধা ত্যাগ এবং অন্যব্রতে সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা ত্যাগ করিয়া অবিদ্ধ ব্রতই পালনীয়। বিদ্ধ-ব্রত-পালন 'দোষ' এবং অবিদ্ধ ব্রতপালনেই 'ভক্তি' হয়। বিশেষ জানিতে হইলে হঃ ভঃ বিঃ ১২ ও ১৩ বিঃ দ্রষ্টব্য।

৩৪৩। গৌড়েন্দ্রস্য (গৌড়েশ্বরস্য) সভাবিভূষণমণিঃ (সভায়াং বিভূষণে অলঙ্করণে মণিঃ ইব) যঃ ঋদ্ধাং (সমৃদ্ধাং) শ্রিয়ং (রাজসম্পদং) ত্যক্ত্বা (পরিত্যজ্য) তরুণীং (নবীনাং) বৈরাগ্যলক্ষ্মীং (বৈরাগ্যসম্পত্তিং) দধে (আশ্রিতবান্) ; শৈবালৈঃ পিহিতম্ (আচ্ছাদিতং) মহাসরঃ (গভীর-সরোবরম্) ইব অন্তঃ (হৃদয়ে) ভক্তিরসেন (কৃষ্ণ-প্রেমরসেন) পূর্ণসরসঃ (রসিতঃ) বাহ্যে (বহিঃ) অবধূতাকৃতিঃ (অবধূতস্য পরমহংসস্য ইব আকৃতিঃ যস্য সঃ) রূপস্য অগ্রজঃ সঃ এষঃ (সনাতনঃ) এব তদ্বিদাং (ভক্তিতত্ত্বাভিজ্ঞানাং তত্ত্বকোবিদানাং বিদুষাং দেশিকানাং) প্রীতিপ্রদঃ (প্রেমভাক্) অভূৎ।

৩৪৪। অতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ (নিরতিশয়য়া দয়য়া আর্দ্রঃ) চম্পক-গৌরঃ (চম্পক-কুসুমবৎ পীতবর্ণঃ) অক্ষ্ণোঃ (নয়নয়োঃ) দৃষ্টি-মাত্রং (দর্শনমাত্রেণ) উপাগতং (হীনবেশেন সমায়াতং) তং সনাতনং পরিঘায়তদোর্ভ্যাং (পরিঘাভ্যাম্ ইব আয়তাভ্যাং দীর্ঘাভ্যাং দোর্ভ্যাং ভুজাভ্যাং) সানুকম্পম্ (অনুকম্পা যথা স্যাত্তথা কৃপয়েত্যর্থঃ) আলিলিঙ্গ।

৩৪৫। মধ্য, ১৯শ পঃ ১১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৪৩। গৌড়েন্দ্র হুসেনসাহ পাতসাহার সভায় বিভূষণ-মণিস্বরূপ রূপাগ্রজ এই সনাতন সমৃদ্ধ-রাজশ্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক নবীনবৈরাগ্য-লক্ষ্মী ধারণ করিয়াছিলেন। অন্তঃকরণে ভক্তিরসে পূর্ণরস, বাহিরে অবধূতাকার, শৈবালদ্বারা আচ্ছাদিত মহা-সরোবরের ন্যায় সেই শ্রীসনাতন ভক্তিতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রীতিপ্রদ ছিলেন।

৩৪৪। সনাতন উপস্থিত হইলেন দেখিবামাত্র সেই চম্পক-বর্ণ গৌরসুন্দর অত্যন্ত দয়ার্দ্র হইয়া দুইহস্ত প্রসারিত করিয়া অনুকম্পা প্রকাশ করত আলিঙ্গন করিলেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

নিতাই-গৌর-অদ্বৈতের ঐকান্তিক ভক্তেরই কৃষ্ণপ্রেমধনলাভে যোগ্যতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-চরণ।
যাঁর প্রাণধন, সেই—পায় সেই ধন ॥ ৩৪৯ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৫০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে আত্মারামাশ্চেতি-শ্লোক-ব্যাখ্যায়াং সনাতনানুগ্রহো নাম চতুর্ব্বিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণটী মহাপ্রভুর দাস ছিলেন। প্রভুর যশ শুনিলে তাঁহার আনন্দ হয়। একদিবস সন্ন্যাসীদিগকে ও মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্রিত করত সন্ন্যাসীদিগকে মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র করিয়াছিলেন ; উহা আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে। সেই দিবস হইতে বারাণসীপুরে প্রভুর মাহাত্ম্য প্রচারিত হইল। নগরবাসী অনেকেই প্রভুর অনুগত হইলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতীর কোন শিষ্য প্রভুর অনুগত ছিলেন। তিনি মায়াবাদের নিন্দা ও মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শুদ্ধভক্তিবাদের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলে, প্রকাশানন্দ-স্বামী নানা যুক্তিদ্বারা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। পঞ্চনদে স্নানের পর মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দসহ বিন্দুমাধবের মন্দিরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে সশিষ্যে প্রকাশানন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া পড়িয়া আপনার পূর্ব্ব কার্য্যের ধিক্কার এবং বেদান্ত-সঙ্গত ভক্তিতত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়-সিদ্ধ অপূর্ব্ব ভক্তিবাদ শিখাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, তাহা দেখাইয়া দিলেন এবং চতুঃশ্লোকীর ব্যাখ্যায় সমস্ত তত্ত্ব বলিলেন। সেইদিন হইতে সন্ন্যাসিগণ 'ভক্ত' হইলেন। মহাপ্রভু সনাতনকে উপদেশ দিয়া এবং বৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞা করিয়া পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। তদনন্তর কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও সুবুদ্ধি-রায়ের ইতিহাস কিছু কিছু বর্ণন করিয়াছেন। ঝারিখণ্ড দিয়া মহাপ্রভু বলভদ্রের সহিত যাত্রা করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে উপস্থিত হইলেন। এই পরিচ্ছেদের শেষভাগে মধ্যলীলার প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয়গুলি বলিয়া শ্রীকবিরাজ-গোস্বামী সর্ব্বজীবকে এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

কৃষ্ণবিমুখ মায়াবাদীকে কৃষ্ণোন্মুখীকারী গৌরসুন্দর ঃ—

বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসিমুখান্ কাশীনিবাসিনঃ।
সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভুর্নীলাদ্রিমাগমৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

সনাতনকে কাশীতে দুইমাসকাল শিক্ষা-প্রদান ঃ—

এই মত মহাপ্রভু দুই মাস পর্য্যন্ত।
শিখাইলা তাঁরে ভক্তিসিদ্ধান্তের অন্ত ॥ ৩ ॥

পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়ার প্রভুসেবা ঃ—

'পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া'—শেখরের সঙ্গী।
প্রভুরে কীর্ত্তন শুনায়, অতি বড় রঙ্গী ॥ ৪ ॥

ভক্তবাঞ্ছাপূরণার্থই কাশীর মায়াবাদীর উদ্ধার-সাধন ঃ—

সন্ন্যাসীর গণ প্রভুরে যদি উপেক্ষিল।
ভক্ত-দুঃখ খণ্ডাইতে তারে কৃপা কৈল ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বে আদিলীলায় মায়াবাদীর উদ্ধার বর্ণিত, পুনঃ সংক্ষেপে বর্ণন ঃ—

সন্ন্যাসীরে কৃপা পূর্ব্বে লিখিয়াছোঁ বিস্তারিয়া।
উদ্দেশে কহিয়ে ইঁহা সংক্ষেপ করিয়া ॥ ৬ ॥

মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের প্রভুনিন্দা ; মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের মনোদুঃখে তাঁহাদের কল্যাণ-চিন্তা ঃ—

যাঁহা তাঁহা প্রভুর নিন্দা করে সন্ন্যাসীর গণ।
শুনি' দুঃখে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র করয়ে চিন্তন ॥ ৭ ॥
'প্রভুর স্বভাব,—যেবা দেখে সন্নিধানে।
'স্বরূপ' অনুভবি' তাঁরে 'ঈশ্বর' করি' মানে ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। সন্ন্যাসি-প্রভৃতি কাশীবাসীদিগকে 'বৈষ্ণব' করিয়া এবং সনাতনকে উত্তমরূপে সংস্কার করত প্রভু নীলাদ্রি আগমন করিলেন।

৬। পূর্ব্বে লিখিয়াছোঁ বিস্তারিয়া—আদি, ৭ম পঃ দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

১। প্রভুঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ) কাশীনিবাসিনঃ (বারাণসী-বাস্তব্যান্) সন্ন্যাসিমুখান্ (তুর্য্যাশ্রমি-প্রমুখান্ প্রকাশানন্দাদীন্) বৈষ্ণবীকৃত্য (শুদ্ধভক্তিমার্গে সমানীয়) সনাতনং সুসংস্কৃত্য (সুবৈষ্ণববেশং দত্ত্বা চ) নীলাদ্রিং (শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রম্) আগমৎ।

নিতাই-গৌর-অদ্বৈতের ঐকান্তিক ভক্তেরই
কৃষ্ণপ্রেমধনলাভে যোগ্যতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-চরণ ।
যাঁর প্রাণধন, সেই—পায় সেই ধন ॥ ৩৪৯ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৫০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে আত্মারামাশ্চেতি-শ্লোক-ব্যাখ্যায়াং সনাতনানুগ্রহো নাম চতুর্ব্বিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণটী মহাপ্রভুর দাস ছিলেন। প্রভুর যশ শুনিলে তাঁহার আনন্দ হয়। একদিবস সন্ন্যাসীদিগকে ও মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্রিত করত সন্ন্যাসীদিগকে মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র করিয়াছিলেন ; উহা আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে। সেই দিবস হইতে বারাণসীপুরে প্রভুর মাহাত্ম্য প্রচারিত হইল। নগরবাসী অনেকেই প্রভুর অনুগত হইলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতীর কোন শিষ্য প্রভুর অনুগত ছিলেন। তিনি মায়াবাদের নিন্দা ও মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শুদ্ধভক্তিবাদের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলে, প্রকাশানন্দ-স্বামী নানা যুক্তিদ্বারা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। পঞ্চনদে স্নানের পর মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দসহ বিন্দুমাধবের মন্দিরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে সশিষ্যে প্রকাশানন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া পড়িয়া আপনার পূর্ব্ব কার্য্যের ধিক্কার এবং বেদান্ত-সঙ্গত ভক্তিতত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়-সিদ্ধ অপূর্ব্ব ভক্তিবাদ শিখাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, তাহা দেখাইয়া দিলেন এবং চতুঃশ্লোকীর ব্যাখ্যায় সমস্ত তত্ত্ব বলিলেন। সেইদিন হইতে সন্ন্যাসিগণ 'ভক্ত' হইলেন। মহাপ্রভু সনাতনকে উপদেশ দিয়া এবং বৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞা করিয়া পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। তদনন্তর কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও সুবুদ্ধি-রায়ের ইতিহাস কিছু কিছু বর্ণন করিয়াছেন। ঝারিখণ্ড দিয়া মহাপ্রভু বলভদ্রের সহিত যাত্রা করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে উপস্থিত হইলেন। এই পরিচ্ছেদের শেষভাগে মধ্যলীলার প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয়গুলি বলিয়া শ্রীকবিরাজ-গোস্বামী সর্ব্বজীবকে এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

কৃষ্ণবিমুখ মায়াবাদীকে কৃষ্ণোন্মুখীকারী গৌরসুন্দর ঃ—

বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসিমুখান্ কাশীনিবাসিনঃ ।
সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভুর্নীলাদ্রিমাগমৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

সনাতনকে কাশীতে দুইমাসকাল শিক্ষা-প্রদান ঃ—

এই মত মহাপ্রভু দুই মাস পর্য্যন্ত ।
শিখাইলা তাঁরে ভক্তিসিদ্ধান্তের অন্ত ॥ ৩ ॥

পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়ার প্রভুসেবা ঃ—

'পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া'—শেখরের সঙ্গী ।
প্রভুরে কীর্ত্তন শুনায়, অতি বড় রঙ্গী ॥ ৪ ॥

ভক্তবাঞ্ছাপূরণার্থই কাশীর মায়াবাদীর উদ্ধার-সাধন ঃ—

সন্ন্যাসীর গণ প্রভুরে যদি উপেক্ষিল ।
ভক্ত-দুঃখ খণ্ডাইতে তারে কৃপা কৈল ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বে আদিলীলায় মায়াবাদীর উদ্ধার বর্ণিত, পুনঃ সংক্ষেপে বর্ণন ঃ—

সন্ন্যাসীরে কৃপা পূর্ব্বে লিখিয়াছোঁ বিস্তারিয়া ।
উদ্দেশে কহিয়ে ইঁহা সংক্ষেপ করিয়া ॥ ৬ ॥

মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের প্রভুনিন্দা ; মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের
মনোদুঃখে তাঁহাদের কল্যাণ-চিন্তা ঃ—

যাঁহা তাঁহা প্রভুর নিন্দা করে সন্ন্যাসীর গণ ।
শুনি' দুঃখে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র করয়ে চিন্তন ॥ ৭ ॥
'প্রভুর স্বভাব,—যেবা দেখে সন্নিধানে ।
'স্বরূপ' অনুভবি' তাঁরে 'ঈশ্বর' করি' মানে ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। সন্ন্যাসি-প্রভৃতি কাশীবাসীদিগকে 'বৈষ্ণব' করিয়া এবং সনাতনকে উত্তমরূপে সংস্কার করত প্রভু নীলাদ্রি আগমন করিলেন।

৬। পূর্ব্বে লিখিয়াছোঁ বিস্তারিয়া—আদি, ৭ম পঃ দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

১। প্রভুঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ) কাশীনিবাসিনঃ (বারাণসী-বাস্তব্যান্) সন্ন্যাসিমুখান্ (তুর্য্যাশ্রমি-প্রমুখান্ প্রকাশানন্দাদীন্) বৈষ্ণবীকৃত্য (শুদ্ধভক্তিমার্গে সমানীয়) সনাতনং সুসংস্কৃত্য (সুবৈষ্ণববেশং দত্ত্বা চ) নীলাদ্রিং (শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রম্) আগমৎ।

কোনপ্রকারে পারোঁ যদি একত্র করিতে ।
ইহা দেখি' সন্ন্যাসিগণ হবে ইঁহার ভক্তে ॥ ৯ ॥
বারাণসী-বাস আমার হয় সর্ব্বকালে ।
সর্ব্বকাল দুঃখ পাব, ইহা না করিলে ॥' ১০ ॥

মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণকে নিজালয়ে নিমন্ত্রণ ঃ—

এত চিন্তি' নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে ।
তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে ॥ ১১ ॥

চন্দ্রশেখর এবং তপনমিশ্রেরও যুগপৎ প্রভুকে একই নিবেদন ঃ—

হেনকালে নিন্দা শুনি' শেখর, তপন ।
দুঃখ পাঞা প্রভু-পদে কৈলা নিবেদন ॥ ১২ ॥

ভক্তবাঞ্ছা-পূরণার্থ প্রভুর কৃপাভিলাষ ঃ—

ভক্ত-দুঃখ দেখি' প্রভু মনেতে চিন্তিল ।
সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে মন হইল ॥ ১৩ ॥

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের আগমন ও প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

হেনকালে বিপ্র আসি' করিল নিমন্ত্রণ ।
অনেক দৈন্যাদি করি' ধরিয়া চরণ ॥ ১৪ ॥

প্রভুর নিমন্ত্রণ স্বীকার ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ মানিলা ।
আর দিন মধ্যাহ্ন করি' তাঁর ঘরে গেলা ॥ ১৫ ॥

মায়াবাদী সন্ন্যাসীর উদ্ধার—পূর্ব্বে আদিলীলায় ৭ম পঃ বর্ণিত ঃ—

তাঁহা যৈছে কৈলা প্রভু সন্ন্যাসী-নিস্তার ।
পঞ্চতত্ত্বাখ্যানে তাহা করিয়াছি বিস্তার ॥ ১৬ ॥

পুনরুক্তি ভয় ঃ—

গ্রন্থ বাড়ে, পুনরুক্তি হয় ত' কথন ।
তাঁহা যে না লিখিলুঁ, তাহা করিয়ে লিখন ॥ ১৭ ॥

মায়াবাদীর কৃপালাভ-দিবস হইতে বহু তার্কিকের প্রভুসহ তর্কার্থ সমাগম ঃ—

যে-দিবস প্রভু সন্ন্যাসীরে কৃপা কৈল ।
সে-দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল ॥ ১৮ ॥
লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে ।
নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে ॥ ১৯ ॥

শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ অকাট্য-যুক্তিবলে প্রভুকর্ত্তৃক সকলের কুতর্ক-খণ্ডন ঃ—

সর্ব্বশাস্ত্র খণ্ডি' প্রভু 'ভক্তি' করে সার ।
সযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সবার ॥ ২০ ॥

সকলের প্রভু-শিক্ষা-লাভ ও হরিসঙ্কীর্ত্তন ঃ—

উপদেশ লঞা করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ।
সর্ব্বলোক হাসে, গায়, করয়ে নর্ত্তন ॥ ২১ ॥

সন্ন্যাসিগণের মায়াবাদ ছাড়িয়া কৃষ্ণকথালাপে ইষ্টগোষ্ঠী ঃ—

প্রভুরে প্রণত হৈল সন্ন্যাসীর গণ ।
আত্মমধ্যে গোষ্ঠী করে ছাড়ি' অধ্যয়ন ॥ ২২ ॥

প্রকাশানন্দ সরস্বতীর জনৈক শিষ্যের সভাস্থলে সমালোচনামুখে প্রভুকে 'নারায়ণ'-জ্ঞানে তাঁহার বেদান্তের চিদ্‌বিলাস-ব্যাখ্যার স্তুতি ও শঙ্করের মায়াবাদ-ব্যাখ্যার গর্হণোক্তি ঃ—

প্রকাশানন্দের শিষ্য এক তাঁহার সমান ।
সভামধ্যে কহে প্রভুর করিয়া সম্মান ॥ ২৩ ॥
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় 'সাক্ষাৎ নারায়ণ' ।
'ব্যাসসূত্রের' অর্থ করেন অতি মনোরম ॥ ২৪ ॥
উপনিষদের করেন মুখ্যার্থ ব্যাখ্যান ।
শুনিয়া পণ্ডিত-লোকের জুড়ায় মন-কাণ ॥ ২৫ ॥
সূত্র-উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া ।
আচার্য্য 'কল্পনা' করে আগ্রহ করিয়া ॥ ২৬ ॥
আচার্য্য-কল্পিত অর্থ যে পণ্ডিত শুনে ।
মুখে 'হয়' 'হয়' করে, হৃদয় না মানে ॥ ২৭ ॥

জ্ঞানমার্গে ফল্গুবৈরাগ্যের দ্বারা মায়া অজেয়া ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাক্য দৃঢ় সত্য মানি ।
কলিকালে সন্ন্যাসে 'সংসার' নাহি জিনি ॥ ২৮ ॥

প্রভু 'হরের্নাম' শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যার প্রশংসা ঃ—

হরের্নাম-শ্লোকের যেই করিলা ব্যাখ্যান ।
সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ ॥ ২৯ ॥

ভক্তিই মুক্তিদাত্রী ও নামাভাসই মুক্তিপ্রদ ঃ—

ভক্তি বিনা মুক্তি নহে, ভাগবতে কয় ।
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয় ॥ ৩০ ॥

অনুভাষ্য

১৬। আদি ৭ম পঃ—পঞ্চতত্ত্বাখ্যান-প্রসঙ্গে এই লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

২২। সন্ন্যাসিগণ নিজ-নিজ-বেদান্ত-পঠন পরিত্যাগ করিয়া নিজ-গোষ্ঠীমধ্যে মিলিত হইয়া মহাপ্রভু প্রদর্শিত ভক্তিপথ-সম্বন্ধে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬। আচার্য্য—শঙ্করাচার্য্য ।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৪)—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৩২)—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥৩২

ব্রহ্ম-শব্দের প্রকৃত অর্থ ঃ—

'ব্রহ্ম'-শব্দে কহে 'ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্'।
তাঁরে 'নির্ব্বিশেষ' স্থাপি, 'পূর্ণতা' হয় হান ॥ ৩৩ ॥

শ্রুতি ও পুরাণে অবরোহ-পন্থায় অপ্রাকৃত চিদ্বিলাস-দর্শন, তর্ক-মূলক আরোহপন্থায় মায়াতীত চিদ্বিলাসকে মায়িক জড়-বিলাস-জ্ঞানই পাষণ্ডতা বা মহাপরাধ ঃ—

শ্রুতি-পুরাণ কহে,—কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি-বিলাস।
তাহা নাহি মানি' পণ্ডিত করে উপহাস ॥ ৩৪ ॥

চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহে 'মায়িক' করি' মানি।
এই বড় 'পাপ',—সত্য চৈতন্যের বাণী ॥ ৩৫ ॥

নির্ব্বিশেষ-রূপ অপেক্ষা বা চিদ্বিলাসময় রূপের পরতমত্ব ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৯।৩)—

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥ ৩৬ ॥

নির্ব্বিশেষবাদীর 'মায়াধীশ' ভগবদ্বিগ্রহকে 'মায়িক' বলিয়া জ্ঞান নিরয়জনক ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৯।৪)—

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুভাষ্য

৩১। মধ্য, ২২শ পঃ ২২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩২। মধ্য, ২২শ পঃ ৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৩। ভগবান্‌কে 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়া স্থাপন করিলে তাঁহার অপ্রাকৃত সবিশেষত্বের অভাবে পূর্ণশক্তিমত্তায় ব্যাঘাত হয়। নির্ব্বিশেষত্ব—একটী শক্তির অপূর্ণ পরিচয় মাত্র।

৩৪। বেদশাস্ত্র ও পুরাণসকল কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিবিলাসের পরমনিত্যত্ব স্থাপন করেন। নিজ-ভোগময় জড়-পাণ্ডিত্যদ্বারা আত্মম্ভরিতা-ক্রমে পণ্ডিতাভিমানী জ্ঞানী 'চিচ্ছক্তির বিলাস হইতে পারে না এবং উহা মায়াশক্তির অন্যতম',—এইরূপ অসৎজ্ঞানে ভ্রান্ত হইয়া উপহাস করে।

৩৫। নির্ব্বিশেষবাদী সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহকে মায়া-কল্পিত ও মায়ানির্ম্মিত ঈশ্বরবিগ্রহ মনে করিয়া ভগবানের নিত্য সবিশেষত্ব বুঝিতে অক্ষম হয়। এই দাম্ভিকতা বা নাস্তিকতাই গুরুতর অপরাধ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যে সবিশেষ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহ—নিত্য-সত্য-চিদ্বিলাসময়, তাহাই বাস্তব সত্য।

৩৬। গর্ভোদশায়ীর নাভি হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াও ঐ পুরুষকে জানিতে না পারায়, জলে প্রবিষ্ট হইয়া তপস্যা-দ্বারা ভগবান্‌কে স্তব করিতে করিতে নিম্নস্থ শ্লোকদ্বয়ে তাঁহার নির্ব্বিশেষ রূপ অপেক্ষা সবিশেষ চিদ্বিলাসময় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিতেছেন,—

হে পরম (পরমেশ), অবিদ্ধবর্চ্চঃ (অবিদ্ধং প্রকৃত্যা অনাক্রান্তং বর্চ্চঃ তেজঃ যস্য তৎ মায়াতীত-স্বরূপত্বাৎ অনাবৃত-প্রকাশম্ অতঃ) অবিকল্পং (ন বিদ্যতে বিচিত্রঃ কল্পঃ সৃষ্টিঃ যত্র তম্ অদ্বয়জ্ঞানম্) আনন্দমাত্রম্ (আনন্দং নির্ব্বিশেষচিদ্রূপং ব্রহ্ম মাত্রা অংশঃ যস্য তৎ) যৎ ভবতঃ (তব) স্বরূপং (পূর্ণভগবদ্রূপং) তৎ অতঃ (রূপাৎ) পরং (ভিন্নং) ন পশ্যামি। হে আত্মন্ (পর-মাত্মন্), বিশ্বসৃজং (বিশ্বসৃষ্টি-কর্ত্তারম্) একম্ (অদ্বিতীয়ম্) অবিশ্বং (নশ্বরাৎ বিশ্বস্মাৎ অন্যৎ ভিন্নম্ অক্ষয়ত্বাৎ) ভূতেন্দ্রিয়া-ত্মকং (ভূতানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং চ আত্মকং কারণম্) তে (তব) অদঃ (অপ্রাকৃতং) রূপম্ উপাশ্রিতঃ অস্মি (শরণং যামি)।

৩৭। হে ভুবনমঙ্গল (জীবৈককল্যাণনিলয়,) তৎ বৈ (তদেব ইদং রূপম্) উপাসকানাং নঃ (অস্মাকং) মঙ্গলায় ধ্যানে তে (ত্বয়া) দর্শিতং স্ম। অসৎপ্রসঙ্গৈঃ (শ্রৌতমার্গবিরোধি-নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-বিচারপর-কুতর্কনিষ্ঠৈঃ অজ্ঞানকল্পিতবাক্যৈঃ) নরকভাগ্‌ভিঃ (নরকগামিভিঃ কৈশ্চিৎ নাস্তিকৈঃ) যঃ (পুরুষঃ ত্বং) ন আদৃতঃ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৬। হে পরম, তোমার এই আনন্দমাত্র অবিকল্প এবং মায়াতীত তেজঃস্বরূপ,—যে স্বরূপ এখন আমি দেখিতেছি, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠস্বরূপ আর নাই। হে আত্মন্, বিশ্বসৃজনকারী অথচ বিশ্ব হইতে পৃথক্ ভূতেন্দ্রিয়াত্মক তোমার এই যে রূপ দেখিতেছি,—ইহাকে আমি উপাশ্রয় (প্রপত্তি) করিতেছি।

৩৭। হে ভুবনমঙ্গল, আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের উপাসনার যোগ্য তোমার এই স্বরূপ,—যাহা তুমি ধ্যানে দেখাইলে, সেই ভগবৎস্বরূপকে—আমরা নমস্কার এবং পরিচর্য্যা করি। অসৎপ্রসঙ্গ-দূষিত নরকভাক্ ব্যক্তিগণ এই নিত্যমূর্ত্তির আদর করে না।

অনুভাষ্য

অপ্রাকৃত কৃষ্ণকে নরাকৃতি দেখিয়াই পাষণ্ডগণের
প্রাকৃত মর্ত্ত্যবুদ্ধি ঃ—
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯।১১)—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তঃ সর্ব্বভূতমহেশ্বরম্ ॥ ৩৮ ॥

পাষণ্ডিগণের গতি ঃ—
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৬।১৯)—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ৩৯ ॥

গুর্ব্বজ্ঞা বা গুরু-বিরোধমূলে তর্কপন্থায় শ্রৌতপন্থা শক্তি-
পরিণামের অস্বীকার-হেতু বিবর্ত্তবাদ ঃ—

সূত্রের পরিণামবাদ, তাহা না মানিয়া ।
'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপে, 'ব্যাস ভ্রান্ত' বলিয়া ॥ ৪০ ॥

বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে লক্ষণা-বৃত্তিতে বেদান্তোপনিষদের কল্পিত
অর্থদ্বারা অসুর-পাষণ্ড-মোহন ঃ—

এই ত' কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায় ।
শাস্ত্র ছাড়ি' কুকল্পনা পাষণ্ডে বুঝায় ॥ ৪১ ॥

পরমার্থ ভগবৎকৃপা ছাড়িয়া বন্ধ্যা বিতণ্ডার আশ্রয় ঃ—

পরমার্থ-বিচার গেল, করি মাত্র 'বাদ' ।
কাঁহা মুঞি পাব, কাঁহা কৃষ্ণের প্রসাদ ॥ ৪২ ॥

শাঙ্করভাষ্য-মেঘকর্ত্তৃক বেদান্ত-সূর্য্যাচ্ছাদন ঃ—

ব্যাসসূত্রের অর্থ আচার্য্য করিয়াছে আচ্ছাদন ।
এই হয় সত্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বচন ॥ ৪৩ ॥

চৈতন্য-মতই 'সার' ; অদ্বৈতের মত, সবই 'অসার' ঃ—

চৈতন্য-গোসাঞি যেই কহে, সেই মত সার ।
আর যত মত, সেই সব ছারখার ॥" ৪৪ ॥

গৌরভক্ত প্রকাশানন্দের উক্তি ; উদ্ধারান্তে তাঁহার
'প্রবোধানন্দ' নামপ্রাপ্তির প্রমাণাভাব ঃ—

এত কহি' সেই করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ।
শুনি' প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন ॥ ৪৫ ॥

'কেবলাদ্বৈতবাদ স্থাপনার্থ শঙ্করের সাত্বতশাস্ত্র-খণ্ডনচেষ্টায়
'প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকতা' বা ভগবদ্-অবিশ্বাস ঃ—

"আচার্য্যের আগ্রহ—'অদ্বৈতবাদ' স্থাপিতে ।
তাতে সূত্রের ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে ॥ ৪৬ ॥
'ভগবত্তা' মানিতে 'অদ্বৈত' না যায় স্থাপন ।
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন ॥ ৪৭ ॥

কুতর্কমূলক মতবাদের ফল ঃ—

যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্ব-মত স্থাপিতে ।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাঁহা হৈতে ॥ ৪৮ ॥

ষড়্বিধ দার্শনিকের বিভিন্ন মতবাদ ও বৈদিক মত ঃ—

'মীমাংসক' কহে,—'ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ ।'
'সাংখ্য' কহে,—'জগতের প্রকৃতি কারণ ॥' ৪৯ ॥
'ন্যায়' কহে,—'পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয় ।'
'মায়াবাদী'—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে 'হেতু' কয় ॥ ৫০ ॥
'পাতঞ্জল' কহে,—'ঈশ্বর হয় স্বরূপ-আখ্যান ।'
বেদমতে কহে তাঁরে—'স্বয়ং ভগবান্' ॥ ৫১ ॥

ব্যাসকর্ত্তৃক ব্রহ্মসূত্রে সর্ব্বমতবাদ-খণ্ডন ঃ—

ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈলা আবর্ত্তন ।
সেই সব সূত্র লঞা 'বেদান্ত'-বর্ণন ॥ ৫২ ॥

'বেদান্ত'-মতে ব্রহ্ম—চিদ্বিলাস সবিশেষ বা সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ ঃ—

'বেদান্ত'-মতে,—ব্রহ্ম 'সাকার' নিরূপণ ।
'নির্গুণ'—ব্যতিরেকে, তিঁহো হয় ত' 'সগুণ' ॥ ৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৮। মনুষ্যের আকারধারী আমাকে মূঢ়লোকগণ অবজ্ঞা করে, অর্থাৎ আমার নিত্য চিন্ময়দেহকে মায়াশ্রিত বোধ করিয়া অবজ্ঞা করে ; কেননা, তাহারা সর্ব্বভূতমহেশ্বরস্বরূপ কৃষ্ণমূর্ত্তির সর্ব্বোত্তম চিন্ময় স্বভাবকে জানে না।

৩৯। আমার শ্রীমূর্ত্তিবিদ্বেষী ক্রূর নরাধমদিগকে এই সংসারে আসুরী প্রভৃতি যোনিতে আমি মুহুর্মুহুঃ নিক্ষেপ করি।

৪৫-৫৫। অন্য সন্ন্যাসীর ভক্তিসাপেক্ষ বচন শ্রবণ করত প্রকাশানন্দ সরস্বতী কহিতেছেন,—'শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ-স্থাপনে আগ্রহাতিশয়প্রযুক্ত সূত্রের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা কৃত

অনুভাষ্য

(নৈব স্বীকৃতঃ), তস্মৈ ভগবতে তুভ্যং নমঃ অনুবিধেম (বয়ম্ অনুবৃত্ত্যা নমস্করবাম)।

৩৮। সর্ব্বভূতমহেশ্বরং (সর্ব্বপ্রাণিনামধীশ্বরং মম) পরং ভাবম্ (অপ্রাকৃত-রসবিগ্রহ-তত্ত্বম্) অজানন্তঃ মূঢ়াঃ (অক্ষজজ্ঞান-মুগ্ধাঃ) মানুষীং (ভক্তেচ্ছাবশাৎ ভক্তাহ্লাদন-নিমিত্তাৎ মনুষ্যাকারাং) তনুং (শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপি) আশ্রিতং (ধৃতং) মাম্ (অবতীর্ণম্) অবজানন্তি (অবমন্যন্তে)।

৩৯। [মাং] দ্বিষতঃ (দ্বেষপরায়ণান্) ক্রূরান্ (হিংস্রান্) অশুভান্ (নিষিদ্ধাচাররতান্) নরাধমান্ তান্ (জনান্) এব সংসারেষু (জন্মমৃত্যুমার্গেষু) আসুরীষু যোনিষু (হিংসালোভসমন্বিতাসু তির্য্যক্-পশ্বাদি-যোনিষু) অজস্রং (পুনঃ পুনঃ) অহং ক্ষিপামি (তেষাং ভীষণাপরাধানাং তাদৃশমেব ফলং দদামীত্যর্থঃ)।

৪০। আদি, ৭ম পঃ ১২১-১২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

পরমত-খণ্ডনপূর্ব্বক নিজ-নিজ মতবাদ স্থাপনচেষ্টা ঃ—

পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে।
স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে ॥ ৫৪ ॥

অনিশ্চয়তামূলক মনোধর্ম্মী তর্কপন্থী ষড়্‌দর্শন ছাড়িয়া শ্রৌতপন্থী মহাজন বা শুদ্ধভক্তই আশ্রয়িতব্য ঃ—

তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি ॥ ৫৫ ॥

মহাভারত বনপর্ব্বে (৩১৩।১১৭)—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥৫৬

চৈতন্যসিদ্ধান্তবাণীই অনুসরণীয়া ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই 'তত্ত্ব'—সার ॥" ৫৭ ॥

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের প্রভুকে শুভ-সন্দেশ-জ্ঞাপনার্থ যাত্রা ঃ—

এ সব বৃত্তান্ত শুনি' মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
প্রভুরে কহিতে সুখে করিলা গমন ॥ ৫৮ ॥

কাশীতে দৈনিক নিয়মানুসারে পঞ্চনদে স্নানানন্তর প্রভুর শ্রীবিন্দুমাধব-দর্শনে যাত্রা ঃ—

হেনকালে মহাপ্রভু পঞ্চনদে স্নান করি'।
দেখিতে চলিয়াছেন 'বিন্দুমাধব হরি' ॥ ৫৯ ॥

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রমুখে ভক্ত-প্রকাশানন্দের কথা-শ্রবণে প্রভুর সুখ ঃ—

পথে সেই বিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিল।
শুনি' মহাপ্রভু সুখে ঈষৎ হাসিল ॥ ৬০ ॥

শ্রীবিন্দুমাধব-দর্শনে প্রভুর আবেশ ও নৃত্য ঃ—

মাধব-সৌন্দর্য্য দেখি' আবিষ্ট হইলা।
অঙ্গনেতে আসি' প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥ ৬১ ॥

চারি ভক্তের সঙ্কীর্ত্তন ঃ—

শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন।
চারিজন মিলি' করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৬২ ॥

নাম-সঙ্কীর্ত্তন ঃ—

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥" ৬৩ ॥

চতুর্দ্দিকে অসংখ্য লোকের হরিধ্বনি ঃ—

চৌদিকেতে লক্ষ লোক বলে 'হরি' 'হরি'।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভরি' ॥ ৬৪ ॥

সশিষ্য প্রকাশানন্দের তথায় আগমন ঃ—

নিকটে হরিধ্বনি শুনি' প্রকাশানন্দ।
দেখিতে কৌতুকে আইলা লঞা শিষ্যবৃন্দ ॥ ৬৫ ॥

প্রভুর নৃত্য ও প্রেম-মাধুর্য্যদর্শনে তাঁহারও কীর্ত্তন ঃ—

দেখিয়া প্রভুর নৃত্য, প্রেম, দেহের মাধুরী।
শিষ্যগণ-সঙ্গে সেই বলে 'হরি' 'হরি' ॥ ৬৬ ॥

ভাব-দর্শনে কাশীবাসীর বিস্ময় ঃ—

হর্ষ, দৈন্য, চাপল্যাদি 'সঞ্চারী' বিকার।
দেখি' কাশীবাসী লোকের হৈল চমৎকার ॥ ৬৭ ॥

লোকসংঘট্ট ও সন্ন্যাসি-দর্শনে প্রভুর ভাব-নৃত্য সম্বরণ ঃ—

লোকসংঘট্ট দেখি' প্রভুর 'বাহ্য' যবে হৈল।
সন্ন্যাসীর গণ দেখি' নৃত্য সম্বরিল ॥ ৬৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হইয়াছে। ভগবত্তা মানিলে 'অদ্বৈতবাদ' থাকে না। এইজন্য আচার্য্য ভগবত্তত্ত্ব-প্রতিপাদক অন্য সকল শাস্ত্রের খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, নিজমত-স্থাপনের জন্য শাস্ত্রের সহজ অর্থ পরিত্যাগ করাই 'মতবাদে'র নিয়ম। দেখ (১) **জৈমিন্যাদি মীমাংসকগণ** বেদের মূলতাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা ত্যাগ করিয়া **ঈশ্বরকে 'কর্ম্মের অঙ্গ'** করিয়া ফেলিয়াছেন। (২) **কপিলাদি নিরীশ্বর সাংখ্যকার** প্রকৃত বেদার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক **প্রকৃতিকে জগৎকারণ** বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৩) **গৌতম ও কণাদাদি ন্যায় ও বৈশেষিক-শাস্ত্রে পরমাণুকেই বিশ্বকারণ** বলিয়াছেন। (৪) সেইরূপ **অষ্টাবক্রাদি মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মকেই জগতের কারণ** বলিয়া দেখাইয়াছেন। (৫) **পতঞ্জলি** প্রভৃতি রাজযোগী তাঁহার **যোগশাস্ত্রোক্ত কল্পনাময় ঈশ্বরকে 'স্বরূপ-তত্ত্ব'** বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। এইসকল মতবাদপরায়ণ আচার্য্যগণ বেদসিদ্ধ স্বয়ং ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার খণ্ডভাবে (খণ্ড-প্রতীতিময়) একটী একটী 'মত' স্থাপন করিয়াছেন। ষড়্‌দর্শনের ছয় মত উত্তমরূপে আলোচনাপূর্ব্বক তত্তন্মত খণ্ডন করিয়া শ্রীব্যাসদেব **ভগবৎপ্রতিপাদক বেদসূত্র-সকল অবলম্বনপূর্ব্বক** বেদান্তসূত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। **বেদান্ত-মতে, ব্রহ্ম—সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ সাকার।** নির্ব্বিশেষবাদিগণ ব্রহ্মকে 'নির্গুণ' এবং বিশেষ-স্থলে ভগবান্‌কে 'সগুণ' (ত্রিগুণময়) বলিয়া প্রতিপাদন করেন ; বস্তুতঃ তত্ত্ববস্তু কেবল নির্গুণ বা ত্রিগুণাতীত নহেন ; পরন্তু তিনি—অনন্তচিদ্‌গুণরাশির আধার 'সগুণ' বিগ্রহ। মতবাদিগণের মতে পরমকারণ ঈশ্বর (বিষ্ণুকে) পাওয়া যায় না অর্থাৎ কেহই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বকারণকারণ বিষ্ণুকে মানেন না, (অথচ পর-মতখণ্ডনপূর্ব্বক নিজ নিজ মতবাদ স্থাপন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন) ; অতএব মহাজন যাহা বলেন, তাহাই 'সত্য' বলিয়া জানিতে হইবে।

অনুভাষ্য

৫৬। মধ্য, ১৭শ পঃ ১৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রভু ও প্রকাশানন্দ, উভয়ের পরস্পর বন্দনা ঃ—

প্রকাশানন্দের প্রভু বন্দিলা চরণ ।
প্রকাশানন্দ আসি' তাঁর ধরিল চরণ ॥ ৬৯ ॥

প্রভুর দৈন্য-জ্ঞাপন ঃ—

প্রভু কহে,—"'তুমি জগদ্গুরু পূজ্যতম ।
আমি তোমার না হই 'শিষ্যের শিষ্য' সম ॥ ৭০ ॥
শ্রেষ্ঠ হঞা কেনে কর হীনের বন্দন ।
আমার সর্ব্বনাশ হয়, তুমি ব্রহ্ম-সম ॥ ৭১ ॥
যদ্যপি তোমার সব ব্রহ্ম-সম ভাসে ।
লোকশিক্ষা লাগি' ঐছে করিতে না আইসে ॥" ৭২ ॥

প্রভুপদস্পর্শে প্রকাশানন্দের অপরাধ-মোচন জ্ঞাপন ঃ—

তেঁহো কহে,—"তোমার নিন্দা পূর্ব্বে যে করিল ।
তোমার চরণ-স্পর্শে, সব ক্ষয় গেল ॥ ৭৩ ॥

মুক্তগণেরও ভগবদপরাধফলে বন্ধন-দশা ঃ—

বাসনা-ভাষ্য-ধৃত পরিশিষ্ট-বচন—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্ ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥ ৭৪ ॥

ভগবৎপাদস্পর্শে অপরাধ-মোচন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৪।৯)—

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতম্ ॥" ৭৫ ॥

স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও লোকশিক্ষার্থ প্রভুর জগদ্গুরু আচার্য্যরূপে আপনাকে দীন জীবাভিমান ঃ—

প্রভু কহে,—"'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', আমি ক্ষুদ্র জীব হীন ।
জীবে বিষ্ণু মানি—এই অপরাধ-চিহ্ন ॥ ৭৬ ॥

পাষণ্ডের কার্য্য বা পরিচয় ঃ—

জীবে 'বিষ্ণু' বুদ্ধি করে—যেই ব্রহ্ম-রুদ্র-সম ।
নারায়ণে মানে, তারে 'পাষণ্ডীতে' গণন ॥ ৭৭ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

বৈষ্ণবতন্ত্র-বাক্য ও পাদ্মোত্তর-খণ্ডে (২৩।১২)—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥" ৭৮ ॥

প্রভুর প্রতি প্রকাশানন্দের দৃঢ় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা ঃ—

প্রকাশানন্দ কহে,—"তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্ ।
তবু যদি কর তাঁর 'দাস'-অভিমান ॥ ৭৯ ॥
তবু পূজ্য হও তুমি আমা সবা হৈতে ।
সর্ব্বনাশ হয়, এই তোমার নিন্দাতে ॥ ৮০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৪।৫)—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ ৮১ ॥

মহৎ বা বৈষ্ণবের নিন্দায় সর্ব্বনাশ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪।৪৬)—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ৮২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৫।৩২)—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥৮৩॥

অহঙ্কার ত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণচরণে প্রণামফলে শুদ্ধভক্তি-লাভ ঃ—

এবে তোমার পাদাব্জে উপজিবে ভক্তি ।
তথি লাগি' করি তোমার চরণে প্রণতি ॥" ৮৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৪। জীবন্মুক্তগণও যদি অচিন্ত্যমহাশক্তি ভগবানে অপরাধী হন, তাহা হইলে তাঁহারা পুনরায় সংসার-বাসনায় পতিত হন।

৭৫। সেই সর্প শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শে বিগতাশুভ হইয়া সর্প-শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদ্যাধরদিগের অর্চ্চিত পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইল।

অনুভাষ্য

৭৪। অচিন্ত্যমহাশক্তৌ (অপ্রাকৃত-চিচ্ছক্তিমতি) ভগবতি (অধোক্ষজে) যদি অপরাধিনঃ ভবন্তিঃ, তদা জীবন্মুক্তাঃ অপি পুনঃ সংসারবাসনাং (ভোগবাসনামূলম্ অনর্থং) যান্তি (লভন্তে)।

৭৫। ব্রজে একদা দেবযাত্রানুষ্ঠান-ক্রিয়ায় গোপ-রাজ শ্রীনন্দ সবান্ধবে সরস্বতী নদীতীরে উপস্থিত হইয়া ব্রতধারণপূর্ব্বক স্বয়ং বনমধ্যে শয়ান ছিলেন, এমন সময় অঙ্গিরস-ঋষিগণকে উপহাস-ফলে তাঁহাদের অভিশাপে সর্প-যোনিপ্রাপ্ত সুদর্শন-নামক গন্ধর্ব্ব নন্দকে আক্রমণ করায়, নন্দের কাতর আহ্বানে কৃষ্ণ আসিয়া উহাকে চরণদ্বারা প্রহার করিয়া নন্দকে সর্পকবল হইতে রক্ষা করেন। কৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শফলে সর্পের যে অশুভ দূর হইয়াছিল, তাহা শ্রীশুক পরীক্ষিৎকে বর্ণন করিতেছেন,—

সঃ (সর্পঃ) বৈ ভগবতঃ (কৃষ্ণস্য) শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ (শ্রীমতঃ পাদস্য স্পর্শেন হতম্ অশুভম্—অঙ্গিরসাং বিরূপ-দর্শনাৎ তান্ উপহসনেন তেভ্যঃ শাপরূপং যস্য তথাভূতঃ সন্) সর্পবপুঃ (সর্পযোনিমিত্যর্থঃ) হিত্বা (পরিত্যজ্য) বিদ্যাধরার্চ্চিতং (বিদ্যাধরেষু অর্চ্চিতং পূজিতং) রূপং ভেজে (প্রাপ)।

৭৮। মধ্য, ১৮শ পঃ ১১৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮১। মধ্য, ১৯শ পঃ ১৫০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮২। মধ্য, ১৫শ পঃ ২৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৩। মধ্য, ২২শ পঃ ৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সকলের তথায় উপবেশন ও প্রকাশানন্দের প্রভু-মুখে শঙ্করের মায়াবাদ-সমালোচনা ও ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য-শ্রবণেচ্ছা ঃ—

এত বলি' প্রভুরে লঞা তথা বসিল ।
প্রভুরে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিল ॥ ৮৫ ॥
"মায়াবাদে করিলা যত দোষের আখ্যান ।
সবে এই জানি' আচার্য্যের কল্পিত ব্যাখ্যান ॥ ৮৬ ॥
সূত্রের করিলা তুমি মুখ্যার্থ-বিবরণ ।
তাহা শুনি' সবার হৈল চমৎকার মন ॥ ৮৭ ॥
তুমি ত' ঈশ্বর, তোমার আছে সর্ব্বশক্তি ।
সংক্ষেপরূপে কহ তুমি, শুনিতে হয় মতি ॥" ৮৮ ॥

শ্রৌতপন্থী প্রভুর দৈন্যক্রমে আপনাকে শিষ্যরূপী দীন জীবাভিমানে ব্যাস-গুরু-পূজা ঃ—

প্রভু কহে,—"আমি 'জীব', অতি তুচ্ছ-জ্ঞান !
ব্যাসসূত্রের গম্ভীর অর্থ, ব্যাস—ভগবান্ ॥ ৮৯ ॥

জীবহিতার্থ ব্যাসদেব স্বয়ং সূত্রকার হইয়াও ভাষ্যকার, তাহাতেই যথার্থ তাৎপর্য্য-বোধ-সৌকর্য্য ঃ—

তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে ।
অতএব আপনে সূত্রার্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে ॥ ৯০ ॥
যেই সূত্রকর্ত্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান ।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান ॥ ৯১ ॥

বেদ-বৃক্ষের বীজ—প্রণব, মাতা (অঙ্কুর)—গায়ত্রী, ফল—চতুঃশ্লোকী ভাগবত ঃ—

প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয় ।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয় ॥ ৯২ ॥

ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে আম্নায়-পারম্পর্য্যে ভাগবত-কীর্ত্তন-বর্ণন ঃ—

ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিলা ।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈলা ॥ ৯৩ ॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিলা ।
শুনি' বেদব্যাস মনে বিচার করিলা ॥ ৯৪ ॥

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ চতুঃশ্লোকী-বিস্তার বা ভাগবত-রচনা-সঙ্কল্প ঃ—

'এই অর্থ—আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ ।
'ভাগবত' করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ॥' ৯৫ ॥

বেদ ও উপনিষৎসমূহের সার-সমুদ্ধার ঃ—

চারিবেদ-উপনিষদে যত কিছু হয় ।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিলা সঞ্চয় ॥ ৯৬ ॥

সূত্রের আকরস্বরূপ শ্রুতিমন্ত্রসমূহই ভাগবতে শ্লোকাকারে নিবদ্ধ ঃ—

যেই সূত্রে যেই ঋক্—বিষয়-বচন ।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন ॥ ৯৭ ॥

একই উপনিষন্মন্ত্রার্থ ভাগবত-শ্লোকে ব্যক্ত ঃ—

অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত ।
ভাগবত-শ্লোক, উপনিষৎ কহে 'এক' মত ॥ ৯৮ ॥

দৃষ্টান্ত ; সকলই বিষ্ণুময়, তদ্ব্যতীত বস্তু নাই, ভোক্তৃবুদ্ধি-ত্যাগপূর্ব্বক যুক্তবৈরাগ্যের সহিত সমস্ত বিষয় বিষ্ণুসম্বন্ধি বা বিষ্ণুভোগ্যজ্ঞানে সেব্য ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৮।১।১০)—

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্ ॥ ৯৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৮। সংক্ষেপরূপে কহ—প্রত্যেক সূত্রের মুখ্যার্থ যাহা আপনি কহিয়াছিলেন, তাহা আমি শুনিয়াছি। সম্প্রতি আমি বেদান্তের মুখ্য তাৎপর্য্য সংক্ষিপ্তরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি।

৯৪-৯৫। প্রণবই সর্ব্ববেদের 'মহাবাক্য' ; সেই প্রণবে যে অর্থ আছে, তাহাই গায়ত্রীতে আছে এবং সেই অর্থ শ্রীভাগবতে 'অহমেবাসমেবাগ্রে' এই শ্লোক হইতে ৪টী শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ, নারদ হইতে শ্রীব্যাস,—এইরূপ সৎসম্প্রদায়-ক্রমান্বয়ে বেদসকল ও তাহার তাৎপর্য্য শ্রীভাগবতে আসিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতই 'ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য'-স্বরূপ।

৯৭। ঋক্—বেদমন্ত্র ; বিষয়বচন—উদ্দেশ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে।

৯৯। যাহা কিছু এই জগতে দেখিতেছ, সমস্তই অর্থাৎ এই বিশ্বই আত্মাকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত। হে জীবসকল, সেই আত্মাই তোমাদের নিয়ন্তা ও পাতা, তাঁহার প্রসাদদত্ত দ্রব্য বলিয়া জগতের সমস্ত দ্রব্য ভোগ কর ; অন্যের ধন হরণ করিও না। তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্রহ্মসূত্রের ঈশোপনিষদের 'ঈশাবাস্যমিদং জগৎ'-মন্ত্র অর্থাৎ শ্রুতিমন্ত্র বিষয়-বচন আছে, শ্রীমদ্ভাগবতে সেই ঋক্ (মন্ত্র) "আত্মাবাস্যমিদং" বলিয়া শ্লোক নিবদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ সমস্ত সূত্রেরই ঋক্-বচনসকল ভাগবত-শ্লোকে নিবদ্ধ আছে।

অনুভাষ্য

৯৯। পরীক্ষিৎ স্বায়ম্ভুব-মনুর বংশাবলী শ্রবণ করিয়া অন্যান্য মনুগণের বিষয় ও মন্বন্তরাবতারসমূহের ক্রিয়াকলাপ জিজ্ঞাসা করায়, শ্রীশুক প্রথমে মনুর উক্তি বলিতেছেন,—

জগত্যাং (লোকে) যৎ কিঞ্চিৎ জগৎ (বদ্ধজীবভোগ্যং মায়াশক্তিপরিণতম্ ইন্দ্রিয়সুখকরং, তৎ) ইদং বিশ্বং (সর্ব্বম্) আত্মাবাস্যং (প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন অপ্রাকৃতদর্শনেন

আদি চতুঃশ্লোকী-ভাগবতে সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন নিরূপিত ঃ—

ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন ।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ ॥ ১০০ ॥

ব্রহ্মার নিকট শ্রীকৃষ্ণের চতুঃশ্লোকীস্থ তত্ত্বত্রয়ের সংক্ষেপে ব্যাখ্যা—বিষয়বোধরূপ ভগবৎস্বরূপনির্দ্ধারণই কেবল চিন্মাত্রময় 'জ্ঞান', আশ্রয়ের চিদ্বিলাসানুভবরূপ ভগবৎস্ফূর্ত্তিই 'বিজ্ঞান', রহস্য বা প্রেমাই 'প্রয়োজন', তদঙ্গ সাধনভক্তিই 'অভিধেয়' ঃ—

'আমি—'সম্বন্ধ'-তত্ত্ব, আমার জ্ঞান-বিজ্ঞান ।
আমা পাইতে সাধন-ভক্তি 'অভিধেয়'-নাম ॥ ১০১ ॥
সাধনের ফল—'প্রেম' মূল-প্রয়োজন ।
সেই প্রেমে পায় জীব আমার 'সেবন' ॥ ১০২ ॥

ছয়টী শ্লোকমধ্যে চতুঃশ্লোকী ব্যতিরিক্ত এই শ্লোকে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বর্ণন ; জ্ঞান ও বিজ্ঞানই 'সম্বন্ধ', রহস্যই 'প্রয়োজন', তদঙ্গই 'অভিধেয়' ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩০)—

জ্ঞানং মে পরমগুহ্যং যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্ ।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ১০৩ ॥

অবরোহ-পন্থায় ভগবৎকৃপাপ্রভাবে তত্ত্বস্ফূর্ত্তি ঃ—

এই 'তিন' তত্ত্ব আমি কহিনু তোমারে ।
'জীব' তুমি এই তিন নারিবে জানিবারে ॥ ১০৪ ॥

নামরূপগুণলীলাময় ভগবান্ কেবল 'নির্ব্বিশেষ' নহেন ঃ—

যৈছে আমার 'স্বরূপ', যৈছে আমার 'স্থিতি' ।
যৈছে আমার গুণ, কর্ম্ম, ষড়ৈশ্বর্য্য-শক্তি ॥ ১০৫ ॥
আমার কৃপায় এই সব স্ফুরুক তোমারে ।'
এত বলি' তিন তত্ত্ব কহিলা তাঁহারে ॥ ১০৬ ॥

ছয়টী শ্লোকমধ্যে চতুঃশ্লোকী ব্যতিরিক্ত এই শ্লোকে কৃপারূপ আশীর্ব্বাদ-বর্ষণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩১)—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ১০৭ ॥

চতুঃশ্লোকী-ব্যাখ্যারম্ভ ; তন্মধ্যে প্রথম শ্লোকে সম্বন্ধ-তত্ত্ব অহং-শব্দ-বাচ্য স্বরূপশক্তিমান্ নিত্য-সত্য-সনাতন-বিগ্রহ কৃষ্ণের 'জ্ঞান'-লক্ষণ ঃ—

'সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি ত' হইয়ে ।
'প্রপঞ্চ', 'প্রকৃতি', 'পুরুষ' আমাতেই লয়ে ॥ ১০৮ ॥
সৃষ্টি করি' তার মধ্যে আমি ত' বসিয়ে ।
প্রপঞ্চ যে দেখ সব, সেহ আমি হইয়ে ॥ ১০৯ ॥
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি 'পূর্ণ' হইয়ে ।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে ॥' ১১০ ॥

চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোক ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩২)—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্ ।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ১১১ ॥

শ্লোক-তাৎপর্য্য—কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব ঃ—

"অহমেব"-শ্লোকে 'অহম্'—তিনবার ।
পূর্ণৈশ্বর্য্য-বিগ্রহের স্থিতির নির্দ্ধার ॥ ১১২ ॥

নিরাকারবাদীকে খণ্ডন ঃ—

যে 'বিগ্রহ' নাহি মানে, 'নিরাকার' মানে ।
তারে তিরস্করিবারে করিলা নির্দ্ধারণে ॥ ১১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৪। জীব তুমি—হে ব্রহ্মন্, তুমি—'জীব' ; আমার কৃপা ব্যতীত পরম গুহ্য জানিতে পারিবে না।

অনুভাষ্য

আত্মনা ভগবতা আবাস্যং সত্তা-চৈতন্যাভ্যাং ব্যাপ্যং) তেন (হেতুনা) ত্যক্তেন (সেবাকামায় ভগবদর্পণেন, যদ্বা,) তেন (ঈশ্বরেণ) ত্যক্তেন (কিঞ্চিৎ ত্যক্তং দত্তং যদ্ধনং তেনৈব ভগবত্ত্যক্তোচ্ছিষ্টত্বেনেত্যর্থঃ) ভুঞ্জীথাঃ (গৃহাণ, স্বীকুর্ব্বিত্যর্থঃ) ; কস্যচিৎ (জড়ভোক্তৃবুদ্ধ্যা আসক্তস্য জনস্য সম্বন্ধে) ধনং (ভগবদিতর-মায়া-দর্শনার্থ প্রাকৃত-বিষয়ভোগাদিকং) মা গৃধঃ (নৈবাকাঙ্ক্ষীঃ ;—তথা চ শ্রুতিঃ "ঈশাবাস্যমিদম্" ইতি যথা-শ্লোকমেব)।

১০৩। আদি, ১ম পঃ ৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

১০৪। এই তিন—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন।

১০৭। আদি, ১ম পঃ ৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১১। আদি, ১ম পঃ ৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১২। 'অহমেব'-শ্লোকে তিনবার 'অহম্' শব্দ আছে। প্রথম চরণে 'অহমেব'-পদে, তৃতীয়-চরণে 'পশ্চাদহং'-পদে এবং চতুর্থ-চরণে 'সোঽস্ম্যহং'-পদে 'অহং'-শব্দ বর্ত্তমান ; এতদ্দ্বারা ভগবানের ব্যক্তিগত বিগ্রহ নির্দ্ধারিত হইল—তিনি কেবল নির্ব্বিশেষ নহেন।

১১৩। নির্ব্বিশেষবাদী ভগবানের ব্যক্তিগত সবিশেষ বিগ্রহ স্বীকার করেন না বলিয়া তাঁহার বিচার যে ভ্রমপূর্ণ ও সর্ব্বতো-ভাবে ত্যাজ্য—এ কথা হৃদয়ে ধারণা করাইবার জন্য তিনবার 'অহমেব' বলিয়া 'সম্বন্ধ' স্থাপন করিলেন।

দ্বিতীয় শ্লোকে 'অন্তরঙ্গ-স্বরূপ' ব্যতীত 'তটস্থ-জীব' ও 'বহিরঙ্গা গুণ-মায়া'-শক্তির লক্ষণ ও তৎপ্রতীতি-বিচার ; জীবও গুণ-মায়াতীত-স্বরূপ, বা অন্তরঙ্গ-দর্শনে নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ স্বরূপানুভব, বা—'বিজ্ঞান' ; জীব বা গুণমায়া-দর্শন 'স্বরূপ-দর্শন' নহে ঃ—

এই সব শব্দে হয়—'জ্ঞান'-'বিজ্ঞান'-বিবেক ।
মায়া-কার্য্য, মায়া হৈতে আমি—ব্যতিরেক ॥ ১১৪ ॥

সূর্য্য, আভাস ও তমঃ—একই বস্তুর বিভিন্ন প্রতীতির দৃষ্টান্ত ঃ—

যৈছে সূর্য্যের স্থানে ভাসয়ে 'আভাস' ।
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ ॥ ১১৫ ॥

'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান' লইয়াই সম্বন্ধ-তত্ত্ব নিরূপিত ঃ—

মায়াতীত হৈলে হয় আমার 'অনুভব' ।
এই 'সম্বন্ধ'-তত্ত্ব কহিলুঁ, শুন আর সব ॥ ১১৬ ॥

চতুঃশ্লোকীর দ্বিতীয় শ্লোক ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩৩)—

ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ১১৭ ॥

তৃতীয় শ্লোকে শ্রৌতপন্থায় দেশকালপাত্রদশা-নিরপেক্ষ অভিধেয় সাধন-ভক্তির আবশ্যকতা বিচার ঃ—

'অভিধেয়' সাধনভক্তির শুনহ বিচার ।
সর্ব্ব-জন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যার ॥ ১১৮ ॥

সাধনভক্তির অভিধেয়—চতুর্ব্বর্গাতীত ঃ—

'ধর্ম্মাদি' বিষয়ে যৈছে এ 'চারি' বিচার ।
সাধন-ভক্তি—এই চারি বিচারের পার ॥ ১১৯ ॥

সদ্‌গুরুর সেবা ও পরিপ্রশ্নদ্বারা দিব্যজ্ঞানলাভের সঙ্গে শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব-শ্রবণের আবশ্যকতা ঃ—

সর্ব্ব-দেশ-কাল-দশায় জনের কর্ত্তব্য ।
গুরু-পাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ॥ ১২০ ॥

চতুঃশ্লোকীর তৃতীয় শ্লোক ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩৫)—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ১২১ ॥

চতুর্থ-শ্লোকে অভিধেয়ের অঙ্গী 'রহস্য' বা প্রয়োজন-বর্ণন ; ভক্ত-হৃদয়ে ভক্তপ্রেমবশ ভগবান্ ও ভগবদ্‌হৃদয়ে ভগবৎপ্রেমবশ ভক্ত—পরস্পর সমাশ্লিষ্ট বা আলিঙ্গিত-বিগ্রহ ; ভক্ত ও ভগবানে অচিন্ত্যভেদাভেদ ঃ—

আমাতে যে 'প্রীতি', সেই 'প্রেম'—'প্রয়োজন' ।
কার্য্যদ্বারে কহি তার স্বরূপ-লক্ষণ ॥ ১২২ ॥
পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে-বাহিরে ।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে-অন্তরে ॥ ১২৩ ॥

চতুঃশ্লোকীর চতুর্থ শ্লোক ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩৪)—

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু ।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥ ১২৪ ॥

ভক্তের প্রেমপাশে ভগবান্ আবদ্ধ ঃ—

ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয়-কমলে ।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখয়ে আমারে ॥ ১২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৯। গুরুর নিকট শিক্ষা করিবার জন্য যেরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিটী তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে, তত্ত্বশাস্ত্রেও তদ্রূপ বিচার করিবার জন্য 'জ্ঞান', 'বিজ্ঞান', 'তদঙ্গ' ও 'তদ্রহস্যে'র উপদেশ হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, ধর্ম্মাদি চারিটী বিষয়—সামান্য সংসার-নীতির অনুগত। এই তাত্ত্বিক চারিটীর (জ্ঞানাদি) বিচার সেরূপ নয় ; তাত্ত্বিক চারিটীর মধ্যে প্রাথমিক যে সাধনভক্তি, তাহাও ধর্ম্মাদি চারিটী তত্ত্বের উপর বা শ্রেষ্ঠ।

অনুভাষ্য

১১৬। জ্ঞান—শাস্ত্রোত্থ, বিজ্ঞান—অনুভব ; গুরু বা শাস্ত্র ব্যতীত অন্য মূল হইতে আগত বিবেক—অনেক সময় মনোধর্ম্ম বা নির্ব্বিশেষপর। নিজানুভূতি হইতে বিবেক উদিত হইলে ভগবদ্বিগ্রহের উপলব্ধি হয়। ভগবানের নিজ-বিগ্রহ—মায়া ও মায়িক কার্য্য হইতে ভিন্ন। বিজ্ঞানের অনুদয়ে জীবের সেই বোধ হয় না। যেরূপ সূর্য্যে রশ্মি প্রকাশিত, কিন্তু রশ্মি—সূর্য্য হইতে ভিন্ন, আবার সূর্য্য ব্যতীত রশ্মির স্বতন্ত্র প্রকাশও সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ ও মায়া—এই দুইটীর (বিজাতীয়) বিভিন্ন প্রতীতি জীব মায়াতীত না হইলে অনুভব করেন না অর্থাৎ মায়ান্তর্গত বুদ্ধিতে ভগবদ্‌বিগ্রহ বুঝা যায় না।

১১৭। আদি, ১ম পঃ ৫৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৮। অভিধেয় 'সাধনভক্তি' সকল পাত্র, দেশ, কাল এবং অবস্থায় ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

১২১। আদি, ১ম পঃ ৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৩। যেরূপ প্রাণিগণের ভিতরে এবং বাহিরে পঞ্চভূত, তদ্রূপ আমি ভক্তগণের ভিতরে ও বাহিরে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হই। ভক্তগণ আপনাদিগকে ভগবানের প্রীতিসেবার উপকরণ-বিগ্রহ জানেন এবং ভক্তেতর বস্তুদিগকেও ভগবৎপ্রীতিসেবার উপকরণমাত্রই জানেন।

১২৪। আদি, ১ম পঃ ৫৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৫৫)—

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥ ১২৬

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪৫)—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ১২৭ ॥

চিন্ময় আশ্রয়ের সর্ব্বত্র কৃষ্ণসম্বন্ধি-চিন্ময়বস্তু-দর্শন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।৪)—

গায়ন্ত উচ্চৈরমুমেব সংহতাঃ বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥১২৮॥

ভাগবতে সর্ব্বত্র সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব বর্ণিত ঃ—

অতএব ভাগবতে এই 'তিন' কয়।
সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-ময় ॥ ১২৯ ॥

সম্বন্ধ-দ্যোতক শ্লোকের দৃষ্টান্ত ঃ—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১৩০ ॥

ভাগবতের সর্ব্বত্র অভিধেয় 'কৃষ্ণভক্তি' বর্ণিত ঃ—

এই—'সম্বন্ধ', শুন 'অভিধেয়'-ভক্তি।
ভাগবতে প্রতি-শ্লোকে ব্যাপে যার স্থিতি ॥ ১৩১ ॥

অভিধেয়-দ্যোতক শ্লোকের দৃষ্টান্ত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।২১)—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ ১৩২ ॥

প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমের 'বাহ্য' লক্ষণ ঃ—

এবে শুন, প্রেম, যেই—মূল 'প্রয়োজন'।
পুলকাশ্রু-নৃত্য-গীত—যাহার লক্ষণ ॥ ১৩৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৬। সর্ব্বপাপবিনাশক হরি অবশে অভিহিত হইলেও যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, প্রণয়রজ্জুদ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম যাঁহার হৃদয়ে আবদ্ধ আছে, তিনিই 'ভাগবত-প্রধান'।

১২৮। একত্র মিলিত গোপীগণ কৃষ্ণগুণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় একবন হইতে অন্যবনে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং আকাশের ন্যায় বহিঃ ও অন্তঃস্থিতঃ সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণের বিষয়ে বনস্পতিদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

অনুভাষ্য

১২৬। বিদেহরাজ নিমি ত্রিবিধ ভক্ত বা ভাগবতের লক্ষণ, আচরণ ও তারতম্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায়, তদুত্তরে নব-যোগেন্দ্রের অন্যতম হবি-ঋষি কহিলেন,—

অবশাভিহিতঃ (অবশেন কীর্ত্তিতঃ) অপি অঘৌঘনাশঃ (অঘৌঘম্ অপরাধপুঞ্জং নাশয়তি যঃ সঃ) হরিঃ (এব) সাক্ষাৎ যস্য হৃদয়ং ন বিসৃজতি (মুঞ্চতি), প্রণয়রসনয়া (প্রেমরজ্জুনা) ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ (ধৃতম্ অন্তর্বদ্ধম্ অঙ্ঘ্রিপদ্মং চরণকমলং যেন সঃ) সঃ ভাগবতপ্রধানঃ (ইতি) উক্তঃ ভবতি।

১২৭। মধ্য, ৮ম পঃ ২৭৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৮। রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ শ্রীরাধার সহিত অন্তর্হিত হওয়ায় কৃষ্ণগতচিত্তা কৃষ্ণময়ী গোপীগণ কৃষ্ণের বিবিধ চেষ্টা অনুকরণপূর্ব্বক বিরহসন্তপ্তা হইয়া ইতস্ততঃ তাঁহার অন্বেষণ করিতেছেন, শ্রীশুকদেব তাহা পরীক্ষিতের নিকট কীর্ত্তন করিতেছেন,—

সংহতাঃ (অন্যোঽন্যং সম্মিলিতাঃ সত্যঃ) উচ্চৈঃ গায়ন্ত্যঃ বনাদ্ বনং (বনান্তরম্) অমুং (কৃষ্ণম্) এব উন্মত্তকবৎ বিচিক্যুঃ (অমৃগয়ন্); আকাশবৎ (মহাভূতবৎ) ভূতেষু (প্রাণিষু) বহিঃ অন্তরং (মধ্যে) সন্তং (বর্ত্তমানং) পুরুষং (প্রেমবিবর্ত্তবশাৎ সর্ব্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্ত্তয়ঃ সত্যঃ) বনস্পতীন্ (চেতন-ময়ান্ দৃষ্টা) পপ্রচ্ছুঃ (জিজ্ঞাসয়ামাসুঃ)।

১৩০। আদি ২য় পঃ ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩১। এখানে পাঠান্তরে আরও দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে,—(১) ভাঃ (৩।৫।২৩)—"ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ। আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ।।" অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব ভগবানের সহিত একীভূত ছিল; জীবের অর্থ-স্বরূপ এবং বৈকুণ্ঠাদি নানা বৈভবোপলক্ষণযুক্ত হইয়া তৎকালে সৃষ্ট্যাদির ইচ্ছা তাঁহাতেই লীন ছিল এবং সেই ভগবানই অদ্বয়-তত্ত্বরূপে বিরাজিত ছিলেন। (২) ভাঃ (১।৩।২৮)—'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।।"

ভাগবতের প্রতি-শ্লোকেই অভিধেয় সাধনভক্তির কথা রহিয়াছে।

১৩২। মধ্য, ২০শ পঃ ১৩৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

এখানে পাঠান্তরে আরও দুইটী শ্লোক অধিক উদ্ধৃত হইয়াছে, দেখা যায়;—(১) ভাঃ ১১।১৪।১৯—'ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা।।" আদি ১৭পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। (২) ভাঃ ১১।২।৩৫—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ। তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা।।" মধ্য ২০।১১৯ দ্রষ্টব্য।

প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম-দ্যোতক শ্লোকের দৃষ্টান্ত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৩।৩১)—

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্ ।
ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ॥ ১৩৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৯)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥১৩৫

অতএব ব্রহ্মসূত্র ও ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ভাগবত—একই অর্থ প্রতিপাদক ঃ—

অতএব ভাগবত—সূত্রের 'অর্থ'রূপ ।
নিজ-কৃত সূত্রের নিজ-'ভাষ্য'-স্বরূপ ॥ ১৩৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—(১) ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, (২) ভারতার্থ-তাৎপর্য্য, (৩) গায়ত্রীভাষ্য ও (৪) বেদার্থ-বিস্তার ঃ—

গরুড়পুরাণ-বাক্য—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ॥ ১৩৭ ॥

"ভারতাদি স্মৃত্যৈতিহ্যার্থ-বিনির্ণয়" ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।৪২)—

সর্ব্ব-বেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥ ১৩৮ ॥

"ব্রহ্মসূত্রার্থ" ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।১৩।১৫)—

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে ।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥ ১৩৯ ॥

"গায়ত্রীভাষ্যরূপ" ঃ—

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভন ।
'সত্যং পরং"—সম্বন্ধ, "ধীমহি"—সাধনে প্রয়োজন॥১৪০

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১-২)—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৪। অঘসমূহ-হরণকারী হরিকে পরস্পর স্মরণ করিতে করিতে ও স্মরণ করাইতে করাইতে তাঁহারা সাধনভক্তি-সঞ্জাত-প্রেমভক্তিদ্বারা উৎপুলকিত তনু ধারণ করেন।

১৩৭। এই শ্রীমদ্ভাগবত—ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্যনির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য-দ্বারা সম্বর্দ্ধিত। এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ ১৮,০০০ শ্লোকপূর্ণ।

১৩৮। সমস্ত বেদ ও ইতিহাস হইতে সমুদ্ধৃত সারস্বরূপ (শ্রীমদ্ভাগবত স্বপুত্র শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করাইলেন)।

১৩৯। শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্ত-সার বলিয়া বলা যায়, ভাগবতের রসামৃততৃপ্ত পুরুষের অন্য কোন শাস্ত্রে রতি হয় না।

অনুভাষ্য

১৩৪। বসুদেবের নিকট শ্রীনারদ ভাগবতধর্ম্ম-বর্ণনমুখে বিদেহরাজ নিমি ও নবযোগেন্দ্র-সংবাদ কীর্ত্তন করিতেছেন। 'দেহাত্মবুদ্ধি নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ কিরূপে মায়াকে সহজে জয় করিতে পারে?'—নিমির এই প্রশ্নের উত্তরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম প্রবুদ্ধ-ঋষি বদ্ধজীবের গুরুপাদাশ্রয়পূর্ব্বক নিরপরাধে কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তি সাধন করিতে করিতে অনর্থ-নিবৃত্তির পর সাধ্য ভাবভক্তি-প্রাপ্তির অবস্থা বর্ণন করিতেছেন,—

[এবং বর্ত্তমানানাং সাধকানাং] ভক্ত্যা (সাধনভক্ত্যা) সঞ্জাতয়া (লব্ধয়া প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা) অঘৌঘহরং (পাপপুঞ্জং হরতি বিনাশয়তি যঃ তং) হরিং স্মরন্তঃ মিথঃ (পরস্পরং) স্মারয়ন্তঃ (সঙ্কীর্ত্তয়ন্তঃ) চ [তে ভক্তাঃ] উৎপুলকাং (রোমাঞ্চিতং) তনুং বিভ্রতি (ধরন্তি)।

১৩৫। আদি, ৭ম পঃ ৯৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৭। অয়ং (ভাগবতাভিধঃ গ্রন্থঃ) ব্রহ্মসূত্রাণাং (উত্তর-মীমাংসাখ্য-বেদান্তসূত্রাণাম্) অর্থঃ (ভাষ্যত্বেন অভিধেয়রূপঃ) ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ (মহাভারতস্য অর্থানাং নির্ণয়ঃ যস্মিন্ সঃ) অসৌ (মহাগ্রন্থঃ) গায়ত্রীভাষ্যরূপঃ (বেদমাতুঃ ব্রহ্মগায়ত্র্যাঃ তাৎপর্য্যপ্রকাশকঃ) বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ (বেদার্থৈঃ সংবর্দ্ধিতঃ) চ অষ্টাদশসাহস্রঃ (অষ্টাদশসহস্রৈঃ শ্লোকৈঃ পরিনির্ম্মিতঃ) শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ (শ্রীমদ্ভাগবত-নামা) গ্রন্থঃ।

এখানে পাঠান্তরে একটী অধিক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—"পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ। দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।।"

১৩৮। সর্ব্ববেদেতিহাসানাং (সকল-নিগমৈতিহ্যানাং) সমুদ্ধৃতং (সংগৃহীতং, সঙ্কলিতঃ) সারং সারং (সর্ব্বোৎকৃষ্টভাগ-স্বরূপং, শ্রীমদ্ভাগবতং স্বসুতং গ্রাহয়ামাসেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)।

১৩৯। মহাভাগবত শ্রীসূত শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণন শেষ করিয়া অষ্টাদশ মহাপুরাণের শ্লোকসংখ্যা নির্দ্দেশপূর্ব্বক উপসংহারেও শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন,—

সর্ব্ববেদান্তসারং (সকলোপনিষদ্ব্রহ্মসূত্রাণাম্ উৎকৃষ্টভাগঃ) হি শ্রীভাগবতম্ ইষ্যতে (অভিধীয়তে) যতঃ তদ্রসামৃত-তৃপ্তস্য (তস্য ভাগবতস্য রস এব অমৃতং তেন তৃপ্তস্য জনস্য) অন্যত্র

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্ ।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কিতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥১৪২॥

'কৃষ্ণভক্তি-রসস্বরূপ' শ্রীভাগবত ।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥ ১৪৩ ॥

"বেদার্থপরিবৃংহিত"—বেদের প্রপক্ক ফল ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।৩)—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্ ।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥১৪৪

ভাগবতে জড়সুলভ তৃপ্তি নাই ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১৯)—

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমশ্লোকবিক্রমে ।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ১৪৫ ॥

ভাগবতেই শ্রুতিতাৎপর্য্য নিহিত ঃ—

অতএব ভাগবত করহ বিচার ।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থ-সার ॥ ১৪৬ ॥

নিরন্তর কীর্ত্তনে আদেশ, নামাভাসে মুক্তি ঃ—

নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
হেলায় 'মুক্তি' পাবে, পাবে প্রেমধন ॥ ১৪৭ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮।৫৪)—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি না কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ১৪৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।২১) শ্লোকে শ্রীধর-ধৃত সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্যকার ব্যাখ্যা ও নৃসিংহতাপনীতে (২।৫।১৬)—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥ ১৪৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।১।৯)—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া ।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ১৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৪। এই ভাগবতশাস্ত্র বেদরূপ কল্পতরুর গলিত ফল ও শুকদেবের মুখামৃতদ্রবসংযুক্ত, হে রসিকসকল, এই রসস্বরূপ ফলকে সর্ব্বদা পান কর। হে ভাবুকসকল, রসতত্ত্বের পরমলয় অর্থাৎ নিমগ্নভাব যাবৎ না হয়, তাবৎ এইজগতে (অপ্রাকৃত) ভাবুকরূপে ভাগবতের আস্বাদন কর, নিমগ্ন হইলেও এই পরম রস আবার নিত্যই পান করিতে থাকিবে।

১৪৫। আমরা উত্তমঃশ্লোক কৃষ্ণের বিক্রম যত শুনিতেছি, ততই আমাদের তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইতেছে, তৃষ্ণোপশমরূপ তৃপ্তি হইতেছে না ; কেননা, রসজ্ঞ শ্রোতৃগণের কৃষ্ণকথায় পদে পদে স্বাদের উদয় হয়।

অনুভাষ্য

(শাস্ত্রাদৌ ভাগবতেতর-জনাদিষু বা) ক্বচিৎ (কদাচিদপি) রতিঃ ন স্যাৎ (ন সম্ভবেৎ)।

১৪০। এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের আরম্ভ-শ্লোকেই গায়ত্রীর অর্থ। পরম সত্যই 'সম্বন্ধ', ধ্যানচেষ্টা বা সাধনভক্তির অনুষ্ঠানই 'অভিধেয়' এবং প্রাপ্ত-ফল ধ্যান বা প্রেমভক্তিই অভিধেয়ের প্রাপ্য 'প্রয়োজন' ফল।

১৪১। মধ্য, ৮ম পঃ ২৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪২। আদি, ১ম পঃ ৯১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪৩। শ্রীভাগবত—কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ। ভগবদ্বাণীময় বেদশাস্ত্র—বৃক্ষসদৃশ, শ্রীমদ্ভাগবত—সেই বৃক্ষের প্রপক্ক ফল, সুতরাং বেদ অপেক্ষা তারতম্য-বিচারে পরম-মহত্তর।

১৪৪। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় শ্লোকে আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন,—

অনুভাষ্য

অহো (হে) রসিকাঃ (ভগবৎসেবারসবিদঃ,) ভাবুকাঃ (রসবিশেষভাবনচতুরাঃ,) শুকমুখাৎ (ব্যাসশিষ্যপ্রশিষ্যাদি-পারম্পর্য্য-ক্রমেণ) ভুবি (পৃথিব্যাং) গলিতম্ (অখণ্ডমেব অবতীর্ণং, স্বেচ্ছয়া পতিতং, ন তু বলাৎ পাতিতং পরিপক্কত্বাৎ) অমৃতদ্রবসংযুতম্ (অমৃতং পরমানন্দঃ স এব দ্রবঃ রসঃ তেন সংযুক্তং বিশিষ্টং) নিগমকল্পতরোঃ (বেদরূপকল্পবৃক্ষস্য) রসং (ত্বগষ্ঠ্যাদি-কঠিন-হেয়াংশ-রহিতং কেবল-রসরূপং) ফলং ভাগবতং আ-লয়ং (মোক্ষানন্দামভিব্যাপ্য) মুহুঃ পিবতঃ (পরমাদরেণ সেবধ্বম্)।

১৪৫। নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ মহাভাগবত শ্রীল সূত গোস্বামীকে পুরোবর্ত্তী রাখিয়া শ্রীহরির লীলা ও অবতার-কথাসমূহ কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিয়া আপনাদিগের নিয়ত-বর্দ্ধমানা শ্রবণপিপাসা বর্ণন করিতেছেন,—

যৎ (যদ্বিক্রমং) শৃণ্বতাং (শ্রবণকারিণাং) রসজ্ঞানাং (রসিকানাং) পদে পদে (প্রতিক্ষণং) স্বাদু স্বাদু (স্বাদুতোঽপি স্বাদু ভবতীতি শেষঃ, তস্মিন্) উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে (উৎ উদ্গচ্ছতি তমঃ যস্মাৎ স উত্তমঃ, তথাভূতঃ শ্লোকঃ যশঃ যস্মিন্ তস্য কৃষ্ণস্য বিক্রমে গুণবীর্য্যকথাদৌ) বয়ং তু (অন্যে তু তৃপ্যন্তু নাম) ন বিতৃপ্যামঃ (বিশেষেণ ন তৃপ্যামঃ—অলমিতি ন মন্যামহে ইত্যর্থঃ)।

১৪৬। ভাগবত বিচার করিলে ব্রহ্মসূত্রের এবং উপনিষদ্-গুলির প্রকৃত সার-অর্থ জানিতে পারিবে। ভাগবত বিচার না করিয়া যিনি বেদান্ত পড়িতে বা উপনিষদের অর্থ জানিতে চান, তাঁহার অসার-অর্থলাভই অবশ্যম্ভাবী।

১৪৮। মধ্য, ৮ম পঃ ৬৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪৯। মধ্য, ২৪শ পঃ ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫০। মধ্য, ২৪শ পঃ ৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫।৪৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ১৫১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥" ১৫২ ॥

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রকর্ত্তৃক প্রভুর ৬১ প্রকার অর্থ-ব্যাখ্যান-ক্ষমতা-প্রশংসা ঃ—

হেনকালে সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
সভাতে কহিল সেই শ্লোক-বিবরণ ॥ ১৫৩ ॥
"এই শ্লোকের অর্থ প্রভু 'একষষ্টি' প্রকার।
করিয়াছেন, যাহা শুনি' লোকে চমৎকার ॥" ১৫৪ ॥

সকলের আগ্রহে প্রভু-কর্ত্তৃক ৬১ প্রকার অর্থ-ব্যাখ্যান ঃ—

তবে সব লোক শুনি' আগ্রহ করিল।
'একষষ্টি' অর্থ প্রভু বিবরি' কহিল ॥ ১৫৫ ॥

প্রভুর পাণ্ডিত্যে সকলের বিস্ময় ও তাঁহাকে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণরূপে নির্দ্ধারণ ঃ—

শুনিয়া লোকের বড় চমৎকার হৈল।
চৈতন্যগোসাঞিঃ—'শ্রীকৃষ্ণ', নির্দ্ধারিল ॥ ১৫৬ ॥

প্রভুর গৃহে প্রত্যাগমন ঃ—

এত কহি' উঠিয়া চলিলা গৌরহরি।
নমস্কার করে লোক হরিধ্বনি করি' ॥ ১৫৭ ॥

কাশীতে কীর্ত্তন-বন্যা ঃ—

সব কাশীবাসী করে নামসঙ্কীর্ত্তন।
প্রেমে হাসে, কাঁদে, গায়, করয়ে নর্ত্তন ॥ ১৫৮ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক কাশী-উদ্ধার ঃ—

সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।
বারাণসীপুর প্রভু করিলা নিস্তার ॥ ১৫৯ ॥

প্রভুর আগমনে কাশী কৃষ্ণকোলাহলে মুখরিত ঃ—

নিজ-লোক লঞা প্রভু আইলা বাসাঘর।
বারাণসী হৈল দ্বিতীয় নদীয়া-নগর ॥ ১৬০ ॥

মায়াবাদগ্রস্ত কৃষ্ণনামপ্রেমবিমুখ ; ভক্তগণের আগ্রহে যৎসামান্য শ্রদ্ধাবলে প্রভুর ব্রহ্মারও দুর্ল্লভ অক্ষয় নামপ্রেম-ভাণ্ডার কাশীবাসীকে অধিকার-নির্ব্বিশেষে বিতরণ ঃ—

নিজগণ লঞা প্রভু কহে হাস্য করি'।
"কাশীতে আমি আইলাঙ বেচিতে ভাবকালি ॥ ১৬১ ॥
কাশীতে গ্রাহক নাহি, বস্তু না বিকায়।
পুনরপি দেশে বহি' লওয়া নাহি যায় ॥ ১৬২ ॥
আমি বোঝা বহিমু, তোমা-সবার দুঃখ হৈল।
তোমা-সবার ইচ্ছায় বিনামূল্যে বিকাইল ॥" ১৬৩ ॥

কাশীতে প্রেমবন্যাপ্লাবনকারী প্রভুর স্তুতি ঃ—

সবে কহে,—"লোক তারিতে তোমার অবতার।
'পূর্ব্ব' 'দক্ষিণ' 'পশ্চিম' করিলা নিস্তার ॥ ১৬৪ ॥
'এক' বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ।
তাহা নিস্তারিয়া কৈলা আমা-সবার সুখ ॥" ১৬৫ ॥

প্রত্যহ অসংখ্য লোকসমাগম ঃ—

বারাণসী-গ্রামে যদি কোলাহল হৈল।
শুনি' গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল ॥ ১৬৬ ॥
লক্ষ কোটি লোক আইসে, নাহিক গণন।
সঙ্কীর্ণস্থানে প্রভুর না পায় দরশন ॥ ১৬৭ ॥

বিশ্বেশ্বরদর্শনযাত্রা-কালে অসংখ্য তৃষ্ণার্ত্ত লোকের প্রভুদর্শন-প্রাপ্তি ঃ—

প্রভু যবে স্নানে যান, বিশ্বেশ্বর-দরশনে।
দুইদিকে লোক করে প্রভু-বিলোকনে ॥ ১৬৮ ॥

সকলের হরিবোল-ধ্বনি ঃ—

বাহু তুলি' প্রভু কহে—বল 'কৃষ্ণ' 'হরি'।
দণ্ডবৎ করে লোকে হরিধ্বনি করি' ॥ ১৬৯ ॥

কাশীতে পাঁচদিন থাকিয়া প্রভুর পুরী যাত্রা ঃ—

এইমত দিন পঞ্চ লোক নিস্তারিয়া।
আর দিন চলিলা প্রভু উদ্বিগ্ন হঞা ॥ ১৭০ ॥

পঞ্চভক্তের প্রভুকে অনুসরণ ঃ—

রাত্রে উঠি' প্রভু যদি করিলা গমন।
পাছে লাগ্ লইলা তবে ভক্ত পঞ্চ জন ॥ ১৭১ ॥

পঞ্চভক্তের নাম ঃ—

তপন মিশ্র, রঘুনাথ, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
চন্দ্রশেখর, কীর্ত্তনীয়া-পরমানন্দ,—পঞ্চ জন ॥ ১৭২ ॥

সকলেরই প্রভুর অনুগমনে পুরী-গমনে ইচ্ছা থাকিলেও প্রভুর তাঁহাদিগকে বিদায়-দান ঃ—

সবে চাহে প্রভু-সঙ্গে নীলাচল যাইতে।
সবারে বিদায় দিলা প্রভু যত্ন-সহিতে ॥ ১৭৩ ॥

একাকী ঝারিখণ্ডপথ দিয়া পুরী যাইতে ইচ্ছা ঃ—

"যাঁর ইচ্ছা, পাছে আইস আমারে দেখিতে।
এবে আমি একা যামু ঝারিখণ্ড-পথে ॥" ১৭৪ ॥

অনুভাষ্য

১৫১। মধ্য, ১৭শ পঃ ১৪২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫২। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সনাতনকে বৃন্দাবনে রূপ-অনুপম-সমীপে প্রেরণ ঃ—

সনাতনে কহিলা,—"তুমি যাহ' বৃন্দাবন ।
তোমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন ॥ ১৭৫ ॥

করুণার্দ্রস্বরে ভক্তবৎসল ভগবানের স্বীয় বৃন্দাবন-যাত্রী ভক্তগণের সুখবিধানার্থ সনাতনকে আদেশ ঃ—

কাঁথা-করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ ।
বৃন্দাবনে আইলে তাঁদের করিহ পালন ॥" ১৭৬ ॥

সকলকে আলিঙ্গন করিয়া নিরপেক্ষ প্রভুর যাত্রা, ভক্তগণের মূর্চ্ছা ঃ—

এত বলি' চলিলা প্রভু সবা আলিঙ্গিয়া ।
সবেই পড়িলা তথা মূর্চ্ছিত হঞা ॥ ১৭৭ ॥

ঐ পাঁচ ভক্তের কাশীতে আগমন, সনাতনের বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

কতক্ষণে উঠি' সবে দুঃখে ঘরে আইলা ।
সনাতন-গোসাঞি বৃন্দাবনেরে চলিলা ॥ ১৭৮ ॥

রূপ-গোস্বামীর সহিত সুবুদ্ধি-রায়ের মিলন ঃ—

এথা রূপ-গোসাঞি যবে মথুরা আইলা ।
ধ্রুবঘাটে তাঁরে সুবুদ্ধিরায় মিলিলা ॥ ১৭৯ ॥
পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি-রায় ছিলা গৌড়ে 'অধিকারী' ।
হুসেন-খাঁ 'সৈয়দ' করে তাহার চাকরী ॥ ১৮০ ॥
দীঘি খোদাইতে তারে 'মুন্সীফ' কৈলা ।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিলা ॥ ১৮১ ॥
পাছে যবে হুসেন-খাঁ গৌড়ে 'রাজা' হইল ।
সুবুদ্ধি-রায়ের তিঁহো বহু বাড়াইল ॥ ১৮২ ॥
তার স্ত্রী তার অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্নে ।
সুবুদ্ধি-রায়রে মারিতে কহে রাজা-স্থানে ॥ ১৮৩ ॥
রাজা কহে,—"আমার পোষ্টা রায় হয় 'পিতা' ।
তাহারে মারিমু আমি,—ভাল নহে কথা ॥" ১৮৪ ॥
স্ত্রী কহে,—জাতি লহ', যদি প্রাণে না মারিবে ।
রাজা কহে,—জাতি নিলে ইঁহো নাহি জীবে ॥ ১৮৫ ॥
স্ত্রী মরিতে চাহে, রাজা সঙ্কটে পড়িল ।
করোঁয়ার পানি তার মুখে দেওয়াইল ॥ ১৮৬ ॥

সুবুদ্ধি-রায়ের একাকী কাশীতে আগমন ঃ—

তবে সুবুদ্ধি-রায় সেই 'ছদ্ম' পাঞা ।
বারাণসী আইলা, সব বিষয় ছাড়িয়া ॥ ১৮৭ ॥

স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের নিকট প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা-ফলে নানাজনের নানাবিধান ঃ—

প্রায়শ্চিত্ত পুছিলা তিঁহো পণ্ডিতের গণে ।
তাঁরা কহে,—তপ্ত-ঘৃত খাঞা ছাড়' প্রাণে ॥ ১৮৮ ॥

সুবুদ্ধি-রায়ের প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থাসমূহে সন্দেহ ঃ—

কেহ কহে,—এই নহে, অল্প দোষ হয় ।
শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয় ॥ ১৮৯ ॥

প্রভু কাশীতে আসিলে, সর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা-জিজ্ঞাসা ঃ—

তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা ।
তাঁরে মিলি' রায় আপন-বৃত্তান্ত কহিলা ॥ ১৯০ ॥

প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা প্রদান ও সুবুদ্ধি রায়কে শিক্ষা ঃ—

প্রভু কহে,—"ইঁহা হৈতে যাহ' বৃন্দাবন ।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ১৯১ ॥

নামাভাস ও শুদ্ধনামের ফলভেদ ঃ—

এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ-দোষ যাবে ।
আর 'নাম' লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥ ১৯২ ॥
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি ।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি ॥" ১৯৩ ॥

অযোধ্যা-পথে রায়ের নৈমিষারণ্য-গমন ও কিছুদিন অবস্থান ঃ—

পাঞা আজ্ঞা রায় বৃন্দাবনেরে চলিলা ।
প্রয়াগ, অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্যে আইলা ॥ ১৯৪ ॥

ইতোমধ্যে প্রভুর বৃন্দাবন হইয়া পুনরায় প্রয়াগে আগমন ঃ—

কতক দিবস রায় নৈমিষারণ্যে রহিলা ।
প্রভু বৃন্দাবন হৈতে প্রয়াগ যাইলা ॥ ১৯৫ ॥

মথুরায় প্রভু দর্শন না পাইয়া রায়ের খেদ ঃ—

মথুরা আসিয়া রায় প্রভুবার্ত্তা পাইল ।
প্রভুর লাগ্ না পাঞা মনে বড় দুঃখ হৈল ॥ ১৯৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮১। মুন্সীফ্—'ইন্সাফ্' শব্দ হইতে 'মুন্সীফ্'-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে ; যিনি যে-বিষয় বুঝিয়া লন, তাঁহাকে 'মুন্সীফ্' বলে। ছিদ্রপাঞা—দোষ দেখিয়া ।

১৮৩। তার স্ত্রী—হুসেন-সাহের বেগম; মারণের চিহ্ন—সুবুদ্ধি-রায় যে চাবুক মারিয়াছিল, তাহার চিহ্ন।

১৮৬। করোঁয়ার পানি—যে পাত্রে মুসলমানদিগের জল থাকে, তাহাকে 'করোঁয়া' বলে। সেই 'করোঁয়া' হইতে মুসলমান-স্পৃষ্টজল সুবুদ্ধিরায়ের মুখে দেওয়া হইয়াছিল।

১৮৭। ছদ্ম—ছল। সুবুদ্ধি রায়ের পূর্ব্বেই বিষয়ত্যাগের ইচ্ছা ছিল ; জাতিনাশ-ছলে পরিবারদিগকে ত্যাগ করিলেন।

১৯০। মহাপ্রভু মথুরায় যাইবার পূর্ব্বে যখন বারাণসী আসেন, সেই সময় সুবুদ্ধিরায়ের সহিত তাঁহার মিলন হয়।

রায়ের বৈরাগ্য ও দৈন্যাচরণ ঃ—

শুষ্ককাষ্ঠ আনি' রায় বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পয়সা হয় এক এক বোঝাতে ॥ ১৯৭ ॥
আপনে রহে এক পয়সার চানা চাবাঞা।
আর পয়সা বাণিয়া-স্থানে রাখেন ধরিয়া ॥ ১৯৮ ॥
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি' তাঁরে করান ভোজন।
গৌড়ীয়া আইলে দধি, ভাত, তৈল-মর্দ্দন ॥ ১৯৯ ॥

তাঁহাকে লইয়া শ্রীরূপের বৃন্দাবনে দ্বাদশবন-প্রদর্শন ঃ—

রূপ-গোসাঞি আসি' তাঁরে বহু প্রীতি কৈলা।
আপনসঙ্গে লঞা 'দ্বাদশ বন' দেখাইলা ॥ ২০০ ॥

শ্রীরূপের সনাতনান্বেষণে বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে আগমন ঃ—

মাসমাত্র রূপগোসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে।
শীঘ্র চলি' আইলা সনাতনানুসন্ধানে ॥ ২০১ ॥
গঙ্গাতীর-পথে প্রভু প্রয়াগেরে আইলা।
তাহা শুনি' দুইভাই সে পথে চলিলা ॥ ২০২ ॥

ইতিমধ্যে সনাতনের প্রয়াগ হইতে মথুরায় আগমন ঃ—

এথা সনাতন গোসাঞি প্রয়াগে আসিয়া।
মথুরা আইলা সনাতন রাজপথ দিয়া ॥ ২০৩ ॥

মথুরায় রায়ের সহিত মিলন ও রূপানুপম-বৃত্তান্ত-শ্রবণ ঃ—

মথুরাতে সুবুদ্ধিরায় তাহারে মিলিলা।
রূপ-অনুপম-কথা সকলি কহিলা ॥ ২০৪ ॥

ভ্রাতৃত্রয়ের মিলন না ঘটিবার কারণ ঃ—

গঙ্গাপথে দুইভাই, রাজপথে সনাতন।
অতএব তাঁহা সনে না হৈল মিলন ॥ ২০৫ ॥

সনাতনের প্রতি রায়ের পূর্ব্বাশ্রমোচিত ব্যবহার, সনাতনের উহাতে অপ্রীতি বা ঔদাসীন্য ঃ—

সুবুদ্ধি-রায় বহু স্নেহ করে সনাতনে।
ব্যবহার-স্নেহ সনাতন নাহি মানে ॥ ২০৬ ॥

কৃষ্ণান্বেষণকারী মহাবৈরাগী সনাতনপ্রভু ঃ—

মহা-বিরক্ত সনাতন ভ্রমেন বনে বনে।
প্রতিবৃক্ষে, প্রতিকুঞ্জে রহে রাত্রি-দিনে ॥ ২০৭ ॥

সনাতনের সাম্প্রদায়িক আচার্য্যকার্য্য-সম্পাদন ঃ—

মথুরা-মাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ততীর্থ প্রকট কৈলা বনেতে ভ্রমিয়া ॥ ২০৮ ॥

সনাতনের বৃন্দাবনে এবং রূপ ও অনুপমের কাশীতে অবস্থান ঃ—

এইমত সনাতন বৃন্দাবনেতে রহিলা।
রূপ-গোসাঞি দুইভাই কাশীতে আইলা ॥ ২০৯ ॥

কাশীতে ভক্তত্রয়সহ তাঁহাদের মিলন ঃ—

মহারাষ্ট্রীয় দ্বিজ, শেখর, মিশ্র-তপন।
তিনজন সহ রূপ করিলা মিলন ॥ ২১০ ॥

সানুজ শ্রীরূপেরও শেখর-গৃহে অবস্থান ও তপন-মিশ্র-গৃহে ভিক্ষা ঃ—

শেখরের ঘরে বাসা, মিশ্র-ঘরে ভিক্ষা ॥
মিশ্রমুখে শুনে, সনাতনে প্রভুর 'শিক্ষা' ॥ ২১১ ॥

কাশীতে প্রভুর সনাতন-শিক্ষা ও মায়াবাদী সন্ন্যাসীর উদ্ধার-বৃত্তান্ত-শ্রবণে আনন্দ ঃ—

কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি' তিনের মুখে।
সন্ন্যাসীরে কৃপা শুনি' পাইলা বড় সুখে ॥ ২১২ ॥

প্রভুর প্রতি লোকের আনুগত্য-ভাবদর্শনে ও কীর্ত্তনশ্রবণে শ্রীরূপের সুখ ঃ—

মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া।
সুখী হৈলা লোকমুখে কীর্ত্তন শুনিয়া ॥ ২১৩ ॥

১৫ দিন কাশীতে থাকিয়া শ্রীরূপাদির গৌড়ে যাত্রা ঃ—

দিন দশ রহি' রূপ গৌড়ে যাত্রা কৈল।
সনাতন-রূপের এই চরিত্র কহিল ॥ ২১৪ ॥

সঙ্গী বলভদ্রসহ প্রভুর কৃষ্ণান্বেষণ-চেষ্টায় পূর্ব্ববৎ ঝারিখণ্ড-পথে পুরীযাত্রা ঃ—

এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা।
নির্জ্জন বনপথে যাইতে মহাসুখ পাইলা ॥ ২১৫ ॥
সুখে চলি' আইসে প্রভু বলভদ্র-সঙ্গে।
পূর্ব্ববৎ মৃগাদি-সঙ্গে কৈলা নানারঙ্গে ॥ ২১৬ ॥

আঠারনালায় আসিয়া বলভদ্রদ্বারা পুরীস্থিত ভক্তগণকে আহ্বান ঃ—

আঠারনালাকে আসি' ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণে।
পাঠাঞা বোলাইলা নিজ-ভক্তগণে ॥ ২১৭ ॥

প্রভুর আগমন-শ্রবণে ভক্তগণের মৃতসঞ্জীবনী-মন্ত্র-লাভ ঃ—

শুনিয়া ভক্তের গণ যেন পুনরপি জীলা।
দেহে প্রাণ আইল, যেন ইন্দ্রিয় উঠিলা ॥ ২১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০২। তাঁহা শুনি'—রূপ গোস্বামী মথুরায় শুনিলেন যে, পূর্ব্বে মহাপ্রভু গঙ্গাতীরপথে মথুরায় গিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পথ দেখিবার উৎসাহে অনুপমের সহিত সেইপথে আসিলেন।

২০৬। ব্যবহার-স্নেহ—সংসারসম্বন্ধীয় স্নেহ।

নরেন্দ্র-সরোবরের নিকট আসিয়া সকলের প্রভুদর্শন ঃ—

আনন্দে বিহ্বল ভক্তগণ ধাঞা আইলা।
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে প্রভুরে মিলিলা ॥ ২১৯ ॥

ভক্তগণ ও প্রভুর পরস্পরের প্রতি যথাযোগ্য প্রণাম ও আলিঙ্গনাদি ঃ—

পুরী, ভারতীর প্রভু বন্দিলেন চরণ।
দোঁহে মহাপ্রভুরে কৈলা প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ২২০ ॥
দামোদর-স্বরূপ, পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর ॥ ২২১ ॥
কাশী-মিশ্র, প্রদ্যুম্ন-মিশ্র, পণ্ডিত-দামোদর।
হরিদাস ঠাকুর, আর পণ্ডিত-শঙ্কর ॥ ২২২ ॥

ভক্ত ও ভগবানের মিলনে উভয়েরই প্রেমাবেশ ঃ—

আর সব ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা।
সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ২২৩ ॥

সকলকে লইয়া প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন ঃ—

আনন্দ-সমুদ্রে ভাসে সব ভক্তগণে।
সবা লঞা চলে প্রভু জগন্নাথ-দরশনে ॥ ২২৪ ॥

প্রভুর প্রেমাবেশ ও নৃত্যগীত ঃ—

জগন্নাথ দেখি' প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
ভক্তসঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্য-গীত কৈলা ॥ ২২৫ ॥

জগন্নাথের মালাপ্রসাদ প্রাপ্তি, পড়িছার প্রণাম ঃ—

জগন্নাথ-সেবক আনি' মালা-প্রসাদ দিলা।
তুলসী পড়িছা আসি' চরণ বন্দিলা ॥ ২২৬ ॥

চতুর্দ্দিকে প্রভুর আগমন-সংবাদ-বিস্তৃতি, কটক হইতে রায় ও ভট্টাচার্য্যের আসিয়া প্রভুদর্শন ঃ—

'মহাপ্রভু আইলা'—গ্রামে কোলাহল হৈল।
সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, বাণীনাথ মিলিল ॥ ২২৭ ॥

প্রভুর কাশীমিশ্র-গৃহে অবস্থান ও সার্ব্বভৌমের নিমন্ত্রণ ঃ—

সবা সঙ্গে লঞা প্রভু মিশ্র-বাসা আইলা।
সার্ব্বভৌম-পণ্ডিত গোসাঞিরে নিমন্ত্রণ কৈলা ॥ ২২৮ ॥

ভক্তসহ প্রসাদসেবনেচ্ছা-হেতু প্রসাদ আনাইতে আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"মহাপ্রসাদ আন' এই স্থানে।
সবা-সঙ্গে ইঁহা আজি করিমু ভোজনে ॥" ২২৯ ॥

ভক্তসহ মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ সম্মান ঃ—

তবে দুঁহে জগন্নাথপ্রসাদ আনিলা।
সবা-সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিলা ॥ ২৩০ ॥

বৃন্দাবন হইতে পুরী-আগমন-যাত্রা বর্ণিত ঃ—

এই ত' কহিলুঁ,—প্রভু দেখি' বৃন্দাবন।
পুনঃ করিলেন যৈছে নীলাদ্রি-গমন ॥ ২৩১ ॥

শ্রবণকারীর চিদ্বৃত্তিস্ফূর্ত্তি ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঃ—

ইহা যেই শ্রদ্ধা করি' করয়ে শ্রবণ।
অচিরাৎ পায় সেই চৈতন্য-চরণ ॥ ২৩২ ॥

মধ্যলীলার দিগ্‌দর্শন ও ২৪ বৎসরের মধ্যে ছয় বৎসর ভারতে নামপ্রেম প্রচারার্থ ভ্রমণ ঃ—

মধ্যলীলার করিলুঁ এই দিগ্‌দরশন।
ছয় বৎসর কৈলা যৈছে গমনাগমন ॥ ২৩৩ ॥

অবশিষ্ট ১৮ বৎসর পুরীতে ভক্তসহ কীর্ত্তনোল্লাস ঃ—

শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস।
ভক্তগণ-সঙ্গে করে কীর্ত্তন-বিলাস ॥ ২৩৪ ॥

ভাগবতে ব্যাসরীত্যনুসরণে সংক্ষেপে মধ্যলীলার পরিচ্ছেদ-সমূহের বর্ণনমুখে পুনরালোচন ঃ—

মধ্যলীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে হয় কথার আস্বাদ ॥ ২৩৫ ॥
প্রথম পরিচ্ছেদে—শেষলীলার সূত্রগণ।
তথি-মধ্যে কোন ভাগের বিস্তার বর্ণন ॥ ২৩৬ ॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে—প্রভুর প্রলাপ-বর্ণন।
তথি-মধ্যে নানা-ভাবের দিগ্‌দরশন ॥ ২৩৭ ॥
তৃতীয় পরিচ্ছেদে—প্রভুর কহিলুঁ সন্ন্যাস।
আচার্য্যের ঘরে যৈছে করিলা বিলাস ॥ ২৩৮ ॥
চর্তুথে—মাধবপুরীর চরিত্র-আস্বাদন।
গোপাল-স্থাপন, ক্ষীরচুরির বর্ণন ॥ ২৩৯ ॥
পঞ্চমে—সাক্ষিগোপাল-চরিত্র বর্ণন।
নিত্যানন্দ কহে, প্রভু করেন আস্বাদন ॥ ২৪০ ॥
ষষ্ঠে—সার্ব্বভৌমের করিলা উদ্ধার।
সপ্তমে—তীর্থযাত্রা, বাসুদেব-নিস্তার ॥ ২৪১ ॥
অষ্টমে—রামানন্দ-সংবাদ বিস্তার।
আপনে শুনিলা 'সর্ব্ব-সিদ্ধান্তের সার' ॥ ২৪২ ॥
নবমে—কহিলুঁ দক্ষিণ-তীর্থ-ভ্রমণ।
দশমে—কহিলুঁ সর্ব্ব বৈষ্ণব-মিলন ॥ ২৪৩ ॥
একাদশে—শ্রীমন্দিরে 'বেড়া-সঙ্কীর্ত্তন'।
দ্বাদশে—গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-ক্ষালন ॥ ২৪৪ ॥
ত্রয়োদশে—রথ-আগে প্রভুর নর্ত্তন।
চতুর্দ্দশে—'হেরাপঞ্চমী'-যাত্রা-দরশন ॥ ২৪৫ ॥
তার মধ্যে ব্রজদেবীর ভাবের শ্রবণ।
স্বরূপ কহিলা, প্রভু কৈলা আস্বাদন ॥ ২৪৬ ॥
পঞ্চদশে—ভক্তের গুণ আপনে কহিল।
সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা, অমোঘ তারিল ॥ ২৪৭ ॥

ষোড়শে—বৃন্দাবন-যাত্রা গৌড়দেশ-পথে ।
পুনঃ নীলাচলে আইলা, নাটশালা হৈতে ॥ ২৪৮ ॥
সপ্তদশে—বনপথে মথুরা-গমন ।
অষ্টাদশে—বৃন্দাবন-বিহার-বর্ণন ॥ ২৪৯ ॥
ঊনবিংশে—মথুরা হৈতে প্রয়াগ-গমন ।
তার মধ্যে শ্রীরূপেরে শক্তি-সঞ্চারণ ॥ ২৫০ ॥
বিংশতি পরিচ্ছেদে—সনাতনের মিলন ।
তার মধ্যে ভগবানের স্বরূপ-বর্ণন ॥ ২৫১ ॥
একবিংশে—কৃষ্ণৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বর্ণন ।
দ্বাবিংশে—দ্বিবিধ সাধনভক্তির বিবরণ ॥ ২৫২ ॥
ত্রয়োবিংশে—প্রেমভক্তিরসের কথন ।
চতুর্ব্বিংশে—'আত্মারামা'-শ্লোকার্থ-বর্ণন ॥ ২৫৩ ॥
পঞ্চবিংশে—কাশীবাসীরে বৈষ্ণবকরণ ।
কাশী হৈতে পুনঃ নীলাচলে আগমন ॥ ২৫৪ ॥
পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে এই কৈলুঁ অনুবাদ ।
যাহার শ্রবণে হয় গ্রন্থার্থ-আস্বাদ ॥ ২৫৫ ॥

সংক্ষেপে মধ্যলীলা বর্ণিত ঃ—

সংক্ষেপে কহিলুঁ এই মধ্যলীলার সার ।
কোটিগ্রন্থে বর্ণন না যায় ইহার বিস্তার ॥ ২৫৬ ॥

জীবোদ্ধারনিমিত্ত প্রভুর সমগ্রভারত-ভ্রমণ এবং স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রচার ঃ—

জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে-দেশে ।
আপনে আস্বাদি' ভক্তি করিলা প্রকাশে ॥ ২৫৭ ॥

প্রভুর প্রচার্য্য বিষয়সমূহ ঃ—

কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব আর ।
ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব-সার ॥ ২৫৮ ॥
শ্রীভাগবত-তত্ত্বরস করিলা প্রচারে ।
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত, জানাইলা সংসারে ॥ ২৫৯ ॥

কখনও শ্রোতৃরূপে, কখনও বক্তৃরূপে শুদ্ধভক্তি-প্রচার ঃ—

ভক্ত লাগি' বিস্তারিলা আপন-বদনে ।
কাঁহা ভক্ত-মুখে কহাই শুনিলা আপনে ॥ ২৬০ ॥

অনুপম ভক্তবৎসল, অদ্বিতীয় ও অহৈতুকী-কৃপা-সিন্ধু ঃ—

শ্রীচৈতন্যসম আর কৃপালু, বদান্য ।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য ॥ ২৬১ ॥

অন্ধবিশ্বাস ছাড়িয়া বাস্তব-বস্তুতে দৃঢ়বিশ্বাস-ফলেই পরতত্ত্ব চৈতন্য-কৃষ্ণ প্রাপ্তি ঃ—

শ্রদ্ধা করি' এই লীলা শুন, ভক্তগণ ।
ইহার প্রসাদে পাইবা চৈতন্য-চরণ ॥ ২৬২ ॥
ইহার প্রসাদে পাইবা কৃষ্ণতত্ত্বসার ।
সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্তের ইঁহা পাইবা পার ॥ ২৬৩ ॥

কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলা—অভিন্ন অমৃতনদী, তাহা কেবলমাত্র শুদ্ধচিত্ত ভক্তেরেই আস্বাদ্য ঃ—

কৃষ্ণলীলা অমৃত-সার, তার শত শত ধার,
দশদিকে বহে যাহা হৈতে ।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ' তাহাতে ॥ ২৬৪ ॥

গ্রন্থকারের সদৈন্য প্রার্থনা ঃ—

ভক্তগণ, শুন মোর দৈন্য-বচন ।
তোমা-সবার পদধূলি, অঙ্গে বিভূষণ করি',
কিছু মুঞি করোঁ নিবেদন ॥ ২৬৫ ॥ ধ্রু ॥

ভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ ও কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদনার্থ ভক্তগণকে অনুরোধ ঃ—

কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তগণ, যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন,
তার মধু করি' আস্বাদন ।
প্রেমরস-কুমুদবনে, প্রফুল্লিত রাত্রি-দিনে,
তাতে চরাও মনোভৃঙ্গগণ ॥ ২৬৬ ॥

অনুভাষ্য

২৬৪। কৃষ্ণলীলাই—'অমৃতসারবস্তু' ; তদিতর, সমস্তই—'অসার'। কৃষ্ণলীলামৃতসারের শত শত ধারা কৃষ্ণলীলামৃত হইতে দশদিকে প্রবাহিত। কৃষ্ণলীলামৃতসারই আবার শ্রীচৈতন্য-লীলা। চৈতন্যলীলাকে কৃষ্ণলীলা হইতে পৃথক্‌বুদ্ধি করিয়া বর্ত্তমানকালে নব নব কল্পনাপ্রভাবে উদ্ভাবিত "নদীয়া ও গৌর-নাগরী লীলা" প্রভৃতি নবীন মতবাদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা চলিতেছে। থিয়সফিস্ট দলের কেহ কেহ এবং অন্যান্য ভক্তি-বিরোধী প্রাকৃত বাউল ও সহজিয়াদলের কেহ কেহ তাঁহাদের নিজ নিজ দুর্দ্দমনীয় প্রাকৃত-বৃত্তির ছাঁচে ঢালিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে রাজনৈতিক-নেতা, কেহ বা শক্তি-উপাসক, কেহ বা অবৈধ নাগরীর লম্পট বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। গোলোকের নিত্যলীলাই প্রকটকালে প্রপঞ্চে উদিত হয় ; তৎকালে শ্রীরূপাদি গৌরলীলার পার্ষদবর্গ কেহই যখন গৌরনাগর-লীলা দেখিতে বা বুঝিতে পারেন নাই, তখন উহা নিশ্চয়ই চৈতন্যলীলা নহে। শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণব-গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই গৌরভক্তি কর্ত্তব্য। কল্পনা-সরোবরে অবগাহন করিয়া 'নবগোরার দল' করিয়া কোনই ফল নাই।

২৬৬। চৈতন্যলীলা—অক্ষয় সরোবর ; কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্ত-সমূহ—সেই সরোবরের পদ্মবন, প্রেমরস—কুমুদবন ; এবং ভক্তগণের মন—ভৃঙ্গসমূহ।

কৃষ্ণলীলা-বৈচিত্র্যসমূহই ভক্তগণের জীবন ঃ—

নানা-ভাবের ভক্তজন, হংস-চক্রবাকগণ,
যতে বসি' করেন বিহার ।
কৃষ্ণকেলি-মৃণাল, যাহা পাই সর্ব্বকাল,
ভক্ত-হংস করয়ে আহার ॥ ২৬৭ ॥

তাদৃশ আস্বাদনেই প্রেমোল্লাস-বৃদ্ধি ঃ—

সেই সরোবরে গিয়া, হংস-চক্রবাক হঞা,
সদা তাঁহা করহ বিলাস ।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবা পরম সুখ,
অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস ॥ ২৬৮ ॥

শুদ্ধভক্তগণকর্ত্তৃক বিশ্ববাসীকে গৌরকৃষ্ণলীলামৃত বিতরণ ঃ—

এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু-মহান্ত-মেঘগণ,
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ ।
তাতে ফলে অমৃত-ফল, ভক্ত খায় নিরন্তর,
তার প্রেমে জীয়ে জগজন ॥ ২৬৯ ॥

গৌরলীলা—ঘনদুগ্ধপূর, তাহাতে কৃষ্ণলীলা—সুকর্পূর, শ্রৌত-পন্থায় হরিগুরুবৈষ্ণব-কৃপায় উহার আস্বাদন-সম্ভাবনা ঃ—

চৈতন্যলীলা—অমৃতপূর, কৃষ্ণলীলা—সুকর্পূর,
দুহে মিলি' হয় সুমাধুর্য্য ।
সাধু-গুরু-প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য ॥ ২৭০ ॥

এই উভয় লীলামৃতই ভক্তের আহার্য্য, ইহা ব্যতীত অন্নগ্রহণেও ভক্তজীবনের অপুষ্টি ঃ—

যে লীলা-অমৃত বিনে, খায় যদি অন্নপানে,
তবে ভক্তের দুর্ব্বল জীবন ।
যার একবিন্দু-পানে, উৎফুল্লিত তনুমনে,
হাসে, গায়, করয়ে নর্ত্তন ॥ ২৭১ ॥

তর্কপন্থায় এই অমৃত দুর্ল্লভ ঃ—

এ অমৃত কর পান, যার সম নাহি আন,
চিত্তে করি' সুদৃঢ় বিশ্বাস ।
না পড়' কুতর্ক-গর্ত্তে, অমেধ্য-কর্কশ-আবর্ত্তে,
যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ ॥ ২৭২ ॥

পঞ্চতত্ত্বকে ও শ্রোতৃগণকে প্রণাম ঃ—

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, ভক্তবৃন্দ,
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ ।
তোমা-সবার শ্রীচরণ, করি শিরে ভূষণ,
যাহা হৈতে অভীষ্ট-পূরণ ॥ ২৭৩ ॥

অনুভাষ্য

২৬৭। কৃষ্ণকেলিপদ্মই ভক্তরূপ হংসের 'আহার'। নিত্য-সম্ভোগরস-বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের ক্রীড়া—নিত্য-বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ অভিন্ন-কৃষ্ণতনু শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিত নিত্যসেবক ভক্তগণের আহার্য্য বস্তু।

২৬৮। গৌরভক্ত চৈতন্যলীলা-সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক নিত্যকাল শ্রীগৌরপদাশ্রিত হংসচক্রবাকরূপে কৃষ্ণের ভজন করিতে করিতে শ্রীগৌরোপাসনরূপ-সরোবরে বিলাস কর। তাহা হইলেই গৌরাঙ্গকে নদীয়া-নাগরীর ন্যায় ভোগ্যজড় বিশেষরূপে কল্পনা করিয়া তোমাকে কৃষ্ণেতর-সেবারূপ 'দুঃখ' পাইতে হইবে না এবং কৃষ্ণসেবারূপ পরমসুখ লাভ করিয়া (তুমি) কৃষ্ণপ্রেমোল্লাসে মত্ত হইবে।

২৬৯। গৌরপদাশ্রিত সাধুমহান্ত-মেঘসমূহ, সর্ব্বদা জগৎ-রূপ উদ্যানে কৃষ্ণলীলামৃত বর্ষণ করেন। এই বারিধারা-সেচন-প্রভাবে প্রেমামৃত-ফল ফলিলে ভক্তগণ নিরন্তর ভক্ষণ করেন এবং তৎপ্রেমে বিশ্ববাসী জীবনধারণ করেন।

২৭০। চৈতন্যলীলামৃত—সেই প্রেমামৃতের 'পূর'-সদৃশ এবং কৃষ্ণলীলা—সুকর্পূর-তুল্য ; এই লীলামৃতদ্বয়ের একত্র মিলনেই সুমাধুর্য্য। কৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্য চৈতন্যলীলামৃত-সহযোগে পুষ্ট হইয়া সুমাধুর্য্যময় হইয়াছে। গৌর-বিরোধী অসুরদল গৌরলীলা বা গৌর-মন্ত্র স্বীকার করেন না, সুতরাং তাঁহাদের কৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার সম্ভাবনা নাই। আবার কৃষ্ণবিরোধী দৈত্যদল কৃষ্ণলীলামৃতে উদাসীন হইয়া নদীয়া-নাগরীর অনুগত নাগরী-অভিমানে বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ রাধাকৃষ্ণাভিন্নতনু গৌরকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করিয়া অর্থাৎ সম্ভোগরসবিগ্রহ করিয়া গৌর-লীলা-বৈচিত্র্য-মাধুর্য্য সমূলে বিনাশ করেন। শ্রীরূপানুগ-সাধু-গুরু-প্রসাদক্রমে অর্থাৎ শ্রীরূপানুগত্যে গৌরলীলামৃত ও কৃষ্ণলীলা-মৃতকে পরস্পর 'অভিন্ন' জানিলে লীলাদ্বয়ের একত্র সম্মিলনেই কেবল প্রচুর মাধুর্য্যাস্বাদন হয় ;—শ্রীরূপানুগ ব্যক্তি কেবলমাত্র তাহাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

২৭১। পাঠান্তরে—'খায় যদি অনুপানে।'

২৭২। কৃষ্ণ ও গৌরলীলাকে পরস্পর ভিন্ন-জ্ঞানে কুতর্ক-মূলে অপবিত্র কর্কশ ঘূর্ণিবায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া কৃষ্ণভজন ছাড়িয়া গৌরভজন করিলে বা গৌরসেবা ছাড়িয়া কৃষ্ণসেবা করিলে, মূঢ়জীবের সর্ব্বনাশ হয়।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭১। মনুষ্য অন্নপানের দ্বারা পুষ্ট হয় ; ভক্তগণ বহির্ম্মুখ-দিগের ন্যায় অন্নপান গ্রহণ করিয়াও কৃষ্ণলীলা-সম্পৃক্ত চৈতন্য-লীলামৃত পান না করিলে দুর্ব্বল জীবন হইয়া পড়েন।

অভীষ্ট আরাধ্যের প্রণাম ঃ—

শ্রীরূপ-সনাতন- রঘুনাথ-জীব-চরণ,
শিরে ধরি,—যার করি আশ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত, চৈতন্যচরিতামৃত,
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস ॥ ২৭৪ ॥

শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥ ২৭৫ ॥

অভক্তের নিন্দা-প্রশংসায় নিরপেক্ষ গ্রন্থকারের ভক্ত-সুখেই আপনাকে কৃতার্থ-জ্ঞান ঃ—

তদিদমতিরহস্যং গৌরলীলামৃতং যৎ
খলু সমুদয়-লোকৈর্নাদৃতং তৈরলভ্যম্।
ক্ষতিরিয়মিহ কা মে স্বাদিতং যৎ সমন্তাৎ
সহৃদয়-সুমনোভির্মোদমেষাং তনোতি ॥ ২৭৬ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশীবাসি-বৈষ্ণবকরণং পুনর্নীলাচল-গমনঞ্চ পঞ্চবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ইতি মধ্যলীলা সমাপ্তা

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭৫। শ্রীমদনগোপাল ও গোবিন্দদেবের তুষ্টির জন্য এই চৈতন্যচরিতামৃত কৃষ্ণচৈতন্যার্পিত হউক।

২৭৬। এই অতি রহস্যময় গৌরলীলামৃত ভক্তের প্রাণধন হইলেও অনধিকারিগণ ইহাকে নিশ্চয় আদর করিবে না ; ইহাতে আমার ক্ষতি নাই, পরন্তু এই লীলামৃত যে-সকল সহৃদয় সাধুকর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে আস্বাদিত হইয়াছে, এই গ্রন্থ সেই মহাত্মাদিগের আনন্দ বিস্তার করুক্।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

২৭৫। শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে (শ্রীমন্মদন-গোপালঃ গোবিন্দদেবঃ চ তয়োঃ তুষ্টয়ে প্রীত্যৈ) এতৎ চৈতন্য-চরিতামৃতং চৈতন্যার্পিতমস্তু (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় সমর্পয়ামি)।

২৭৬। অতিরহস্যং (পরমগোপনীয়ং) তৎ গৌরলীলামৃতম্ (ইদং গ্রন্থরত্নং) খলু (নিশ্চিতং) সমুদয়লোকৈঃ (অসদ্ভিরনধি-কারিভিঃ সর্ব্বৈঃ) ন আদৃতং, যতঃ [ইদং] তৈঃ (অসদ্ভিঃ) অলভ্যং (লব্ধুমশক্যম্) ; ইহ (অত্র) মে (মম) ইয়ং কা ক্ষতিঃ (হানিঃ)?—যৎ (যত্র) সহৃদয়সুমনোভিঃ (নিষ্কপটৈঃ সুধীভিঃ ঐকান্তিকচিত্তৈঃ) সমন্তাৎ (সর্ব্বতঃ) স্বাদিতং (সৎ) এষাং (সুমনসাং) মোদং তনোতি (বিস্তারয়তি)।

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।